

মুত্তাখাব হাদীস

(নির্বাচিত হাদীস)

মুজা জেখাক
হযরত মাওলানা
মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (রহঃ)

উর্দু তরজমা ও তরতীব
হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সা'আদ ছাহেব

বাংলা আবুবাদ
হাফেজ মাওলানা
মুহাম্মদ যুবায়ের ছাহেব
মাওলানা রবিউল হক ছাহেব মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ



দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

কালেমায়ে তাইয়েবা

ঈমান	১৭
আল্লাহ তায়ালায় হুকুম পালনের মধ্যে সফলতা	১৪৫
গায়েবের বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান	৫৫
আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার মহান গুণাবলী, তাঁহার রসূল ও তাকদীরের উপর ঈমান	৫৫
মৃত্যুর পর আগত অবস্থাসমূহের প্রতি ঈমান	১০২

নামায

ফরয নামায	১৭১
জামাতের সহিত নামায আদায়	১৯৮
সুন্নাত ও নফল নামায	২৩৫
খুশু'-খুযু	২৮৫
অযূর ফাযায়েল	২৯৮
মসজিদের ফযীলত ও আমলসমূহ	৩১০

এলেম ও যিকির

এলেম	৩১৭
কুরআনে করীম ও হাদীস শরীফ হইতে আছর গ্রহণ করা	৩৪৮
যিকির	
কুরআনে কারীমের ফাযায়েল	৩৫২
আল্লাহ তায়ালায় যিকিরের ফাযায়েল	৩৯১
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত যিকির ও দোয়াসমূহ	৪৫৯

একরামে মুসলিম

মুসলমানের মর্যাদা	৫১১
উত্তম চরিত্র	৫২৮
মুসলমানদের হক	৫৪৭
আত্মীয়তা বজায় রাখা	৬২৩
মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া হইতে বাঁচিয়া থাকা	৬৩৩
মুসলমানদের পারস্পরিক মতবিরোধকে দূর করা	৬৬৪
মুসলমানদের আর্থিক সহায়তা	৬৭২

এখলাসে নিয়ত

অর্থও নিয়ত সহীহ করা	৬৮৩
আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁহার	
ওয়াদার উপর একীনের সহিত এবং সওয়াব	
ও পুরস্কারের আগ্রহে আমল করা	৭০০
রিয়াকারীর নিন্দা	৭০৬

দাওয়াত ও তবলীগ

দাওয়াত ও উহার ফযীলতসমূহ	৭২২
আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার ফযীলত	৭৬৪
আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বাহির হওয়ার আদব ও আমলসমূহ	৭৯২
অহেতুক কথাবার্তা ও কাজকর্ম হইতে বাঁচিয়া থাকা	৮৪৯



ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ
النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِذَعْوَتِهِمْ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ .

أَمَّا بَعْدُ !

ইহা একটি বাস্তব কথা যাহা কোনরূপ ভণিতা ছাড়া অকপটে বলা যায় যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত, সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে উপকারী দাওয়াত হইল তাবলীগী জামাতের দাওয়াত।

যাহার মারকাজ দিল্লীর নিজামুদ্দীন মসজিদ।^১ যাহার মেহনতের পরিধি ও প্রভাব শুধু পাকভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত নয় এবং শুধু এশিয়াও নয় বিভিন্ন মহাদেশ ও মুসলিম ও অমুসলিম দেশসমূহে বিস্তৃত।

বিভিন্ন দাওয়াত, আন্দোলন এবং বিপ্লবী ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার ইতিহাস বলে, কোন দাওয়াত ও আন্দোলনের উপর যখন কিছুকাল অতিবাহিত হয় অথবা উহার মেহনতের পরিধি যখন ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া যায় (এবং বিশেষভাবে যখন উহার কার্যকারিতা, প্রভাব ও নেতৃত্বের উপকারিতা দৃষ্টিগোচর হয়) তখন ঐ দাওয়াত ও আন্দোলনের মধ্যে এমন সমস্ত ত্রুটিবিচ্ছৃতি, অসং উদ্দেশ্য এবং মূল

১. এই অভিব্যক্তি ও স্বীকৃতি দ্বারা অন্যান্য জরুরী দাওয়াতী মেহনত ও আন্দোলনসমূহকে এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট ও যুগের চাহিদা সম্পর্কে জ্ঞান-অনুভূতি সৃষ্টিকারী ও সমকালীন ফেৎনাসমূহের সহিত মোকাবিলা করার যোগ্যতা পয়দাকারী উদ্যোগ ও সংগঠনসমূহকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য নয় ; তাবলীগী দাওয়াত ও আন্দোলনের ব্যাপকতা ও উপকারিতা সম্পর্কে ইতিবাচক অভিব্যক্তি ও স্বীকৃতি মাত্র।

উদ্দেশ্য হইতে অমনোযোগিতা ঢুকিয়া পড়ে যাহা ঐ দাওয়াত বা আন্দোলনের উপকারিতা ও প্রভাবকে খর্ব অথবা একেবারেই শেষ করিয়া দেয় কিন্তু এই তাবলীগী দাওয়াত এখনও পর্যন্ত লেখকের দেখা ও জানামতে) বড় ধরনের ঐ সমস্ত পরীক্ষা হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। ইহাতে আত্মত্যাগ ও কোরবানীর প্রেরণা, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির অনুশ্রবণ ও সওয়াব হাসিলের আগ্রহ, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান ও স্বীকৃতি বিনয় ও নম্রতা, ফরয ইবাদতসমূহ আদায়ে যত্নবান হওয়া এবং ইহাতে উন্নতি লাভের চরম আগ্রহ, আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও যিকিরে মগ্নতা, অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম হইতে যথাসম্ভব বাঁচিয়া থাকা, উদ্দেশ্য হাসিল ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘ সময়ের জন্য সফর করা, কষ্ট সহ্য করা, এই সবই ইহার অন্তর্ভুক্ত ও ইহাতে প্রচলিত রহিয়াছে।

তাবলীগী জামাতের এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য এই জামাতের প্রথম দাঈ বা আহবায়কের এখলাস ও আল্লাহ তায়ালার প্রতি রুজু, তাঁহার দোয়া নিরলস চেষ্টা ও কোরবানী এবং সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও কবুলিয়াতের পর ঐ সকল নিয়মাবলী ও মূলনীতিরই ফল যেইগুলি শুরু হইতেই প্রথম আহবায়ক হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলবী (রহঃ) এই কাজের জন্য জরুরীভাবে নির্ধারণ করিয়াছেন এবং যেইগুলি অনুসরণের প্রতি সর্বদা উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে। সেইগুলি হইল, কামোমায়ৈ তাইয়্যোরণের অর্থ ও দাবীর প্রতি চিন্তা করা। ফরয ও এবাদতসমূহের ফাযায়েল সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন, এলেম ও জিকিরের ফযীলতের জ্ঞান অন্তরে স্থাপন, আল্লাহ তায়ালা যিকিরে নিমগ্নতা, একরামে মুসলিম ও মুসলমানের হক সম্পর্কে জানা এবং উহা আদায় করা, প্রত্যেক আমলে নিয়তকে শুদ্ধ করা ও এখলাস, অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও কাজকর্ম পরিত্যাগ করা, আল্লাহর রাস্তায় বাহির হওয়া ও সফর করার ফযীলত ও লাভসমূহের ধ্যান ও আগ্রহ। এইগুলি সেই সকল মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্য ছিল যাহা এই দাওয়াতের মেহনতকে একটি রাজনৈতিক ও বস্তুবাদী আন্দোলন, দুনিয়াবী সুযোগ সুবিধা এবং পদ ও মর্যাদা লাভের মাধ্যম হিসাবে পরিণত হইতে নিরাপদ করিয়া দিয়াছে এবং ইহা একটি খাঁটি দ্বীন দাওয়াত এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসাবে বহাল রহিয়াছে।

এই মূলনীতি ও উপাদানসমূহ যাহা এই দাওয়াত ও জামাতের জন্য জরুরী সাব্যস্ত করা হইয়াছে, কুরআন ও হাদীস হইতে সংগৃহীত এবং উহা

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও দ্বীনের হেফাজতের ক্ষেত্রে একজন প্রহরী ও নিরাপত্তা রক্ষীর মর্যাদা রাখে। এই সবগুলির উৎস আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত ও হাদীস।

একটি স্বতন্ত্র ও আলাদা কিতাবে এই সকল আয়াত, হাদীস ও উৎসসমূহকে একত্রিত করার প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তায়ালার শোকর যে, এই দাওয়াত ও তাবলীগের প্রথম দাঈ বা আহবায়ক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস ছাহেব (রহঃ) এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী) দ্বিতীয় দাঈ বা আহবায়ক হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ ছাহেব (রহঃ) এর দৃষ্টি হাদীসের কিতাবসমূহে অত্যন্ত বিস্তৃত ও গভীর ছিল। তিনি এই সকল মূলনীতি ও নিয়মাবলী ও সতর্কতামূলক বিষয়াবলীর উৎসগুলিকে একটি কিতাবে একত্রিত করিয়া দিয়াছেন। আর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণভাবে এই ব্যাপারটি আঞ্জাম দিয়াছেন। ফলে এই কিতাব উক্ত মূলনীতি, নিয়মকানুন ও হেদায়াতের উৎসসমূহের শুধু একটি সংকলন নয়, বরং একটি বিব্রকোষে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে নির্বাচন ও সংক্ষেপণ ছাড়াই সকল হাদীসকে উহার শ্রেণীগত বিভিন্ণতা সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাও আল্লাহ তায়ালার তকদীর ও তৌফিকের বিষয় যে, এখন এই কিতাব তাহার সৌভাগ্যবান পৌত্র, স্নেহধন্য মৌলভী সাঈদ ছাহেবের (আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দীর্ঘায়ু করুন এবং আরও অধিকের তৌফিক দান করুন।) মনোযোগ ও প্রচেষ্টার কারণে প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহার উপকারিতা ব্যাপক হইতেছে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার এই মেহনত ও খেদমতকে কবুল করুন এবং ইহার উপকারিতা ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর করিয়া দিন। (আল্লাহ তায়ালার জন্য ইহা কোন কঠিন বিষয় নয়।)

আবুল হাসান আলী নদভী

রায়বেরেলী

২০. ১১. ১৪১৮ হিজরী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

উর্দু অনুবাদকের কথা

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كُنَّا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ [آل عمران: ١٦٤]

অর্থ : প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন, যখন তাহাদের মাঝে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক মহান রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন (মানুষের মধ্য হইতে হওয়ার কারণে তাহার মহান গুণাবলী হইতে লোকেরা সহজে উপকৃত হয়)। রসূল তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালায় আয়াতসমূহ পড়িয়া পড়িয়া শুনান। (কুরআনের আয়াত দ্বারা তাহাদিগকে দাওয়াত দেন, উপদেশ দেন।) তাহাদের চরিত্র সংশোধন ও পরিমার্জন করেন। আর আল্লাহ তায়ালায় কিতাব এবং আপন সন্মাত ও তরীকার তালিম দেন। নিঃসন্দেহে রাসূলের আগমনের পূর্বে এই সমস্ত লোক প্রকাশ্য গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল। (সূরা আলি ইমরান)

আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে এবং এই বিষয়বস্তুর উপর হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলাইমান নদভী (রহঃ) 'হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস (রহঃ) ও তাহার দ্বীনি দাওয়াত' নামক কিতাবের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়তের কাজ হিসাবে এই দায়িত্বসমূহ দান করা হইয়াছে,—কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত, চরিত্র সংশোধন এবং আল্লাহর কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদান করা। কুরআনে কারীম ও বিভিন্ন সহীহ হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে, শেষ নবীর উম্মত তাহাদের নবীর অনুকরণে বিশ্বের সকল উম্মতের প্রতি প্রেরিত।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ [آل عمران: ١١٠]

অর্থ : হে মুসলমানরা! তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাহাদিগকে মানব

জাতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তোমরা সংকাজের আদেশ কর, মন্দকাজ হইতে বিরত রাখ।

নবুয়তের দায়িত্বসমূহের মধ্য হইতে কল্যাণের প্রতি দাওয়াত, সংকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে উম্মাতে মুসলিমা নবীর স্থলাভিষিক্ত। এই কারণে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াতের কাজ হিসাবে তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে দাওয়াত, আখলাকের সংশোধন, কিতাব ও হিকমত শিক্ষাদানের যে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা উম্মতের জিস্মায় ও আসিয়া গিয়াছে। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে দাওয়াত দেওয়া, শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা, জিকির ও এবাদতের উপর জান ও মাল খরচকারী বানাইয়াছেন। এই সমস্ত আমলকে অন্য সমস্ত কাজের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং সর্বাবস্থায় এই সমস্ত আমলের মশক করানো হইয়াছে। এই সমস্ত আমলের মধ্যে আত্মনিয়োগ করতঃ দুঃখ-কষ্টের উপর সবার করা শিখানো হইয়াছে। অপরের উপকারার্থে নিজের জানমাল উৎসর্গকারী বানানো হইয়াছে। আর اللّٰهُ حَقُّ جِهَادِهِ (আল্লাহ তায়ালায় যুদ্ধের জন্য মেহনত ও চেষ্টা করিতে থাক যেমন মেহনত করার হক রহিয়াছে) এই হুকুম পালনার্থে নবীদের মনমেজাজে মেহনত মুজাহাদা এবং কোরবানী ও অপরের জন্য আত্মত্যাগের এমন নকশা তৈয়ার হইয়াছে যাহার ভিত্তিতে উম্মতের সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। যেই যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আমলসমূহ পরিপূর্ণরূপে সমগ্র উম্মতের মধ্যে চালু ছিল সেই যুগকে সর্বোত্তম যুগ বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর যুগের পর যুগ উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অর্থাৎ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ নবীওয়াল দায়িত্ব আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ ও চেষ্টা মেহনতকে কাজে লাগাইয়াছেন। তাহাদেরই মেহনতের নূর দ্বারা আজ ইসলামের ঘর আলোকিত।

এই যুগে আল্লাহ তায়ালা হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর অন্তরে দ্বীন মিটিয়া যাওয়ার উপর জ্বালা ও চিন্তা-ফিকির ও অস্থিরতা এবং উম্মতের জন্য দরদ, মনোবেদনা ও দুঃখ এই পরিমাণ ভরিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহার সমকালীন উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টিতে এই ব্যাপারে তিনি নিজেই নিজের একক তুলনা ছিলেন। তিনি সব সময় جَمِيعُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের পক্ষ হইতে যে সকল তরীকা লইয়া

আসিয়াছেন, উহাকে পরিপূর্ণভাবে সারা বিশ্বে জিন্দা করিবার জন্য অস্তির থাকিতেন। আর তিনি অত্যন্ত মজবুতির সহিত এই কথার দাওয়াত দিতেন যে, দ্বীন জিন্দা করার মেহনত তখনই কবুল ও ফলপ্রসূ হইবে যখন স্বয়ং এই মেহনতের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা জিন্দা হইবে। এমন দাওয়াতকর্মী তৈয়ার হইবে যে, নিজের এলম ও আমল, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী, দাওয়াতের পদ্ধতি ও ভাবাবেগে আশ্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের সহিত এবং বিশেষ করিয়া মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্যতা রাখিবে। ঈমানের বিশুদ্ধতা ও বাহ্যিক নেক আমলের পাশাপাশি তাহাদের বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ অবস্থাও নবুয়তের তরীকার উপর হইবে। আল্লাহর মহব্বত ও ভয় এবং তাআল্লুক মাআল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সহিত বিশেষ সম্পর্ক থাকিবে। আখলাক ও অভ্যাসে এবং চারিত্রিক গুণাবলীতে নবীর সুন্নতের অনুসরণের গুরুত্ব থাকিবে। আল্লাহর খাতিরে মহব্বত রাখা, আল্লাহর খাতিরে বিদ্বেষ রাখা। মুসলমানদের জন্য দয়া, রহমত, সৃষ্টির প্রতি স্নেহ মমতা, তাহাদের দাওয়াতের চালিকাশক্তি হইবে। আর আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের দ্বারা বারংবার ঘোষিত মূলনীতি অনুযায়ী আল্লাহর নিকট হইতে প্রতিদান লাভের আগ্রহ ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য থাকিবে না। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীন যিন্দা করার এমন সার্বক্ষণিক ফিকির থাকিবে যে, আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় জান ও মালকে মূল্যহীন করার চরম আগ্রহ তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া ফিরে। আর পদ ও পদবী, মাল ও দৌলত, সম্মান ও খ্যাতি, নাম যশ ও নিজের আরাম ও আয়েশের কোন চিন্তা এই পথে বাধা হইবে না। তাহাদের উঠাবসা, কথাবার্তা, চালচলন, মোটকথা তাহাদের জীবনের প্রতিটি নড়াচড়া ও হরকত একই দিকে সীমাবদ্ধ হইয়া যাইবে।

এই মেহনতের মধ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা যিন্দা করা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মোতাবেক চলা এবং কর্মীদের মধ্যে এই সকল গুণাবলী সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ছয় নম্বর নির্ধারণ করা হইয়াছে। ওলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখগণ ইহার সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হযরত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) এই কাজকে বর্ণিত তরীকায় উন্নত করা ও ঐ সকল গুণাবলীর অধিকারী জামাত তৈরী করার পিছনে তাহার দাওয়াতী ও মুজাহাদপূর্ণ জীবন ব্যয় করিয়াছেন। এই উন্নত গুণাবলীর ব্যাপারে হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের

নির্ভরশীল কিতাবসমূহ হইতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাযিঃ)দের জীবনের ঘটনাবলী নমুনাশ্রবণ হায়াতুস সাহাবা নামক কিতাবের তিন খণ্ডে সংকলন করিয়াছেন। আলহামদুলিল্লাহ এই কিতাব তাহার জীবদ্দশায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ (রহঃ) উক্ত গুণাবলীর (ছয় নম্বরের) ব্যাপারে নির্বাচিত হাদীসে পাকের সংকলনও তৈয়ার করিয়াছিলেন। কিন্তু কিতাবটির বিন্যাস ও সমাপ্তির শেষ পর্যায় পৌছার পূর্বেই তিনি এই ক্ষণস্থায়ী জগত হইতে চিরস্থায়ী জগতের দিকে বিদায় লইয়া গেলেন। ইমালিল্লাহে ওয়াইমা ইলায়াহে রাজেউন।

বিভিন্ন খাদেম ও সঙ্গীদের নিকট হযরত (রহঃ) এই সংকলন তৈয়ারীর কথা আলোচনা করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে হযরত (রহঃ) আল্লাহ তায়ালার শোকর এবং নিজের খুশি প্রকাশ করিতেন। আল্লাহ তায়লাই জানেন তাহার অন্তরে কি সংকল্প ছিল এবং উহার প্রতিটি রংকে তিনি কিভাবে পরিস্ফুটিত করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিয়া দিতেন। আল্লাহ তায়ালার নিকট এইভাবে হওয়াই ফয়সালা ছিল। এখন এই সংকলন মুনতখাবে আ'হাদীস (নির্বাচিত হাদীসসমূহ) নামে উর্দু অনুবাদের সহিত পেশ করা হইতেছে।

এই কিতাবের অনুবাদ সহজ ভাষায় করার চেষ্টা করা হইয়াছে যাহাতে সবাই বুঝিতে পারে। হাদীসের উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট করার জন্য কোন কোন জায়গায় দুই বন্ধনীর মধ্যবর্তী ব্যাখ্যা ও ফায়দাকে সংক্ষিপ্তভাবে লেখার চেষ্টা করা হইয়াছে। যেহেতু মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ (রহঃ) তাহার এই সংকলনের পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন না, সেহেতু ইহাতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইহাতে হাদীসের 'মতনের' বিশুদ্ধতা, হাদীস বর্ণনাকারীদের পরীক্ষা-নীরীক্ষা, হাদীসের সনদগত শ্রেণী নির্দিষ্টকরণ যেমন সহীহ, হাসান, জরীফ, গরীব ইত্যাদিও শামিল রহিয়াছে। এই ব্যাপারে যে সমস্ত কিতাবের সাহায্য গ্রহণকরা হইয়াছে উহার একটি তালিকাও কিতাবের শেষে দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল কাজে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। ওলামায়ে কেরামদের একটি জামাত ইহাতে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছেন। আল্লাহ তায়লা তাহাদেরকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। মানুষ হিসাবে ভুলত্রুটি হওয়া অসম্ভব নয়, এই জন্য মাননীয় ওলামায়ে কেরামগণের নিকট আরজ হইল, যে বিষয়ে সংশোধন জরুরী মনে করিবেন জানাইবেন।

হযরতজী (রহঃ) যে উদ্দেশ্যে এই সংকলন তৈয়ার করিয়াছিলেন এবং উহার গুরুত্ব সম্পর্কে যেইভাবে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, সেই কারণে ইহাকে সকল প্রকার পরিবর্তন ও সংক্ষেপণ হইতে মুক্ত রাখা জরুরী।

আল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত মহান এলেমের তাবলীগ ও প্রচারের জন্য অস্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে মাধ্যম বানাইয়াছেন সেই সমস্ত এলেম হইতে পরিপূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার জন্য এলেম মোতাবেক ইয়াকীন ও দৃঢ় বিশ্বাস তৈয়ার করা জরুরী।

আল্লাহ তায়ালা কালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক হাদীস পড়া ও শোনার সময় নিজেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মনে করিবে অর্থাৎ মানুষের দেখাশোনা ও জ্ঞান অভিজ্ঞতা হইতে বিশ্বাস হটাইতে হইবে, গায়েবী খবরের উপর বিশ্বাস করিতে হইবে, যাহা কিছু পড়া হয় অথবা শোনা হয় উহাকে অন্তর দ্বারা সত্য মানিতে হইবে, যখন কুরআন শরীফ পড়িতে বা শুনিতে বসিবে তখন এইরূপ মনে করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সম্বেধান করিতেছেন। যখন হাদীস শরীফ পড়িতে বা শুনিতে বসিবে তখন এইরূপে মনে করিবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বেধান করিতেছেন। কুরআন ও হাদীস পড়া বা শোনার সময় উহা যাহার কালাম তাহার আজমত যত বেশী পয়দা হইবে এবং উহার প্রতি যত বেশী মনোযোগ হইবে তত আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার আছর বেশী হইবে।

সূরায় মায়দায় আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বেধান করিয়া এরশাদ করিয়াছেন—

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ (السائدة: ৮৩)

অর্থ : আর যখন তাহারা ঐ কিতাবেক শ্রবণ করে যাহা রসূলের উপর অবতীর্ণ হইয়াছে তখন (কুরআনে কারীমের প্রভাবে) আপনি তাহাদের চক্ষুসমূহকে অশ্রু প্রবাহিত অবস্থায় দেখিবেন। ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে চিনিতে পারিয়াছে।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বেধান করিয়া এরশাদ করিতেছেন—

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿الرر﴾

[১৮:১৮]

অর্থ : আপনি আমার ঐ সকল বান্দাদেরকে সুসংবাদ শুনাইয়া দিন যাহারা আল্লাহ তায়ালা এই কালামকে মনোযোগ সহকারে শুনে, অতঃপর উহার ভাল কথাসমূহের উপর আমল করে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হেদায়েত দান করিয়াছেন, আর ইহারা ই বুদ্ধিমান। (সূরা যুমার)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِذَا قُضِيَ اللَّهُ الْأَمْرُ فِي السَّمَاءِ صُرِبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلَمُ الْكَبِيرُ. (رواه

البخارى)

হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা আসমানে কোন হুকুম জারী করেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালা এই হুকুমের প্রভাবে ও ভয়ে কাঁপিয়া উঠেন এবং আপনি পাখাসমূহকে নাড়িতে শুরু করেন। আর ফেরেশতাগণ আল্লাহ তায়ালা হুকুম এইরূপে শুনিতে পান যেমন মৃগ পাখরের উপর লোহার শিকল মারিলে আওয়াজ হয়।

অতঃপর যখন তাহাদের অন্তর হইতে ভয়-ভীতি দূর করিয়া দেওয়া হয় তখন তাহারা একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের পরওয়ারদিগার কি হুকুম দিয়াছেন? অপরজন বলেন, হক কথার হুকুম করিয়াছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি সুমহান, মর্যাদার অধিকারী, সর্বাপেক্ষা বড় (যখন ফেরেশতাদের প্রতি আদেশটি স্পষ্ট হইয়া যায় তখন তাহারা উহা কার্যে পরিণত করিতে লাগিয়া যান।)

অপর এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে—

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ. (رواه البخارى)

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়ে এরশাদ করিতেন, তখন উহাকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করিতেন, যেন উহা বুঝিয়া লওয়া হয়।

এইজন্য প্রতিটি হাদীসকে তিনবার করিয়া পড়া অথবা শুনা উচিত। ধ্যান মহব্বত এবং আদবের সহিত পড়া এবং শুনার মশক করিবে। পরস্পর কথাবার্তা বলিবে না। অজুর সহিত দোজানু হইয়া বসিবার চেষ্টা করিবে। হেলান দিয়া বসিবে না। নফসের খেলাফ মোজাহাদার সহিত এই এলমের মধ্যে মশগুল হইবে। আসল উদ্দেশ্য এই যে, কুরআন ও হাদীস দ্বারা যেন অন্তর প্রভাবিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াদাসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হইয়া দ্বীনের প্রতি এমন আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যাহাতে প্রত্যেক আমলের মধ্যে ওলামায়ে কেরামদের নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা ও মাসায়েল জানিয়া আমল করার যোগ্যতা পয়দা হইতে থাকে।

এখন এই কিতাবটি ঐ খোৎবার প্রথম অংশ দ্বারা শুরু করিতেছি যাহা হযরত মাওলান মোহাম্মদ ইউসুফ (রহঃ) তাহার কিতাব 'আমানিল আহবার শরহে মা'আনিল আসার' কিতাবের জন্য লিখিয়াছিলেন।

মোহাম্মাদ সা'দ কান্ধলভী

মাদ্রাসা কাসেমুল উলুম

বস্তি হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া (রহঃ)

নতুন দিল্লী।

৮ই জুমাদাল উলা ১৪২১ হিজরী

৭ই সেপ্টেম্বর ২০০০ খৃষ্টাব্দ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

খোতবা

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ النِّعَمَ الَّتِي لَا يَحْصِيهَا مَرُورُ الزَّمَانِ مِنْ خَزَائِنِهِ الَّتِي لَا تَنْقُصُهَا الْعَطَايَا وَلَا تَبْلُغُهَا الْأَذْفَاءُ، وَأَوْدَعَ فِيهِ الْحَرَامَ الْمَكْنُونَةَ الَّتِي بِاتِّصَافِهَا يَسْتَفِيدُ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحْمَنِ وَيَفُورُ بِهَا أَبَدُ الْآبَادِ فِي دَارِ الْحَنَانِ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِي أُعْطِيَ بِشَفَاعَةِ الْمُرْسَلِينَ وَأُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَاضْطَفَأَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالسِّيَادَةِ وَالرَّسَالَةِ قَلْبَ خَلْقِ الْوُجُوهِ وَالْقَلَمِ، وَاجْتَبَاهُ لِيُشْرِحَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَطَايَا وَالنِّعَمِ فِي خَزَائِنِهِ الَّتِي لَا تَعْدُ وَلَا تُحْصَى...

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের উপর তিনি তাহার ঐ সকল নেয়ামত ঢালিয়া দেন যাহা সময়ের আবর্তনে নিঃশেষ হয় না। ঐ সকল নেয়ামত এমন ভাগুরসমূহে রহিয়াছে যাহাতে দান করার কারণে কম হয় না যেখান পর্যন্ত মানুষের ধ্যান ধারণা পৌঁছিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে সর্বপ্রকার যোগ্যতার এমন উপাদান লুকাইয়া রাখিয়াছেন যাহাকে কাজে লাগাইয়া মানুষ রহমানের ভাগুরসমূহ হইতে উপকৃত হইতে পারে। আর ঐ সকল যোগ্যতা দ্বারা তাহারা চিরস্থায়ীভাবে জাম্মাতে থাকার সৌভাগ্যও অর্জন করিতে পারে।

আল্লাহ তায়ালার রহমত এবং দরদ ও সালাম বর্ষিত হউক মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি সকল নবী ও রসূলগণের সর্দার। যাঁহাকে গুনাহগারদের জন্য সুপারিশ করার মর্যাদা দান করা হইয়াছে। যাঁহাকে সমগ্র জগতবাসীর প্রতি রহমত বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। যাঁহাকে আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহফুজ ও কলম সৃষ্টি করার পূর্বে সকল নবী ও রসূলদের সর্দার এবং বান্দাদের প্রতি পয়গাম পৌঁছানোর সম্মান দান করার জন্য নির্বাচন করিয়াছেন। আর যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এই জন্য নির্বাচন করিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার অফুরন্ত ভাগুরসমূহে রক্ষিত নেয়ামতসমূহের বিশদ বর্ণনা দান করিবেন। আর মহান আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিজ সন্তা সম্পর্কে এমন এলেম ও মারোফাত দান করিয়াছেন যাহা আজ পর্যন্ত কাহারো জন্য উন্মোচন

করেন নাই, এবং আপন মর্যাদাবান গুণাবলী তাহার উপর প্রকাশ করিলেন, যাহা কেহ জানিত না, না কোন ফেরেশতা, না কোন প্রেরিত নবী। আর তাঁহার সিনা মূবারককে ঐ সকল যোগ্যতা বুঝিবার জন্য খুলিয়া দিলেন যাহা আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে রক্ষিত রাখিয়াছেন, যে সকল স্বভাবগত যোগ্যতা দ্বারা বান্দা আল্লাহ তায়ালায় নৈকট্য লাভ করে এবং ঐ সকল যোগ্যতা দ্বারা বান্দা তাহার দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে সাহায্য লাভ করে। আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানুষের দ্বারা প্রতি মুহূর্তে সম্পাদিত আমলসমূহের সংশোধন পদ্ধতির জ্ঞান দান করিয়াছেন। কেননা দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা লাভের ভিত্তি হইল আমলের সংশোধন, যেমন উভয় জাহানে বঞ্চনা ও ক্ষতির কারণ হইল আমলের খারাবী।

আল্লাহ তায়ালা সাহাবা (রাযিঃ)দের প্রতি সন্তুষ্ট হইন, যাহারা সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সম্মানিত নবীর নিকট হইতে ঐ সমস্ত এলেমকে কামেল ও পূর্ণাঙ্গরূপে অর্জন করিয়াছেন যাহার পরিমাণ গাছের পাতা ও বৃষ্টির ফোঁটাসমূহ অপেক্ষা অধিক এবং যাহা নবুয়তের চেরাগ হইতে প্রতি মুহূর্তে প্রকাশিত হইত। অতঃপর তাহারা যেইরূপে মুখস্ত করা ও সংরক্ষণ করার হক ছিল তদ্রূপ মুখস্ত করিয়াছেন এবং সংরক্ষণ করিয়াছেন। তাহারা সফরে ও বাড়ীতে থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুহবতে রহিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত দাওয়াতে ও জেহাদে এবং এবাদতে, মোয়ামলা ও মুআশারায় শরীক রহিয়াছেন। অতঃপর ঐ সমস্ত আমলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার তরীকায় আদায় করা শিখিয়াছেন।

সাহাবা (রাযিঃ)দের জামাতের জন্য মোবারকবাদ, যাহারা কোন মাধ্যম ব্যতীত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি এলেম ও উহার উপর আমল শিখিয়াছেন। অতঃপর তাহারা এই এলেমসমূহকে শুধু নিজেদের পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন নাই বরং যে সমস্ত এলেম ও মারফাত তাহাদের অন্তরে সংরক্ষিত ছিল এবং যে সমস্ত আমল তাহারা করিতেন উহা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছাইলেন। সমগ্র জগতকে খোদাপ্রদত্ত এলেম ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অর্জন করা রূহানী আমলের দ্বারা ভরিয়া দিলেন। ফলে সমগ্র জগত এলেম ও আলেমদের জন্য লালন কেন্দ্রে পরিণত হইল এবং মানুষ হেদায়াত ও নূরের বর্ণাধারায় রূপান্তরিত হইয়া এবাদত ও খেলাফতের ভিত্তির উপর আসিয়া গেল।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

কালেমায়ে তাইয়েবা

ঈমান

আভিধানিক অর্থে ঈমান বলা হয়—কাহারো উপর পূর্ণ আস্থার কারণে তাহার কথাকে নিশ্চিতরূপে মানিয়া লওয়া।

দ্বীনের বিশেষ পরিভাষায় ঈমান বলা হয়—রসূলের খবর বা সংবাদকে না দেখিয়া একমাত্র রসূলের উপর আস্থার কারণে নিশ্চিতরূপে মানিয়া লওয়া।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهٗ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ﴾ [الأنبياء: ২০]

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইরশাদ করিয়াছেন, আমরা আপনার পূর্বে এমন কোন পয়গাম্ভর পাঠাই নাই যাহার নিকট আমরা এই ওহী প্রেরণ করি নাই যে, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, সুতরাং আমারই বন্দেগী কর। (পুরা আশ্বিয়া ২৫)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ فَلَوْهُمْ
وَإِذَا تَلَّيْت عَلَيْهِمْ آيَتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

আল্লাহ তাযালার এরশাদ,—মুমিন তাহারা ই যে, যখন আল্লাহ তাযালার নাম লওয়া হয় তখন তাহাদের অন্তর কল্পিত হয় এবং যখন আল্লাহ তাযালার আয়াতসমূহ তাহাদেরকে পড়িয়া শুনানো হয়, তখন এ আয়াতসমূহ তাহাদের ঈমানকে দৃঢ়তর করিয়া দেয় এবং তাহারা আপন রবের উপরই ভরসা করে। (সূরা আনফাল ২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ
فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء:]

[১৭০]

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—যে সকল লোক আল্লাহ তাযালার উপর ঈমান আনিয়াছে এবং উত্তমরূপে আল্লাহ তাযালার সহিত সম্পর্ক পয়দা করিয়াছে, আল্লাহ তাযালা অতিসম্বন্ধ এই সকল লোকদেরকে আপন রহমত ও দয়ার মধ্যে দাখিল করিবেন এবং তাহাদিগকে তাহার পর্যন্ত পৌছিবার সোজা রাস্তা দেখাইবেন। (যেখানে তাহাদের পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন হইবে সেখানে তাহাদের সাহায্য করিবেন) (সূরা নিসা ১৭৬)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [الزُّمَر:] [১৭১]

আল্লাহ তাযালার এরশাদ,—নিশ্চয়ই আমরা আপন রসূলদের এবং ঈমানওয়ালাদেরকে দুনিয়ার জিন্দেগীতে সাহায্য করি এবং কেয়ামতের দিনও সাহায্য করিব। যেদিন আমলসমূহ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ সাফ্য দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হইবে। (আল মুমিন ৫১)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام:] [১৭২]

আল্লাহ তাযালার এরশাদ,—যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহারা নিজেদের ঈমানের মধ্যে শিরক মিশ্রিত করে নাই, তাহাদের জন্যই নিরাপত্তা, এবং তাহারাই হেদায়াতের উপর আছে। (আনআম ৮২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة:] [১৭৩]

আল্লাহ তাযালার এরশাদ,—এবং ঈমানওয়ালাদের তো আল্লাহ তাযালার সহিতই অধিক মহব্বত হয়। (বাকারা ১৬৫)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنِّي صَاحِبُ سُلْطَانٍ وَمَخِيٍّ وَمَمَاتٍ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام:] [১৭৪]

আল্লাহ তাযালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এরশাদ করেন,—আপনি বলিয়া দিন যে, নিশ্চয় আমার নামায এবং আমার সকল এবাদত, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু, সবকিছু আল্লাহ তাযালারই জন্য। যিনি সমগ্র জগতের পালনকর্তা। (আনআম ১৬২)

হাদীস শরীফ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْأَخْيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.** رواه مسلم، باب بيان

عدد شعب الإيمان، ১০০০, رقم: ১০৩

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানের সত্তরেরও অধিক শাখা রহিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হইল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা হইল, রাস্তা হইতে কষ্টদায়ক জিনিস সরাইয়া দেওয়া এবং লজ্জা ঈমানের একটি (বিশেষ) শাখা। (মুসলিম)

২- عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: **مَنْ قَبِلَ بِنِي الْكَلِمَةِ الَّتِي عَرَضَتْ عَلَى عَبِيٍّ فَرَدَّهَا عَلَىٰ قَبِيٍّ لَهُ نَجَاةٌ.** رواه

أحمد ১/১৮৬

২. হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই কালিমাকে কবুল করিবে যাহা আমি আমার চাচা (আবু তালেব)র নিকট (তাহার মৃত্যুর সময়) পেশ করিয়াছিলাম এবং তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই কালেমা এই ব্যক্তির জন্য মুক্তির উপায় হইবে।

(আহমদ)

৩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: جِدُّوْاْ إِيْمَانَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ جِدُّوْاْ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ: اكْبُرُوْا مِنْ قَوْلٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رواه أحمد والطبرانی بإسناد أحمد حسن،

الترغيب ১১০/২

৩. হযরত আবু হোরাযরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আপন ঈমানকে তাজা করিতে থাক। কেহ আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আপন ঈমানকে কিভাবে তাজা করিব? তিনি বলিলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহকে বেশী বেশী বলিতে থাক। (মুসান্নাদে আহমদ, তাবারানী, তারগীব)

৪- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء أن دعوة المسلم

مستحابة، رقم: ৩২৮৩

৪. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, সমস্ত যিকিরের মধ্যে সর্বোত্তম যিকির হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সমস্ত দোয়ার মধ্যে সর্বোত্তম দোয়া হইল 'আলহামদুলিল্লাহ'। (তিরমিযী) ফায়দা : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সর্বোত্তম যিকির এইজন্য যে, পুরা দ্বীন (ইসলাম) ইহার উপরই নির্ভরশীল। ইহা ছাড়া না ঈমান ঠিক হয় আর না কেহ মুসলমান হইতে পারে।

'আলহামদুলিল্লাহ'কে সর্বোত্তম দোয়া এইজন্য বলা হইয়াছে যে, দাতার প্রশংসা করার উদ্দেশ্যই হইল চাওয়া ও সওয়ালা করা, আর দোয়া হইল আল্লাহ তায়ালার নিকট চাওয়ার নাম। (মোযাহেরে হক)

৫- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَطُ مَغْلُصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُقْفَى إِلَى الْغُرَى مَا اجْتَنَبَ الْكِبَايِرَ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث

حسن غريب، باب دعاء أم سلمة رضي الله عنها، رقم: ৩০৯৭

৫. হযরত আবু হোরাযরা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (যখন) কোন বান্দা অন্তরের

এখলাসের সহিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, তখন এই কালেমার জন্য নিশ্চিতরূপে আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়। এমনকি এই কালেমা সোজা আরশ পর্যন্ত পৌছিয়া যায়। অর্থাৎ সাথে সাথেই কবুল হইয়া যায়। তবে শর্ত হইল, যদি এই কালেমা পাঠকারী কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে। (তিরমিযী)

ফায়দা : এখলাসের সহিত বলার অর্থ এই যে, উহার মধ্যে লোক দেখানো এবং মোনাফেকী না থাকে। কবীরা গুনাহসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার শর্ত লাগানো হইয়াছে। আর যদি তাড়াতাড়ি কবুল হওয়ার জন্য কবীরা গুনাহের সহিতও পাঠ করা হয় তবুও লাভ সওয়াব হইতে খালি হইবে না। (মিরকাত)

৬- عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي شَدَّادٌ وَغَدَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَاضِرٌ يُصَدِّقُهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ غَرِيبٌ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ؟ قُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَمَرَ بِنُفْلِ الْبَابِ وَقَالَ: ارْقُمُوا أَيْدِيَكُمْ وَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَ ﷺ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِي بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَأَمَرْتَنِي بِهَا وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُبَشِّرُوكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ. رواه

أحمد والطبرانی والبيهقي وموطأ، صحيح الزوائد ১৬৭/১

৬. হযরত ইয়ালা ইবনে সাদ্দাদ (রাযিঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত সাদ্দাদ (রাযিঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন এবং হযরত উবাদা (রাযিঃ) যিনি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন উক্ত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন যে, একবার আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন অপরিচিত ব্যক্তি (অমুসলিম) এই মজলিসে আছে কি? আমরা বলিলাম, কেহ নাই। তিনি এরশাদ করিলেন, দরজা বন্ধ করিয়া দাও। অতঃপর এরশাদ করিলেন, হাত উঠাও এবং বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমরা কিছুক্ষণ হাত উত্তোলন করিয়া রাখিলাম (এবং কালেমায়ে তাইয়েবাহ পড়িলাম)। অতঃপর তিনি নিজ হাত নামাইলেন এবং বলিলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' হে আল্লাহ, আপনি আমাকে এই কালেমা দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে ইহার (কালেমার তবলীগ করার) হুকুম করিয়াছেন এবং এই কালেমার উপর

জাম্মাতের ওয়াদা করিয়াছেন। আর আপনি ওয়াদা ভঙ্গকারী নহেন।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলিলেন, আনন্দিত হও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رِغَمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ. رواه البخاري، باب الثياب البيض،

رقم: ৫৮২৭

৭. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা বলিয়াছে অতঃপর উহার উপর মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে অবশ্যই জাম্মাতে প্রবেশ করিবে। আমি আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে? যদিও সে চুরি করিয়া থাকে? তিনি এরশাদ করিলেন, (হাঁ) যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। আমি পুনরায় আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে? তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। আমি আরজ করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে। তিনি এরশাদ করিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে, যদিও সে চুরি করিয়া থাকে; আবু যারের অপছন্দ হইলেও সে জাম্মাতে অবশ্যই প্রবেশ করিবে। (বুখারী)

ফায়দা : 'আলার রাগম' আরবী ভাষার একটি বিশেষ পরিভাষা। উহার অর্থ হইল, যদিও তোমার নিকট এই কাজটি অপছন্দনীয় হয় এবং তুমি উহার না হওয়াই চাও তবুও উহা হইয়াই থাকিবে। হযরত আবু যার (রাযিঃ) এর নিকট আশ্চর্য লাগিতেছিল যে, এত বড় বড় গুনাহ সত্ত্বেও জাম্মাতে কিল্লাপে প্রবেশ করিবে! যেহেতু ইনসাফের তাকাজা ইহাই যে, গুনাহের কারণে শাস্তি দেওয়া হইবে। সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আশ্চর্যবোধকে দূর করার জন্য বলিলেন, চাই আবু যারের যতই অপছন্দনীয় হউক না কেন সে অবশ্যই জাম্মাতে প্রবেশ করিবে। এখন যদি সে গুনাহ করিয়াও থাকে তবে ঈমানের

তাকাজা অনুযায়ী তওবা এন্তেগফার করিয়া গুনাহ ক্ষমা করাইয়া লইবে। অথবা আল্লাহ তায়ালা নিজ গুণে মাফ করিয়া শাস্তি ব্যতীত অথবা গুনাহের শাস্তি দেওয়ার পর সর্বাবস্থায় অবশ্যই জাম্মাতে প্রবেশ করাইবেন। ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন, এই হাদীসে কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার অর্থ পূর্ণ ঈমান ও তাওহীদের উপর ঈমান আনয়ন করা এবং উহাকে অবলম্বন করা। (মারেকুল হাদীস)

৪- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَذْرُسُ الْإِسْلَامَ كَمَا يَذْرُسُ وَضَى الثَّوْبِ حَتَّى لَا يَذْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسْكٌ وَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وَيَبْقَى طَوَائِفٌ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ يَقُولُونَ أَذْرَكْنَا آيَةً نَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَتَحَنَّنْ نَفْلَهَا. قَالَ صِلَةٌ بَيْنَ زُفَرٍ لِحُذَيْفَةَ: فَمَا تَغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ لَا يَذْرُونَ مَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسْكٌ؟ فَأَغْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا: كُلُّ ذَلِكَ يَغْرَضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: يَا صِلَةٌ تَنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ. رواه الحاكم وقال: هذا

حدث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه/ ৭৩৮

৮. হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কাপড়ের কারুকর্ম যেমন মুছিয়া ও অস্পষ্ট হইয়া যায় তদ্রূপ ইসলামও একসময় অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। এমনকি লোকেরা ইহাও জানবে না যে, রোযা কি জিনিস এবং সদকা ও হজ্জ কি জিনিস। একটি রাত্র আসিবে যখন অন্তরসমূহ হইতে কুরআন উঠাইয়া লওয়া হইবে, এবং জমিনের উপর উহার একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকিবে না। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু বৃদ্ধ পুরুষ ও বৃদ্ধা মহিলা থাকিয়া যাইবে, যাহারা বলিবে যে, আমরা আমাদের মুকুবীদের নিকট হইতে এই কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শুনিয়াছিলাম এইজন্য আমরাও এই কলেমা পড়িয়া থাকি। হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) এর শাগরিদ সিল' জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন তাহারো রোযা, সদকা, হজ্জ সবন্ধে জানিবে না তখন শুধু এই কলেমা তাহাদের কি উপকারে আসিবে? হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ) কোন উত্তর দিলেন না। তিনি তিন বার একই প্রশ্ন করিলেন, প্রতিবারেই হযরত হোযায়ফা (রাযিঃ)

জওয়াব দেওয়া হইতে বিরত থাকিলেন। তৃতীয়বার (পাঁচপাঁড়ি) করার পর তিনি বলিলেন, 'হে সিল!' এই কলেমাই তাহাদেরকে দোষখ হইতে মুক্তি দিবে। (মুস্তাদরাক, হাকেম)

৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَفَعَهُ يَوْمًا مِنْ ذَنْبِهِ يَبْصِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ. رَوَاهُ

البراز والطبراني ورواه رواة الصحيح، الترغيب ১/১৬

৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে, একদিন না একদিন এই কলেমা অবশ্যই তাহার উপকার করিবে। (নাজাত দান করিবে।) যদিও পূর্বে তাহাকে কিছুটা শাস্তি ভোগ করিতে হয়। (বাযযার, তাবরাণী, তারগীব)

১০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوَصِيَّةٍ نُوْحِ ابْنُهُ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَوْصِي نُوْحُ ابْنَهُ فَقَالَ لِأَبْنَيْهِ: يَا بَنِيَّ إِنِّي أَوْصِيكَ بِأَتْنَتَيْنِ وَأَنْتَ هَاكَ عَنْ التَّتَيْنِ. أَوْصِيكَ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّهَا تُوْضِعُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي كِفَّةٍ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ كَانَتْ حَلَقَةً لَقَصَمْتُهُنَّ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَى اللَّهِ، وَيَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ، وَبِهَا تَقْطَعُ أَرْزَاقَهُمْ، وَأَنْتَ هَاكَ عَنْ التَّتَيْنِ، الشِّرْكَ وَالْكِبْرَ، فَإِنَّهُمَا يَخْجِبَانِ عَنِ اللَّهِ.

(الحديث) رواه البراز ورفي: محمد بن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة وبقية رجاله

رجال الصحيح، مجمع الرواة ১/১৮

১০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হযরত নূহ (আঃ) নিজের ছেলেকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন আমি কি তোমাদেরকে তাহা বলিব না? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বলিলেন, (হযরত) নূহ (আঃ) নিজের ছেলেকে উপদেশ দিলেন, হে আমার ছেলে! তোমাকে দুইটি কাজ করার উপদেশ দিতেছি, আর দুইটি কাজ হইতে নিষেধ করিতেছি। এক তো আমি তোমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার হুকুম করিতেছি। কেননা, যদি এই কলেমা এক

পাল্লায় রাখিয়া দেওয়া হয়, আর অপর পাল্লায় সমস্ত আসমান যমীনকে রাখিয়া দেওয়া হয় তবে কলেমার পাল্লা ঝুকিয়া যাইবে। আর যদি সমস্ত আসমান জমিনে একটি বৃন্তে পরিণত হইয়া যায়, তবুও এই কলেমা সেই বৃন্তকে ভাঙ্গিয়া আল্লাহ তায়ালায় নিকট পৌছিয়াই যাইবে। দ্বিতীয় জিনিস যাহার হুকুম করিতেছি, তাহা এই যে, سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ, কেননা ইহা সমস্ত সৃষ্টির ইবাদত এবং ইহারই বরকতে সমস্ত সৃষ্টিকে রিযিক দেওয়া হয়। আর আমি তোমাকে দুইটি কাজ শিরক ও অহংকার হইতে নিষেধ করিতেছি। কেননা এই দুইটি গুনাহ বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। (বাযযার, মাজমাযুয যাওয়ায়েদ)

১১- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنِّي لَا عَلِّمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَدَ رَوْحَهُ لَهَا رَوْحًا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ جَسَدِهِ وَكَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ

أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الرواة ৩/৮৭

১১. হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি এমন একটি কলেমা জানি যাহা কোন মৃত্যু নিকটবর্তী ব্যক্তি পাঠ করিলে তাহার শরীর হইতে রূহ বাহির হওয়ার সময় এই কলেমার বরকতে অবশ্যই আরাম পাইবে। আর ঐ কলেমা তাহার জন্য কেয়ামতের দিন নূর হইবে। (সেই কলেমা হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) (আবু ইয়াল্লা মাজমাযুয যাওয়ায়েদ)

১২- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِيدُ شَيْعَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِيدُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِيدُ مِنَ الْخَيْرِ ذُرَّةً. (وهو جزء من الحديث) رواه

البحارى، باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، رقم: ৭১১০

১২. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে যবের দানার ওজন পরিমাণও কল্যাণ নিহিত

থাকিবে। অর্থাৎ ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং অন্তরে গমের দানা পরিমাণও কল্যাণ থাকিবে। অর্থাৎ ঈমান থাকিবে। অতঃপর এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে এবং তাহার অন্তরে অণু পরিমাণও কল্যাণ নিহিত থাকিবে। (বোখারী)

১৩- عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَتَّبِعُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَذْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعَرِّ غَزِيرٍ أَوْ ذَلَّ ذَلِيلٌ إِنَّمَا يُعْزِهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِلَّهُمْ فَيَذْنِبُونَ لَهَا. رواه أحمد ১/৬৮

১৩. হযরত মুকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, জমিনের উপর কোন শহর, গ্রাম, মরুভূমির এমন কোন ঘর অথবা তাঁবু বাকী থাকিবে না যেখানে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের কালিমাকে দাখিল না করিবেন। যাহারা মানিবে তাহাদিগকে কলেমা ওয়ালা বানাইয়া ইজ্জত দান করিবেন। যাহারা মানিবে না তাহাদেরকে অপদস্থ করিবেন। অতঃপর তাহারা মুসলমানদের অধীনস্থ হইয়া থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

১৪- عَنْ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمُهَرَّبِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي بَيْتِهَا الْمَوْتِ يَبْكِي طَوِيلًا وَحَوْلَ وَجْهِهِ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا؟ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَذَا؟ قَالَ فَاقْبَلْ بَوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نَعُدُّ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقٍ فُلُكٍ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَكْنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ مِنْهُ، فَلَوْ كُنْتُ عَلَى بَيْتِكَ الْخَالِ لَكُنْتُ مِنَ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فِي قُلُوبِ أَتْبَاطِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلَأَبَايَعَكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ: فَتَبَضُّعْتُ يَدَيْي قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ قُلْتُ: ارْؤُتُ أَنْ أَشْطَرُ قَالَ: تَشْطَرُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي قَالَ: أَمَا

غُلِبْتَ يَا عَمْرُو أَنْ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَأَنْ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا؟ وَأَنْ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَجَلَ فِي عَيْنِي مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أَطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنِي مِنْهُ إِلَّا جَلَلًا لَهُ وَلَوْ سُلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي مِنْهُ وَلَوْ كُنْتُ عَلَى بَيْتِكَ الْخَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ وَلَيْتَا أَشْيَاءَ مَا أَفْرَى مَا خَالِي فِيهَا فَإِذَا أَنَا مُتٌ فَلَا تَصْحَبُنِي نَابِئَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسَوُّوا عَلَى التُّرَابِ سَنَا ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِی قَدْرَ مَا تَنْتَحِرُ جُزُورُ وَيَقْسِمَ لَكُمْهَا حَتَّى اسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرْ مَاذَا أَرَأَيْعَ بِهِ رَسُولُ رَبِّي. رواه مسلم، باب كون

الإسلام يهدم ما قبله ১০০০. رقم: ২৭১

১৪. হযরত ইবনে শিমাসা মাহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ) এর মৃত্যুর সময় তাহার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কাঁদিতেছিলেন। তাহার পুত্র তাহাকে সাধুনা দেওয়ার জন্য বলিতেছিলেন, আব্বাজান! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নাই? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নাই? অর্থাৎ আপনাকে তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় বড় সুসংবাদ দান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি (দেওয়ালের দিক হইতে) মুখ ফিরাইলেন এবং বলিলেন, সর্বোত্তম জিনিস যাহা আমরা (আখেরাতের জন্য) তৈয়ার করিয়াছি তাহা এই কথার সাক্ষ্য যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মারুদ নাই, এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালা রসূল। আমার জীবনে তিনটি যুগ অতিবাহিত হইয়াছে। এক যুগ ছিল যখন আমার অপেক্ষা অধিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদ্রোহ শোষণকারী আর কেহই ছিল না। তখন আমার সবচেয়ে বড় আকাংখা এই ছিল যে, কোন প্রকারে যদি তাহার উপর আমি সুযোগ পাইয়া যাই তবে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। ইহা তো আমার জীবনের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম যুগ ছিল। (আল্লাহ না করুন) যদি আমি সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিতাম তবে নিঃসন্দেহে জাহান্নাম হইতাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন আমার অন্তরে ইসলামের সত্যতা ঢালিয়া দিলেন তখন

আমি তাঁহার নিকট আসিলাম এবং আমি আরজ করিলাম, আপনার হাত মোবারক দিন আমি আপনার হাতে বাইয়াত করিব। ছুঁয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মোবারক বাড়াইয়া দিলেন, তখন আমি আমার হাত পিছনে টানিয়া নিলাম, তিনি বলিলেন, হে আমার কি ব্যাপার? বলিলাম, আমি কিছু শর্ত আরোপ করিতে চাই। তিনি বলিলেন, কি শর্ত আরোপ করিতে চাও? আমি ইহা বলিলাম যে, আমার সমস্ত গুনাহ যেন মাফ হইয়া যায়। ছুঁয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আমার! তুমি কি জাননা যে, ইসলাম কুফরী জিদ্দেগীর সমস্ত গুনাহকেই পরিস্কার করিয়া দেয়? আর হিজরত ও পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করিয়া দেয়। আর হজ্জ ও পিছনের সমস্ত গুনাহ শেষ করিয়া দেয়। ইহা সেই যুগ ছিল যখন তাঁহার চেয়ে বেশী প্রিয়, তাহার চেয়ে বেশী সম্মানী ও মর্যাদাসম্পন্ন আমার দৃষ্টিতে আর কেহই ছিল না। তাঁহার বুয়ুগীর কারণে কখনো তাঁহাকে পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবার ক্ষমতা আমার ছিল না। যদি আমাকে তাঁহার চেহারা মোবারক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তবে আমি কিছুই বলিতে পারিব না। কেননা আমি কখনও তাহাকে পরিপূর্ণরূপে দেখিই নাই। হায়, যদি আমি সেই অবস্থায় মরিয়া যাইতাম তবে আমার আশা হয় যে, আমি জন্মান্তী হইতাম। অতঃপর আমার কিছু জিনিসের মৃত্যুগাল্লী ও জিন্মাদার হইয়াছি এবং জানি না যে, আমাদের অবস্থা ঐ সকল জিনিসের মধ্যে কিরূপ রহিয়াছে। (ইহা আমার জীবনের তৃতীয় যুগ ছিল)। আচ্ছা দেখ, যখন আমার মৃত্যু হইয়া যাইবে তখন আমার (জানাযার) সহিত যেন কোন বিলাপকারিণী মহিলা যাইতে না পারে। (জাহিলিয়াতের যুগের মত) আমার জানাযার সহিত যেন আগুন না নেওয়া হয়। যখন আমাকে দাফন কার্য শেষ করিবে তখন আমার কবরের উপরে ভালভাবে মাটি দিও। আর যখন (এক কাজ হইতে অবসর) হইয়া যাইবে তখন আমার কবরের নিকট এই পরিমাণ সময় অপেক্ষা করিও যে পরিমাণ সময়ের মধ্যে একটি উট জবাই করিয়া উহার গোশত বন্টন করা যায়। যাহাতে তোমাদের কারণে আমার অন্তর সাধুনা লাভ করে এবং আমি বুঝিয়া লইতে পারি যে, আমি আপন রবের প্রেরিত ফেরেশতাদের প্রশ্নের কি উত্তর দিতেছি। (মুসলিম)

১৫- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا ابْنَ الْحَطَابِ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. رواه مسلم.

১৫. হযরত ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে খাণ্ডাবের বেটা! যাও লোকদের মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দাও যে, জন্মাতে শুধু ঈমানদারগণই প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

১৬- عَنْ أَبِي ثَلَيْلَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَيَنْحَلُّ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاتَّبِعُوا تَسْلَمُوا. (وهو مبصر الحديث) رواه الطبراني وفيه: حرب بن الحسن الطحان وهو ضعيف وقد وثق.

مجمع الزوائد/ ২০.৭

১৬. হযরত আবু লায়লা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আবু সুফিয়ানকে) এরশাদ করিয়াছেন, হে আবু সুফিয়ান, তোমাদের অবস্থার উপর আফসোস, আমি তো তোমাদের নিকট দুনিয়া ও আখেরাত (এ কল্যাণ) লইয়া আসিয়াছি। ইসলাম কবুল করিয়া লও, নিরাপদ হইয়া যাইবে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

১৭- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ، فَقُلْتُ: يَارَبِّ! أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ قَدْ دَخَلُونَ، ثُمَّ أَقُولُ: أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى شَيْءٍ. رواه البخاري، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة رقم: ৬০.৭

১৭. হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন আমাকে সুপারিশ করার ইজযাত দেওয়া হইবে। আমি আরজ করিব, হে আমার রব! এক্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জন্মাতে দাখিল করিয়া দিন যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও (ঈমান) রহিয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা আমার এই সুপারিশ কবুল করিবেন!) আর ঐ সমস্ত লোক জন্মাতে দাখিল হইয়া যাইবে। পুনরায় আমি আরজ করিব, এক্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জন্মাতে দাখিল করিয়া দিন যাহার অন্তরে সামান্য পরিমাণও (ঈমান) রহিয়াছে। (বোখারী)

১৮- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَدْخُلُ

أَهْلُ الْحَيَّةِ وَالْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ الشَّارِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرِجُوا
مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ بِمَقَالٍ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيَخْرُجُونَ مِنْهَا
فَيَسْأَلُونَ: فَيَقُولُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَقْبَلُونَ كَمَا تَنْبَغُ الْحَيَّةُ فِي
جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مَلَوْنِيَّةٍ؟ رواه البخارى، باب

تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، رقم: ১২

১৮. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন জন্মান্তীর্ণগণ জন্মাতে ও দোষখীরা দেখেছে চলিয়া যাইবে তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান রহিয়াছে তাহাকেও জাহান্নাম হইতে বাহির করিয়া লও। সুতরাং তাহাদেরকেও বাহির করা হইবে। তাহাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, জ্বলিয়া কালো বর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহাদেরকে নহরে হায়াতে ফেলা হইবে। তখন তাহারা এমনভাবে (মুহূর্তের মধ্যে সজীব হইয়া) বাহির হইয়া আসিবে যেমন ঢলের আবর্জনাতে দানা (পানি ও সারের কারণে অতি অল্প সময়ে) অঙ্কুরিত হইয়া আসে। তোমরা কি দেখ না যে, উহা কেমন সোনালী ও কোঁকড়ানো অবস্থায় বাহির হইয়া আসে? (বোখারী)

১৭- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ
سَيِّئَتُكَ فَانْتَ مُؤْمِنٌ. (الحديث) رواه الحاكم وصححه، ووافقه

الذهبي ১৪/১৩

১৯. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, ঈমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, যদি তোমার নেক আমল তোমাকে আনন্দিত করে ও তোমার মন্দ কাজ তোমাকে দুঃখিত করে তবে তুমি মুমিন। (মুসতারদাকে হাকেম)

২০- عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ
دِينًا وَبِعُمْدَتِهِ ﷺ رَسُولًا. رواه مسلم، باب الدليل على أن من رضى بالله

رباً.....رقم: ১০১

২০. হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে (এবং ঈমানের মজা সে পাইয়াছে) যে আল্লাহ তায়ালাকে রব, ইসলামকে ধীন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে রসূল হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মানিয়া লইয়াছে। (মুসলিম)

ফায়দা : অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা র বন্দেগী এবং ইসলাম মোতাবেক আমল ও হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুসরণ, আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং ইসলামের প্রতি মহব্বতের সহিত হয় এই জিনিস যাহার ভাণ্ডে জুটিয়াছে নিঃসন্দেহে সে ঈমানের স্বাদেও অংশ লাভ করিয়াছে।

২১- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَكَ مِنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَ
حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا،
وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَكْفُرَ فِي الْكُفْرِ
كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يَفْقَدَ فِي النَّارِ. رواه البخارى، باب حلاوة الإيمان، رقم: ১৬

২১. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমানের স্বাদ সেই ব্যক্তি পাইবে যাহার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাইবে। এক—তাহার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রসূলের মহব্বত সবচেয়ে বেশী হয়। দুই—যে কোন ব্যক্তির সাথেই মহব্বত হয় উহা শুধু আল্লাহর জন্যই হয়। তিন—ঈমানের পরে কুফরের দিকে ফিরিয়া যাওয়া তাহার নিকট এরূপ ঘৃণিত ও কষ্টদায়ক হয় যেরূপ আগুনে নিক্ষেপ করিলে হয়। (বোখারী)

২২- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ
أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَامْتَنَعَ إِلَيْهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ
الْإِيْمَانَ. رواه ابوداؤد، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، رقم: ৬৮১

২২. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তায়ালা র জন্য কাহারো সহিত মহব্বত করিয়াছে, আর তাহারই

জনা দুশমনী করিয়াছে, এবং (যাহাকে দান করিয়াছে) আল্লাহ তায়ালা
জনাই দান করিয়াছে, আর (যাহাকে দান করে নাই) আল্লাহ তায়ালা
জনাই দান করে নাই সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করিয়াছে। (আবু দাউদ)

২২- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا بَيْتَ دَرٍّ يَا
أَبَا ذَرٍّ أَيْ عَرَى الْإِيمَانِ أَوْفَى؟ قَالَ: اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ،
قَالَ: الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالبَغْضُ فِي اللَّهِ. رواه البيهقي

في شعب الإيمان ১/১৭৭

২৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যার (রাযিঃ)কে এরশাদ
করিয়াছেন, বল দেখি, ঈমানের কোন কড়াটি বেশী মজবুত? হযরত আবু
যার (রাযিঃ) আরজ করিলেন, আল্লাহ এবং তাহার রসূলই বেশী জানেন।
(সূতরাং আপনিই বলিয়া দিন) তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা
জন্য পরস্পর সম্পর্ক ও সহযোগিতা হয় এবং আল্লাহ তায়ালা
কাহারো সহিত মহব্বত হয় এবং আল্লাহ তায়ালাই জন্য কাহারো সহিত
বিদ্বেষ ও শত্রুতা হয়। (বাহ্যাকী)

ফায়দা : অর্থাৎ ঈমানী শাখাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও স্থায়ী
শাখা এই যে, দুনিয়াতে বান্দা কাহারো সহিত যে কোন আচরণ করে, চাই
উহা সম্পর্ক স্থাপনের হউক বা ছিন্নকরণের হউক, মহব্বতের হউক বা
শত্রুতার হউক উহা যেন নিজের নফসের চাহিদা হিসাবে না হয়, বরং শুধু
আল্লাহ তায়ালা জন্য হয় এবং তাহারই আদেশক্রমে হয়।

২২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
طُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَرَأَى مَرَّةً وَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرْنِي
سَمِعَ مِرَارًا. رواه أحمد ১০০/৩

২৪. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি
আমাকে দেখিয়াছে এবং আমার উপর ঈমান আনিয়াছে তাহার জন্য তো
একবার মোবারকবাদ। আর যে আমাকে দেখে নাই তারপরও আমার উপর
ঈমান আনিয়াছে তাহাকে বারবার মোবারকবাদ। (মুসনাদে আহমাদ)

২৫- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ رَجَعَهُ اللَّهُ قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ
أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِيمَانَهُمْ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ أَمْرَ
مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ بَيْنَا لِمَنْ رَأَاهُ وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا آمَنَ مُؤْمِنٌ
أَفْضَلَ مِنْ إِيْمَانِ بَغِيبٍ ثُمَّ قَرَأَ: "الْمِ* ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ*
فِيهِ" إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى "يُؤْمِنُونَ بِالْبَغِيبِ". رواه الحاكم وقال: هذا حديث

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ১৬০/১

২৫. হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, হযরত
আবদুল্লাহ (রাযিঃ) এর সম্মুখে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের সাহাবা ও তাহাদের ঈমানের আলোচনা উত্থাপন করিল।
এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাহারা দেখিয়াছিলেন তাহাদের সামনে
তাঁহার সত্যতা একেবারেই সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ছিল। সেই সত্তার কসম
যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই। সবচেয়ে উত্তম ঈমান ঐ ব্যক্তির যে না
দেখিয়া ঈমান আনিয়াছে। অতঃপর ইহার প্রমাণ হিসাবে তিনি এই
আয়াত পড়িলেন—

الْمِ* ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ* فِيهِ يُؤْمِنُونَ بِالْبَغِيبِ

অর্থ : আলিফ, লাম-মীম, এই কিতাব, উহাতে কোন সন্দেহ নাই,
মুত্তাকিনের জন্য হেদায়েত স্বরূপ, যাহারা গায়েবের প্রতি ঈমান রাখে।

(মুসাদ্দারকে হাকেম)

২৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
وَيَذُتْ أَنِّي لَقَيْتُ إِخْوَانِي، قَالَ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ: أَوْ لَيْسَ
نَحْنُ إِخْوَانُكَ؟ قَالَ: أَنتُمْ أَصْحَابِي وَلَكِنْ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي
وَلَمْ يَرُونِي. رواه أحمد ১০০/৩

২৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার আকাংখা
হয়, যদি আমার ভাইদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত! সাহাবা (রাযিঃ)
আরজ করিলেন, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি এরশাদ করিলেন,
তোমরা তো আমার সাহাবী। আমার ভাই হইল তাহারা যাহারা আমাকে না
দেখিয়া আমার উপর ঈমান আনিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

২৮- عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَلَعَ رَاكِبَانِ، فَلَمَّا رَأَاهُمَا قَالَ: كُنِيَّانِ مَذْجِيَّانِ حَتَّى آتِيَاهُ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ مَذْجِجٍ، قَالَ: قَدْزَا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُيَاغِعَهُ، قَالَ لَمَّا أَخَذَ بِيَدِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ رَأَاكَ قَامَنَّ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَمْ؟ قَالَ: طُوبَى لَمْ، قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَأَنْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرَ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُيَاغِعَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ آتَمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَزَكْ قَالَ: طُوبَى لَمْ ثُمَّ طُوبَى لَمْ ثُمَّ طُوبَى لَمْ، قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَأَنْصَرَفَ. رواه

أحمد/١٠٢

২৭. হযরত আবু আবদুর রহমান জুহানী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম। এমন সময় (সম্মুখ হইতে) দুইজন আরোহীকে আসিতে দেখা গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে দেখিয়া বলিলেন, ইহাদেরকে কিন্দা এবং মাযহিজ গোত্রের মনে হইতেছে। অবশেষে তাহারা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন তখন তাহাদের সহিত গোত্রের আরো অন্যান্য লোকজনও ছিল। বর্ণনাকারী বলেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বাইয়াতের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইলেন। যখন তিনি তাঁহার হাত মোবারক নিজের হাতে লইলেন তখন আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিল, আপনার উপর ঈমান আনিল এবং আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিল এবং আপনার অনুসরণও করিল, বলুন, সে কি পাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার জন্য মোবারক হউক। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি (বরকত লওয়ার জন্য) তাঁহার হাত মোবারকের উপর নিজের হাত বুলাইল এবং বাইয়াত হইয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি অগ্রসর হইল। সেও বাইয়াতের জন্যে তাঁহার মোবারক হাত নিজের হাতে লইয়া আরজ করিল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! যে ব্যক্তি আপনাকে না দেখিয়া ঈমান আনিয়াছে, আপনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং আপনার অনুসরণ করিয়াছে, বলুন সে কি পাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, তাহার জন্য মোবারক হউক, মোবারক হউক,

মোবারক হউক। উক্ত ব্যক্তিও তাঁহার হাত মোবারকের উপর নিজের হাত বুলাইল এবং বাইয়াত হইয়া চলিয়া গেল। (মুসান্নাদে আহমাদ)

২৮- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا آدَى حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوْلَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَذْبَحَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ اغْتَفَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. رواه البخاري، باب تعليم الرجل أمته وأهله.

৭৮:৭

২৮. হযরত আবু মুসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যে, তাহাদের জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে। প্রথমতঃ ঐ ব্যক্তি, যে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত (ইহুদী বা ঈসায়ী) নিজের নবীর উপর ঈমান আনিয়াছে আবার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপরও ঈমান আনিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ঐ ক্রীতদাস যে আল্লাহ তায়ালার হকসমূহও আদায় করিয়াছে এবং আপন মনিবদের হকসমূহও আদায় করিয়াছে। তৃতীয়তঃ ঐ ব্যক্তি যাহার কোন ক্রীতদাসী থাকে। আর সে তাহাকে উত্তম আদব শিক্ষা দিয়াছে এবং উত্তমরূপে এলেম শিক্ষা দিয়াছে। অতঃপর তাহাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিয়া লইয়াছে তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। (বোখারী)

ফায়দা : হাদীস শরীফের উদ্দেশ্য হইল, এই সকল লোকের আমলনামায় অন্যদের তুলনায় প্রত্যেক আমলের সওয়াব দ্বিগুণ লেখা হইবে। যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্য কোন ব্যক্তি নামায পড়িলে দশগুণ সওয়াব পাইবে। আর এই আমলই উক্ত তিনপ্রকার লোকদের মধ্য হইতে কেহ করিলে বিশগুণ সওয়াব পাইবে।

২৭- عَنْ أَوْسَطَ رَجْمَهُ اللَّهُ قَالَ: خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامَيْنِ هَذَا عَامَ الْأَوَّلِ، وَتَبَّى أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَلُوا اللَّهَ الْمَغْفَاةَ أَوْ قَالَ: الْعَافِيَةَ فَلَمْ يَزُتْ أَخَذَ قُطْبَ بَعْدَ الْيَقِينِ أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ أَوْ الْمَغْفَاةِ. رواه أحمد/٢١

২৯. হযরত আওসাত (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাযিঃ)

আমাদের সম্মুখে বয়ান করিতে যাইয়া বলিলেন : এক বৎসর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই স্থানে (বয়ান করার জন্য) দাঁড়াইয়াছিলেন। ইহা বলিয়াই হযরত আবু বকর (রাযিঃ) কাদিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট (নিজের জন্য) আফিয়াত ও নিরাপত্তা চাও। কেননা ঈমান ও ইয়াকীনের পরে আফিয়াত হইতে বড় কোন নেয়ামত কাহাকেও দান করা হয় নাই। (মুসনাদে আহমাদ)

৩০- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ صَلَاحٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْيَقِينِ وَالزُّهْدِ وَأَوَّلُ فَسَادِهِمَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤٢٧/٧

৩০. হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রাযিঃ) হইতে তিনি তাঁহার পিতা হইতে তিনি তাঁহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের সংশোধনের শুরু হইয়াছে ইয়াকীন ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির দ্বারা। আর উহার ধ্বংসের শুরু হইবে কপণতা ও দীর্ঘ আশা আকাংখার কারণে। (বায়হাকী)

৩১- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تَرْزُقُ الْكُفْرَ تَقْدِيرًا خَمَاصًا وَتَرْزُوحَ بَطْنَانٍ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في التوكل على الله، رقم: ২২১৪

৩১. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার উপর এমনভাবে তাওয়াক্কুল করিতে আরম্ভ কর যেমন তাওয়াক্কুলের হক রহিয়াছে তবে তোমাদিগকে এমনভাবে রুজী দান করা হইবে যেমন পাখীদেরকে রুজী দান করা হয়। উহারা সকালে খালি পেটে বাহির হইয়া যায় এবং বিকালে ভরা পেটে ফিরিয়া আসে। (তিরমিযী)

৩২- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَرَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ، فَأَذَرَهُمْ

الْقَابِلَةَ فِي وَادٍ كَثِيرٍ الْعِصَاءِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَبِطُونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَعَلِقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنَمَنَا نَوْمَةً قَاطِرًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْغُونَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَغْرَابِي، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقِظْتُ وَهُوَ فِي يَدِي صَلْتًا، فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللَّهُ، ثَلَاثًا، وَلَمْ يَعْافِيهِ وَجَلَسَ. رواه البخاري، باب من علق سيفه بالشجر ২১১০. رقم:

৩২. হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সেই জিহাদে শরীক ছিলেন, যাহা নাজদ অভিমুখে হইয়াছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনিও তাঁহার সহিত ফিরিলেন। (ফেব্রার পথে এই ঘটনা ঘটিল) সাহাবা (রাযিঃ) দুপুরের সময় বাবলা গাছে ভরা এক ময়দানে পৌঁছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ্রাম লওয়ার জন্য থামিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) গাছের ছায়ার তালোশে এদিক সৈদিক ছড়াইয়া পড়িলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আরাম করিবার জন্য বাবলা গাছের নিচের জায়গা লইলেন এবং গাছের সহিত নিজের তরবারটি ঝুলাইয়া রাখিলেন। আমরাও কিছু সময়ের জন্য (বিভিন্ন গাছের ছায়াতে) ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ (আমরা শুনিতে পাইলাম যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাকিতেছেন। (যখন আমরা সেখানে পৌঁছিলাম) তখন তাঁহার নিকট একজন গ্রাম্য কাফের উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি ঘুমাইতেছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার উপর আমারই তরবারী উত্তোলন করিয়াছে। জাগ্রত হইয়া দেখিলাম আমার খোলা তরবারীটি তাহার হাতে রহিয়াছে। সে আমাকে বলিল, তোমাকে আমার হাত হইতে কে বাঁচাইবে? আমি তিনবার বলিলাম, আল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গ্রাম্য লোকটিকে কোন শাস্তি দিলেন না এবং উঠিয়া বসিয়া গেলেন। (বোখারী)

৩৩- عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَارٍ وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ: مَا أَنتَ يَا حَارِثَ بْنَ مَالِكٍ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ يَا

رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ حَقًّا. قَالَ: فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: عَزَفْتُ نَفْسِي مِنَ الدُّنْيَا، وَاسْتَهْرْتُ لَيْلِي، وَاعْمَأَمْتُ نَهَارِي، وَكَانَتِي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي حِينَ يُجَاءُ بِهِ، وَكَانَتِي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَرَوُّونَ فِيهَا، وَكَانَتِي أَسْمَعُ عَوَاءَ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مُؤْمِنٌ نَوَّرَ قَلْبَهُ. رواه عبد

الرزاق في مصنفه، باب الإيمان والإسلام ১১৭/১১

৩৩. হযরত সালেহ ইবনে মিসনার ও হযরত জাফর ইবনে বুরকান (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মালেক ইবনে হারেস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে হারেস! তুমি কি অবস্থায় আছ? তিনি আরজ করিলেন (আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে) আমি ঈমানের অবস্থায় আছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি প্রকৃত মুমিন? তিনি আরজ করিলেন, আমি প্রকৃত মুমিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (চিন্তা করিয়া বলা) প্রত্যেক জিনিসের একটি হাকীকত হয়, তোমার ঈমানের হাকীকত কি? অর্থাৎ তুমি কিসের ভিত্তিতে এই দাবী করিতেছ যে, 'আমি প্রকৃত মুমিন।' তিনি আরজ করিলেন, (আমার কথার হাকীকত এই যে,) আমি আমার অন্তরকে দুনিয়া হইতে সরাইয়া লইয়াছি, রাত্রি জাগরণ করি, দিনের বেলায় পিপাসার্ত থাকি (অর্থাৎ রোযা রাখি) আর যখন আমার রবের আরশকে আনা হইবে সেই দৃশ্য যেন আমি দেখিতেছি। বেহেশতীদের পরস্পর দেখা সাক্ষাতের দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভাসমান থাকে। আর জাহান্নামীদের চিৎকার যেন (আমি নিজ কানে) শুনিতেছি। অর্থাৎ সর্বদা বেহেশত ও দোযখের কল্পনা বিদ্যমান থাকে। তিনি (তাহার এই কথাবার্তা শুনিয়া) বলিলেন, হারিস এমন মুমিন যাহার অন্তর ঈমানের নূর দ্বারা আলোকিত হইয়া গিয়াছে। (মুসানাদে আবদুর রাজ্জাক)

৩৪. عَنْ مَاعِزٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ أَىِّ الْأَعْمَالِ الْفَضْلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَخُدُهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حُجَّةُ بَرَّةٍ، تَفْضُلُ سَائِرِ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَغْرِبِهَا. رواه أحمد ৩১২/৪

৩৪. হযরত মায়েয (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এরশাদ করিলেন, (সমস্ত আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল) আল্লাহর উপর ঈমান আনা, যিনি একা, অতঃপর জিহাদ করা, অতঃপর মকবুল হজ্জ। এই সকল আমল ও অন্যান্য আমলের মধ্যে ফযিলতের দিক হইতে এই পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে যে পরিমাণ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান রহিয়াছে। (মুসানাদে আহমাদ)

৩৫. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا عِنْدَهُ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلَا تَسْمَعُونَ؟ أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَلَادَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ، إِنَّ الْبَلَادَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ يَنْعَى: النَّفْسُ. رواه أبو داود، باب النهي عن كبر من الإفراء، رقم: ৬১৬১

৩৫. হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাযিঃ) একদিন তাঁহার সামনে দুনিয়ার আলোচনা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মনোযোগ দিয়া শোন, মনোযোগ দিয়া শোন, নিঃসন্দেহে সাদাসিধা জীবন ঈমানের অংশ। নিঃসন্দেহে সাদাসিধা জীবন ঈমানের অংশ। (আবু দাউদ)

ফায়দা : ইহার অর্থ হইল, আড়ম্বরতা ও সাজসজ্জার জিনিস পরিত্যাগ করা।

৩৬. عَنْ عَفْرُو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَأَىِّ الْإِيْمَانِ الْفَضْلُ؟ قَالَ: الْهَجْرَةُ. قَالَ: فَمَا الْهَجْرَةُ؟ قَالَ: تَهْجُرُ السُّوءَ. (روى بعض

الحديث) رواه أحمد ১১৪/৪

৩৬. হযরত আমর ইবনে আবাসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ঈমান সর্বাপেক্ষা উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঐ ঈমান যাহার সহিত হিজরত যুক্ত হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হিজরত কি? এরশাদ করিলেন, হিজরত এই যে, তুমি মন্দ কাজ পরিত্যাগ কর। (মুসানাদে আহমাদ)

৩৭. عَنْ سَفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَشْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِي

حَدِيثُ أَبِي اسْمَةَ: غَيْرُكَ، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. رواه

مسلم، باب جامع أوصاف الإسلام، رقم: ১০৭

৩৭. হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফি (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসুল্লাহ! আমাকে ইসলামের (ব্যাপক অর্থবোধক) এমন কোন কথা বলিয়া দিন যে, আপনার পর আমার জন্য পুনরায় ঐ বিষয়ে আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না থাকে। তিনি এরশাদ করিলেন, তুমি ইহা বল যে, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম। অতঃপর ইহার উপর অবিচল থাক।

ফায়দা : অর্থাৎ প্রথমে আন্তরিকভাবে আল্লাহ তায়ালার যাত ও সীফাতের উপর ঈমান আনয়ন কর। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমসমূহের উপর আমল কর। আর এই ঈমান ও আমল যেন সাময়িক না হয়। বরং পাকাপোক্তভাবে উহার উপর কায়ম থাক। (মাযাহেরে হক)

৩৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ النَّاصِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلُقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ الْخَلْقَ فَاسْتَلُوا اللَّهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواه مصريون ثقات، وقد

احتج مسلم في الصحيح، ووافقه الذهبي ১/১

৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমান তোমাদের অন্তরে এমনিভাবে পুরানা (ও দুর্বল) হইয়া যায়, যেমন কাপড় পুরানা হইয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর যেন তিনি তোমাদের অন্তরে ঈমানকে তাজা রাখেন। (মুসতাদদকে হাকেম)

৩৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أَمْنِي مَا وَسَّوَسْتُ بِهِ صُدُورَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلِّمْ. رواه

البخاري، باب الخطأ والسيان في العتاقة، رقم: ২৫২৮

৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উশ্মতের (ঐ সকল) ওয়াসওয়াসাসমূহকে মাফ করিয়া দিয়াছেন

(যাহা ঈমান ও একীনের বিপরীত অথবা গুনাহের ব্যাপারে অনিচ্ছাকৃত তাহার অন্তরে আসে)। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি ঐ ওয়াসওয়াসা মোতাবিক আমল না করে অথবা উহাকে মুখ উচ্চারণ না করে। (বোখারী)

৪০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاطَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: أَوْ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ.

رواه مسلم، باب بيان الوسوسة في الإيمان، رقم: ৩৮১

৪০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, কয়েকজন সাহাবা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আমাদের অন্তরে এমন কিছু কল্পনা আসে যাহা মুখে উচ্চারণ করা আমরা অত্যন্ত খারাপ মনে করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যিই কি তোমাদের নিকট ঐ সমস্ত কল্পনা মুখে উচ্চারণ করিতে খারাপ লাগে? সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, হুঁ হ্যাঁ। তিনি এরশাদ করিলেন, ইহাই তো ঈমান। (মুসলিম)

ফায়দা : অর্থাৎ যখন এই সকল চিন্তা ও কল্পনা তোমাদেরকে এত অস্থির করিয়া তোলে যে, এইগুলিকে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, মৌখিক উচ্চারণও তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় তখন ইহাই তো পূর্ণ ঈমানের আলামত। (নব্বী)

৪১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَكْثَرُوْا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قِيلَ أَنْ يَحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا. رواه

أبو يعلى بإسناد جيد قوى، الترغيب ১১৬/২

৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, বেশী বেশী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সাক্ষ্য দিতে থাক, ঐ সময় আসার পূর্বে যখন তোমরা (মৃত্যু অথবা রোগ ব্যাদি ইত্যাদির কারণে) এই কলোমা উচ্চারণ করিতে পারিবে না।

(আবু ইয়াল্লা, তারগীব)

৪২- عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه مسلم، باب الدليل على أن

من مات، رقم: ১৩৭

৪২. হযরত ওসমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির এমন অবস্থায় মৃত্যু আসে যে, সে একীনের সহিত জানে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

৪৩. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَقٌّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه أبو يعلى في مسنده ১০৭/১

৪৩. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই একীনের সহিত মৃত্যুবরণ করিল যে, আল্লাহ তায়ালার (অস্তিত্ব) হক, সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। (আবু ইয়াল্লা)

৪৪. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَنْ أَقْرَأَنِي بِالتَّوْحِيدِ دَخَلَ جَنَّتي وَمَنْ دَخَلَ جَنَّتي أَمِنَ مِنْ عَذَابِي. رواه الشيروازي وموحدت صحيح، الحامض ২৫৩/২

৪৪. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ নকল করেন,—আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন মাবুদ নাই। যে ব্যক্তি আমার একত্বকে স্বীকার করিল সে আমার দুর্গে প্রবেশ করিল। যে আমার দুর্গে প্রবেশ করিল সে আমার আযাব হইতে নিরাপদ হইয়া গেল। (সিরাজী, জামে' সগীর)

৪৫. عَنْ مَكْحُولٍ رَجَمَهُ اللَّهُ يَحْدِثُ قَالَ: جَاءَ شَيْخٌ كَبِيرٌ هَرَمَ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَجُلٌ عَذَرَ وَفَجَرَ وَلَمْ يَدْعُ حَاجَةً وَلَا دَاجَةً إِلَّا انْقَطَعَتْهَا بِبُيُوتِهِ، لَوْ قَسِمْتَ خَطِيئَتَهُ بَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَوْفَيْتَهُمْ، فَهَلْ لَكَ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسَلَمْتُ؟ فَقَالَ: أَمَا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِنَّ اللَّهَ غَافِرٌ لَكَ

مَا كُنْتُ كَذَلِكَ وَمِمَّا لَكَ حَسَنَاتٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَغَدَرَانِي وَفَجَرَانِي؟ فَقَالَ: وَغَدَرَاتِكَ وَفَجَرَاتِكَ، قَوْلِي الرُّجُلُ يَكْبُرُ وَيَهْتَلُ. التفسير لابن كثير ৩/৩৫০

৪৫. হযরত মাকহুল (রহঃ) বলেন, একজন অত্যন্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি যাহার উভয় জ্র চোখের উপর কুলিয়া পড়িয়াছিল। লোকটি আসিয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর রাসূল! এমন এক ব্যক্তি যে অনেক বহু ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহের কাজ করিয়াছে, এবং জায়েয, নাজায়েয সব রকমের খাহেশ পূরা করিয়াছে, আর তাহার গুনাহ এত বেশী যে, যদি সমগ্র দুনিয়াবাসীর মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবার সুযোগ আছে কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি মুসলমান হইয়াছ? সে আরজ করিল, জ্বি হাঁ। আমি কালেমায়ে শাহাদৎ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

এর সাক্ষাদান করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যতক্ষণ তুমি এই কালেমার স্বীকারোক্তির উপর অবিচল থাকিবে আল্লাহ তায়লা তোমার সবরকম ওয়াদা ভঙ্গ করা ও সকল গুনাহকে মাফ করিতে থাকিবেন এবং তোমার গুনাহসমূহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিতে থাকিবেন। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আরজ করিল, হে আল্লাহর রসূল! আমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ তোমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ। ইহা শুনিয়া সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি আল্লাহ অকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিতে বলিতে পিঠ ঘুরাইয়া (আনন্দের সহিত) চলিয়া গেল। (ইবনে কাসীর)

৪৬. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ سَيُخْلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ سَعْمَةٌ وَيَسْعَيْنَ سِجْلًا، كُلُّ سِجْلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: اتَّكَبْتُ مِنْ هَذَا خِيَانَةً أَظْلَمْتُ كَتَبْتُ الْخَائِفُونَ؟ يَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ أَفِيْقُونَ؟ أَفْلَكَ عَذْرُ؟ يَقُولُ: لَا، يَا رَبِّ! يَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ

عَلَيْكَ الْيَوْمَ، فَيُخْرِجُ بِطَاقَةٍ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَقُولُ: أَحْضُرْ وَزَنْكُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ
مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السَّجَلَاتِ؟ فَقَالَ: فَإِنَّكَ لَا تُظَلِّمُ قَالَ:
فَوَضَعَ السَّجَلَاتِ فِي كِفَّةٍ وَالْبِطَاقَةَ فِي كِفَّةٍ فَطَاقَتْ السَّجَلَاتِ
وَقَلَّتِ الْبِطَاقَةُ، وَلَا يُنْقَلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، رواه الترمذی وقال: هذا

حديث حسن غريب، باب ما جاء فيمن يموت ١٠٠٠، رقم: ٢٦٣٩

৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে বাছাই করিয়া সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে ডাকিবেন এবং তাহার সম্মুখে আমলের নিরানব্বইটি দফতর খুলিবেন। প্রতিটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, এই আমলনামাসমূহ হইতে তুমি কোন কিছু অস্বীকার কর কি? আমার যে সকল ফেরেশতারা আমলসমূহ লেখার কাজে ছিল তাহারা তোমার উপর কোন জুলুম করিয়াছে কি? (কোন গুনাহ না করা সত্ত্বেও লিখিয়া দিয়াছে অথবা করার চেয়ে বেশী লিখিয়াছে?) সে আরজ করিবে, না। (না অস্বীকার করার কোন সুযোগ আছে, না ফেরেশতারা জুলুম করিয়াছে।) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করিবেন। তোমার নিকট এই সকল বদআমলের কোন ওজর আছে কি? সে আরজ করিবে, না, কোন ওজরও নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আচ্ছা তোমার একটি নেকী আমার নিকট আছে। আজ তোমার উপর কোন জুলুম করা হইবে না। অতঃপর কাগজের একটি টুকরা বাহির করা হইবে যাহার মধ্যে

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

লিখিত থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, যাও ইহাকে ওজন করিয়া লও। সে আরজ করিবে হে আমার রব, এত বড় বড় দফতরের মোকাবিলায় এই টুকরা কি কাজে আসিবে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তোমার উপর জুলুম করা হইবে না। অতঃপর ঐ সকল দফতর এক পাশায় রাখা হইবে আর কাগজের সেই টুকরা অপর পাশায় রাখা হইবে তখন সেই কাগজের টুকরার ওজনের মোকাবিলায় দফতরওয়ালা পাশা

উড়িতে আরম্ভ করিবে। (প্রকৃত কথা হইল) আল্লাহ তায়ালা নামের মোকাবিলায় কোন জিনিস ওজনই রাখে না। (তিরমিযী)

৩৮- عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَلْقَى اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ
بِهَا إِلَّا حُجِّبَتْ عَنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَلْقَى اللَّهَ يَوْمَ
أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَذْغِلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ، رواه أحمد

والطبرانی في الكبير والأوسط ورجالهم ثقات، مجمع الزوائد ١/١٦٦

৪৭. হযরত আবু আমরাহ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ তায়ালা রসূল। (যে কোন বান্দা (অন্তর দ্বারা) এই কলেমার প্রতি একীভূত করিয়া আল্লাহ তায়ালা সহিত সাক্ষাত করিবে অবশ্যই এই কালেমায়ে শাহাদৎ তাহার জন্য কেয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুন হইতে আড়াল হইয়া যাইবে। এক রেওয়াজে আছে, যে ব্যক্তি এই দুইটি বিষয় (আল্লাহ তায়ালা একত্ব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত) এর সাক্ষ্য লইয়া আল্লাহ তায়ালা সহিত কেয়ামতের দিন সাক্ষ্য করিবে তাহাকে বেহেশতে দাখিল করা হইবে। চাই তাহার (আমলনামায়) যত গুনাহই থাকুক না কেন।

ফায়দাঃ হাদীস ব্যাখ্যাকারণে অন্যান্য হাদীসের আলোকে এই হাদীসও এই ধরনের অন্যান্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা এরূপ করেন যে, যে ব্যক্তি উভয় শাহাদৎ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা একত্ব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালাতের সাক্ষ্য লইয়া আল্লাহ তায়ালা দরবারে পৌঁছিবে, তাহার আমলনামায় যদি গুনাহ থাকেও তবুও আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই বেহেশতে দাখিল করিবেন। হয় আপন মেহেরবানীতে ক্ষমা করিয়া দিয়া অথবা গুনাহের শাস্তি দান করিয়া।

(মাআরেফুল হাদীস)

৩৮- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَشْهَدُ
أَحَدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَيَذُلُّ النَّارَ، أَوْ تَطْعَمَهُ.

(وهو بعض الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على أن من مات ١٠٠٠، رقم: ١٤٩

৪৮. হযরত ইত্বান ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এমন হইতে পারে না যে, কোন ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালা র রসূল। অতঃপর সে জাহান্নামে দাখিল হইবে অথবা জাহান্নামের আগুন তাহাকে ভক্ষণ করিবে। (মুসলিম)

২৭- عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَدَّلَ بِهَا لِسَانَهُ

وَاطْمَأَنَّ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمِ النَّارُ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٤١/

৪৯. হযরত আবু কাতাদাহ (রাযিঃ) তাহার পিতা হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালা র রসূল এবং (অধিক পরিমাণে বলার দরুন) তাহার জবান এই কালেমায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। আর এই কালেমা (পড়ার) দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করিবে না। (বায়হাকী)

৫০- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ

تَمُوتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجِعُ ذَلِكَ

إِلَى قَلْبِ مُوَفِّي إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهَا. رواه أحمد ১২৭/

৫০. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, খাঁটি অন্তরে এই কথা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহ তায়ালা র রসূল, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। (আহমাদ)

৫১- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: وَمُعَاذُ

رَدِّفَهُ عَلَى الرَّحْلِ. قَالَ: يَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: يَا مُعَاذُ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ

ثَلَاثًا. مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ

اللَّهِ، صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

أَفَلَا أَخْبِرَ بِهِ النَّاسُ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذَا يَتَجَلَّوْا، وَأَخْبِرَ بِهَا مُعَاذُ

عِنْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثًا. رواه البخاري، باب من عصى بالعلم قوماً ১২৮/

৫১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত মুআয (রাযিঃ) একই উটের পিঠে সওয়ার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে মুআয ইবনে জাবাল! তিনি আরজ করিলেন, لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ (হে আল্লাহর রসূল, আমি হাজির)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বলিলেন, হে মুআয! তিনি আরজ করিলেন, لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ (হে আল্লাহর রসূল, আমি হাজির)। তিনবার এমন হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি খাঁটি মনে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালা র রসূল। আল্লাহ তায়ালা এইরূপ ব্যক্তিকে দোষখের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন। হযরত মুআয (রাযিঃ) (এই সুসংবাদ শুনিয়া) আরজ করিলেন, আমি কি লোকদেরকে ইহার খবর দিব না যাহাতে তাহারা খুশী হইয়া যায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তখন তাহারা উহার উপর ভরসা করিয়া বসিয়া থাকিবে (আমল করা ছাড়িয়া দিবে)।

হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাযিঃ) এই ভয়ে যে (হাদীস গোপন করার) গুনাহ না হইয়া যায় জীবনের শেষ মুহূর্তে লোকদের মধ্যে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। (বোখারী)

ফায়দা : যে সকল হাদীসে শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এর সাক্ষ্যের উপর দোষখের আগুন হারাম হওয়া উল্লেখিত আছে। হাদীস ব্যাখ্যাকারগণ এরূপ হাদীসসমূহের দুইটি অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। এক এই যে, দোষখের চিরস্থায়ী আজাব হইতে মুক্তি পাইবে। অর্থাৎ কাফির, মুশরিকদের মত চিরস্থায়ীভাবে তাহাদেরকে দোষখে রাখা হইবে না। যদিও মন্দ আমলের 'শান্তির' জন্য কিছু সময় দোষখে রাখা হইবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্যের ভিতর পুরা ইসলামী জিন্দেগী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে এবং বুদ্ধিয়া শুনিয়া এই সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার জিন্দেগী পরিপূর্ণরূপে ধীন ইসলাম মোতাবেক হইবে। (মাজাহেরে হক)

৫২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ.

(ومعنى الحديث) رواه البخارى، باب صفة الحنة والنار، رقم: ১০৭০

৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার শাফায়াত দ্বারা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী উপকৃত ঐ ব্যক্তি হইবে যে খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে। (বোখারী)

৫৩- عَنْ رَفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَخْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يَسُدُّ إِلَّا سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ. (الحديث) رواه أحمد

১৬/১

৫৩. হযরত রিফাআহ জুহানী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট এই কথার সাক্ষ্য দিতেছি, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে ইহার সাক্ষ্য দেয় যে, এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, আল্লাহ তায়লা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসূল, অতঃপর নিজের আমলসমূহকে দুরুস্ত রাখা সে ব্যক্তি অবশ্যই জন্মাতে প্রবেশ করিবে।

(মুসনাদে আহমাদ)

৫৪- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ حَقًّا مِنْ قَلْبِهِ فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رواه الحاكم وقال: هذا

حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ১/১৭২

৫৪. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমি এমন একটি কালেমা জানি যে কোন বান্দা অন্তর দ্বারা হক মনে করিয়া উহা বলিবে এবং ঐ অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করিবে, আল্লাহ তায়লা অবশ্যই তাহার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করিয়া দিবেন। সেই

কালেমা হইল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (মুসতাদদাকে হাকেম)

৫৫- عَنْ عِيَّاسِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةٌ، عَلَى اللَّهِ كَرَمَةٌ، لَهَا عِنْدَ اللَّهِ مَكَانٌ، وَهِيَ كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقًا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَقَّتْ دَمَهُ وَأُخْرِزَتْ مَالَهُ وَلَقِيَ اللَّهَ غَدًا فَحَاسِبُهُ. رواه الزوار ورجالهم موثقون، مجمع

১৭/১

৫৫. হযরত ইয়ায আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ তায়ালার নিকট বড় মর্যাদাপূর্ণ ও মূল্যবান কালেমা। আল্লাহ তায়ালার নিকট উহার বড় মর্যাদা ও স্থান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি উহাকে খাঁটি দিলে বলিবে, আল্লাহ তায়লা তাহাকে জন্মাতে দাখিল করিবেন। আর যে ব্যক্তি উহাকে মিথ্যা ও কপট মনে বলিবে, এই কালিমা (দুনিয়াতে তো) তাহার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার কারণ হইয়া যাইবে, কিন্তু কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, আল্লাহ তায়লা তাহার হিসাব লইবেন। (বায্খার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দাঃ মিথ্যা ও কপট মনে কালেমা বলার কারণে জান ও মালের হেফাজত হইয়া যাইবে, কেননা এই ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে মুসলমান অতএব তাহাকে ঐ সমস্ত কাকেরদের মত কতল করা হইবে না এবং তাহার মাল ও ছিনাইয়া লওয়া হইবে না যাহারা সরাসরি মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করে।

৫৬- عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَصْدِّقَ قَلْبُهُ لِسَانَهُ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. رواه أبو يعلى ১/১৭৮

৫৬. হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমনভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর সাক্ষ্য দিয়াছে যে, তাহার অন্তর তাহার জ্বানকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে সে জন্মাতে যেরূপ কোন দরজা দিয়া ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারিবে। (মুসনাদে আবু ইয়াল)

৫৫- عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ائْتَبِرُوا وَتَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. رواه أحمد والطبرانی في الكبير ورجاله ثقات، مجمع

১০৭/১০৭

৫৭. হযরত আবু মুসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর ও অন্যদেরকেও সুসংবাদ দান কর, যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

(মুসনেদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

৫৮- عَنْ أَبِي الدُّدَّاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ شَهِدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. مجمع البحرين في زوائد المصنفين ৫/১৬১ قال المحقق: صحيح لجمع

طرح

৫৮. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রসূল। সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। (মাজমাউল বাহয়াইন)

৫৭- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِي عَارِضَتِي الْجَنَّةِ مَكُونًا ثَلَاثَةً أَسْطُرُ بِالذَّبِّ، السَّطْرُ الْأَوَّلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَالسَّطْرُ الثَّانِي: مَا قُلْنَا وَجَدْنَا وَمَا أَكَلْنَا وَبَعَثْنَا وَمَا خَلَقْنَا خَيْرَنَا، وَالسَّطْرُ الثَّالِثُ: أُمَّةٌ مُلْذِيَّةٌ وَزَوْجٌ غَفُورٌ. رواه الرافعي وابن النجار وهو حديث صحيح، الجامع

১৬০/১৬০

৫৯. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া উহার উভয় পার্শ্বে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত তিনটি লাইন দেখিতে পাইলাম। প্রথম লাইন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দ্বিতীয়

লাইন—যাহা আমরা আগে পাঠাইয়া দিয়াছি অর্থাৎ দান খয়রাত ইত্যাদি করিয়াছি উহার প্রতিদান পাইয়াছি, আর যাহা কিছু আমরা দুনিয়াতে পানাহার করিয়াছি, উহা দ্বারা লাভবান হইয়াছি। যাহা কিছু দুনিয়াতে ছাড়িয়া আসিয়াছি উহাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। তৃতীয় লাইন—উম্মত গোনাহগার এবং রব ক্ষমাকারী। (রাফেঈ, ইবনে নাজ্জার, জামে' সগীর)

৬০- عَنْ عَتَبَانَ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَنْ يُؤْفَى عَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ. رواه البحارى، باب العمل الذى يبنى به وجه الله

নালী, ১৬২৩/১৬২৩

৬০. হযরত ইতবান ইবনে মালেক আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসিবে যে, সে একমাত্র আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়াছে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর দোষখের আঙুনকে অবশ্যই হারাম করিয়া দিবেন। (বোখারী)

৬১- عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ وَخَذَهُ لَا حَرِيكَ لَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث

صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ৩৩২/৩৩২

৬১. হযরত আনাস (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিল যে, সে আল্লাহ তায়ালায় প্রতি আন্তরিক ও মুখলেস ছিল, যিনি অদ্বিতীয়, যাহার কোন শরীক নাই, এবং (সারাজীবন) সে নামায কায়ম করিয়াছে, (আর সম্পদশালী হইলে) যাকাত আদায় করিয়াছে, সে এমন অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করিল যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

ফায়দাঃ মুখলেস হওয়ার অর্থ আন্তরিকভাবে আনুগত্য গ্রহণ করিয়াছে।

৬২- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَدْ أَلْفَحَ مَنْ أَخْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ

مُطْمَئِنَّةٌ وَخَلِيقَتُهُ مُسْتَقِيمَةٌ وَجَعَلَ أَذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنُهُ نَاطِرَةٌ.

(الحديث) رواه أحمد ১৮৭

৬২. হযরত আবু যর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি সফলতা লাভ করিয়াছে, যে নিজের অন্তরকে ঈমানের জন্য খালস করিয়াছে এবং নিজের অন্তরকে (কুফর ও শিরক) হইতে পবিত্র করিয়াছে, নিজের জবানকে সত্যবাদী রাখিয়াছে, নিজের নফসকে প্রশান্ত করিয়াছে, (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার স্মরণ ও তাহার মর্জিমত চলার দ্বারা নফস শান্তি লাভ করে) নিজের স্বভাবকে ঠিক রাখিয়াছে, (মন্দ পথে চলে নাই) নিজের কানকে সত্য শ্রবণকারী বানাইয়াছে, নিজের চোখকে (ঈমানের দৃষ্টিতে) দৃষ্টিপাতকারী বানাইয়াছে। (মুসনায়ে আহমাদ)

৬৩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهِ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ. رواه مسلم، باب الدليل على من

مات رقم: ২৭০

৬৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই সে জন্মাতো প্রবেশ করিবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় মিলিত হইবে যে, সে তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে দোযখে প্রবেশ করিবে। (মুসলিম)

৬৪. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ

النَّارَ. عمل اليوم والليلة للنسائي، رقم: ১১২

৬৪. হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে যে সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার তাহার উপর দোযখের আগুন হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ)

৬৫. عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ مَغْفِرَتُهُ. رواه الطبرانی

في الكبير وإسناده بأس به، مجمع الزوائد ১৬৮/১

৬৫. হযরত নাবাস ইবনে মাসআন (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিল যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, অবশ্যই তাহার জন্য মাগফিরাত অবধারিত হইয়া গিয়াছে। (তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

৬৬. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا مُعَاذُ! هَلْ سَمِعْتَ مِنْذُ اللَّيْلَةِ حِسًا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: إِنَّهُ أَتَانِي أَبُو مِنْ رَضِيَ قَبْشَرْنِي أَنَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أَتَيْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا أَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ فَأُبَشِّرُهُمْ، قَالَ: دَعُهُمْ فَلْيَسْتَفِقُوا الصِّرَاطَ. رواه الطبرانی في الكبير ৫৭/২

৬৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে মুআয! তুমি কি অদ্য রাতে কোন আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছ? আমি আরজ করিলাম, না। তিনি এরশাদ করিলেন, আমার নিকট আমার রবের পক্ষ হইতে একজন ফেরেশতা আসিয়াছেন। তিনি আমাকে এই সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আমার উম্মতের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই সে জন্মাতো প্রবেশ করিবে। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর রসূল! কি আমি লোকদের নিকট যাইয়া এই সুসংবাদ শুনাইয়া দিব না? তিনি বলিলেন, তাহাদেরকে নিজ অবস্থায় থাকিতে দাও, যেন তাহারা (আমলের) রাস্তায় পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক আগে বাড়িতে থাকে।

(তাবারানী)

৬৭. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَا مُعَاذُ! أَتَذَرُنِي مَا حَقَّ لِلَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ قَالَ: فَإِنْ حَقَّ لِلَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَغْفِرُوا وَاللَّهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا

يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. (الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على أن من

مات..... رقم: ১৬৬

৬৭. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, হে মুআয! তুমি কি জান যে, বান্দাগণের উপর আল্লাহ তায়ালা কি হক? আর আল্লাহ তায়ালা উপর বান্দাগণের কি হক? আমি আরজ করিলাম, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূল অধিক জানেন। তিনি বলিলেন, বান্দাগণের উপর আল্লাহ তায়ালা হক হইল, তাহার ইবাদত করিবে ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। আর আল্লাহ তায়ালা উপর বান্দাগণের হক হইল, যে বান্দা তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না তাহাকে তিনি আযাব দিবেন না। (মুসলিম)

٢٨- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلُ نَفْسًا لِقَى اللَّهَ وَهُوَ خَفِيفُ الظَّهْرِ.

رواه الطبرانی في الكبير وفي إسناده ابن لهيعة، مجمع الزوائد ١/ ١٦٧، ابن لهيعة

صديق، تقريب التهذيب

৬৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাত করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই এবং কাহাকেও হত্যা করে নাই সে আল্লাহ তায়ালা দরবারে (এই দুই গুনাহের বোঝা না থাকার কারণে) হালকা অবস্থায় হাজির হইবে। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

٢٩- عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَذَبَّ بِدَمٍ حَرَامٍ أَذْخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ. رواه

الطبرانی في الكبير ورجالهم موثقون، مجمع الزوائد ١/ ১৬০

৬৯. হযরত জারীর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিবে যে, আল্লাহ তায়ালা সহিত কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করে না এবং অন্যায়ভাবে কাহাকেও হত্যা করিয়া হাত রঞ্জিত করে নাই তাহাকে জাহান্নামের যে কোন দরজা দিয়া চাহিবে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইবে। (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

গায়েবের বিষয়সমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তায়ালা উপর ও সমস্ত গায়েবী বিষয়ের উপর ঈমান আনা, এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি খবরকে না দেখিয়া শুধু তাহার প্রতি আস্থার কারণে নিশ্চিতরূপে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং তাহার দেওয়া খবরের মোকাবিলায় অস্থায়ী স্বাদ আহলাদ, এবং মানুষের প্রত্যক্ষ দর্শন ও বস্তুগত অভিজ্ঞতাকে বর্জন করা।

আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার মহান গুণাবলী, তাঁহার রসূল ও তাকদীরের উপর ঈমান

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَتُجْوَكَمُ قِيلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَتَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفَى الرِّقَابَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ النَّاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة: ১৭৭)

(ইয়াহুদী ও নাসারাগণ বলিল যে, আমাদের ও মুসলমানদের কেবলা

যখন এক, তখন আমরা কি করিয়া আযাবের উপযুক্ত হইতে পারি? এই ব্যাঘ্রের জবাবে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন। শুধু ইহাই কোন সকল নেকী (গুণ) নহে যে তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্বমুখী অথবা পশ্চিমমুখী কর। বরং নেকী তো এই যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা (সত্তা ও গুণাবলীর) উপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখে এবং (এমনিভাবে) আশেরাতের দিনের উপর, ফেরেশতাদের উপর, সকল আসমানী কিতাবসমূহের উপর এবং নবীদের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। আর মালের প্রতি মহবত ও নিজের প্রয়োজন সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির ও গোলামদেরকে মুক্ত করার মধ্যে খরচ করে এবং নামাযের পাবলি করে এবং যাকাতও আদায় করে, (আর এই সকল আকীদা ও আমলের সহিত তাহাদের এই আখলাকও হয় যে,) যখন তাহারা কোন শরীয়তসম্মত কাজের ওয়াদা করে তখন সেই ওয়াদাকে পূরা করে এবং তাহারা অভাব অনটনে, অসুস্থতায় ও যুদ্ধের কঠিন অবস্থায় ধীরস্থির থাকে। ইহারা ই সত্যবাদী লোক এবং ইহারা ই খোদাতীরা। (বাকার ১৭৭)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يُرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا تَوْفِيقُكُمْ﴾ (ط: ১৩৮)

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহ তায়ালায় ঐ সকল অনুগ্রহসমূহকে স্মরণ কর যাহা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি করিয়াছেন। (একটু চিন্তা করিয়া তো দেখ!) আল্লাহ তায়ালা ছাড়াও কি আর কোন স্রষ্টা আছেন যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হইতে রিযিক পৌছাইয়া থাকেন? তিনি ছাড়া কোন সত্তা মাবুদ নাই। অতএব তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছ? (ফাতির ৩)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يُذِيعُ السُّمُوتَ وَالْأَرْضُ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

[النعام: ১০১]

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—তিনি আসমান ও জমিনসমূহকে পূর্ব নমুনা ব্যতীত সৃষ্টিকারী, তাহার কোন সন্তান কিভাবে থাকিতে পারে যখন তাহার কোন স্ত্রীই নাই এবং আল্লাহ তায়ালাই প্রত্যেক জিনিসকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর তিনিই প্রত্যেক জিনিসকে জানেন। (আল আনআম ১০১)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الْفَرَقَ بَيْنَكُمْ مَا تُمْْنُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ﴾ (الواقعة: ১০৮)

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—আচ্ছা, তবে বলত দেখি, তোমরা (নারীর গর্ভে) যেই শুক্রবিন্দু পৌছাইয়া থাক, উহাকে তোমরাই মানুষ বানাও নাকি আমিই সৃষ্টিকারী? (ওয়াকেয়া ৫৮-৫৯)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الْفَرَقَ بَيْنَكُمْ مَا تَخْرُجُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾ (الواقعة: ৬১-৬২)

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—আচ্ছা তবে বলত দেখি, জমিনে যে বীজ তোমরা বপন করিয়া থাক, তাহা কি তোমরাই অঙ্কুরিত কর নাকি আমি তাহার অঙ্কুরণকারী। (ওয়াকেয়া ৬১-৬২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الْفَرَقَ بَيْنَ الْمَاءِ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجْحًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۚ ءَأَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورَثُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ أَنْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (الواقعة: ৬২-৬৯)

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—আচ্ছা তবে বলত দেখি, যেই পানি তোমরা পান করিয়া থাক, উহা কি তোমরা মেঘ হইতে বর্ষণ করিয়াছ, নাকি আমি উহার বর্ষণকারী। যদি আমি ইচ্ছা করি তবে ঐ পানিকে তিক্ত করিয়া দিতে পারি, তবে কেন তোমরা শোকর কর না।

আচ্ছা তবে বলত দেখি! যে আগুন তোমরা প্রজ্জ্বলিত করিয়া থাক, উহা নির্দিষ্ট বৃক্ষকে (এমনিভাবে আরও যে সকল উপকরণ হইতে আগুন সৃষ্টি হয় উহাকে) তোমরা সৃষ্টি করিয়াছ, নাকি আমি উহার সৃষ্টিকারী। (ওয়াকেয়া ৬৮-৭২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ فُلُقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَاتَّقُوا تَوْفِيقُكُمْ ۚ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۚ فَلَا فُلْجَنَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْذَعٌ مُسْتَوْذَعٌ قَدْ
 فَضَّلْنَا الْآيَةَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ☆ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا
 مُتَرَاجِعًا وَمِنَ الشَّجَرِ مِنْ عَلَمٍ قَبْرًا ذَاتِ لَظَى وَجَبَتْ مِنْ أَغْنَابِ
 وَالزَّيْتُونِ وَالرَّهْطَانِ مُثْنًى وَغَيْرَ مُثْنًى أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَيَنْجِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩-٩٥﴾

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা বীজ ও
 আঁটিকে বিদীর্ণকারী আর তিনিই নিজীব হইতে সজীবকে বাহির করেন,
 এবং তিনিই সজীব হইতে নিজীবকে বাহির করেন, তিনিই তো আল্লাহ,
 যাহার এরূপ কুদরত রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা (আল্লাহ তায়ালাকে
 ছাড়িয়া অপরের দিকে) কোথায় চলিয়া যাইতেছ। সেই আল্লাহ রাত্র হইতে
 প্রভাতের বিকাশকারী, আর তিনি রাত্রিকে আরামের জন্য বানাইয়াছেন,
 তিনি সূর্য ও চন্দ্রের চলনকে হিসাবমত রাখিয়াছেন, এবং উহাদের গতির
 হিসাব এমন সত্তার পক্ষ হইতে নির্ধারিত আছে যিনি বড় ক্ষমতাবান ও
 মহাজ্ঞানী। আর তিনি তোমাদের ফায়দার জন্য নক্ষত্রাজিকে সৃষ্টি
 করিয়াছেন, যেন তোমরা উহাদের সাহায্যে রাত্রির অন্ধকারে স্থলভাগে
 এবং সমুদ্রে পথের সন্ধান লাভ করিতে পার। আর আমি এই সকল
 নিদর্শন অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি এই সকল লোকদের জন্যে
 যাহারা ভাল মন্দের জ্ঞান রাখে। আর তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদেরকে
 (মৌলিকভাবে) একই ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তর কিছু সময়ের
 জন্য জমিন হইল তোমাদের ঠিকানা, অতঃপর তোমাদেরকে কবরের
 হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হয়, নিশ্চয় আমি এই সকল প্রমাণসমূহও
 বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি এই সকল লোকদের জন্যে যাহারা বুঝে।
 আর আল্লাহ যিনি আসমান হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং একই
 পানি দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদ জমিন হইতে বাহির করিয়াছি, অতঃপর
 আমি উহা হইতে সবুজ ফসল বাহির করিয়াছি, অনন্তর সেই ফসল হইতে
 আমি এমন শস্যাদানা বাহির করি যাহা একে অন্যের উপর সংস্থাপিত হয়,
 আর খেজুর গাছ অর্থাৎ উহার মাথী হইতে এমন ছড়া বাহির হয় যাহা
 ফলের ভারে ঝুকিয়া থাকে। অনন্তর সেই একই পানি হইতে আঙ্গুরের
 বাগান, জয়তুন এবং আনারের গাছ সৃষ্টি করিয়াছি, যাহার ফল রং,
 আকার ও স্বাদের দিক হইতে একে অন্যের সদৃশ, আবার কতক অসাদৃশ্য,

প্রত্যেক গাছের ফলের প্রতি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখ যখন উহা
 ফলবান হয়, একেবারেই কাঁচা ও বিষাদ, অতঃপর উহার পাকিবাব
 মধ্যেও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ যে, এই সময় সমুদয় গুণাবলীতে
 পরিপূর্ণ হইয়া যায়, নিঃসন্দেহে ইয়াকীন ওয়ালাদের জন্য এইসব বস্তুর
 মধ্যে বড় নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। (আল আনআম ৯৫-৯৯)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يُفْلِلُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ☆ وَلَهُ الْكِبَرِيَّةُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ﴾ ﴿الْحاقة: ২৭-২৮﴾

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ
 তায়ালায় জন্য যিনি আসমানসমূহের প্রতিপালক এবং জমিনসমূহেরও
 প্রতিপালক এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক। আর আসমানসমূহে ও
 জমিনে সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব তাহারই জন্যে বিরাজমান। তিনি মহাপরাক্রান্ত
 এবং প্রজ্ঞাময়। (জাসিয়া ৩৬-৩৭)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
 وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُزَيِّغُ مَنْ تَشَاءُ وَتُولِي مَنْ تَشَاءُ وَيُدْخِلُ
 الْغَيْبُ إِلَيْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ☆ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ
 النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ
 الْحَيِّ وَتُزَيِّغُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿آل عمران: ২৭-২৮﴾

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ
 করিয়াছেন,—আপনি এইরূপ বলুন, হে আল্লাহ! হে সমস্ত রাজ্যের
 মালিক, আপনি রাজ্যের যতটুকু অংশ যাহাকে ইচ্ছা দান করেন। আর
 যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা ছিনাইয়া লন, আপনি যাহাকে ইচ্ছা ইচ্ছত দান
 করেন, যাহাকে ইচ্ছা অপদস্থ করিয়া দেন, সমস্ত কল্যাণ আপনারই
 অধিকারে রহিয়াছে, নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান। আপনি
 প্রবেশ করান, অর্থাৎ আপনি কোন মৌসুমে রাত্রের কিছু অংশকে দিনের
 মধ্যে প্রবেশ করান যাহাতে দিন বড় হইয়া যায়, আবার কোন মৌসুমে
 দিনের অংশকে রাত্রির মধ্যে প্রবেশ করান, ইহাতে রাত্রি বড় হইয়া যায়।
 আর আপনি সজীবকে নিজীব হইতে বাহির করেন আর নিজীবকে সজীব
 হইতে বাহির করেন, আর আপনি যাহাকে চাহেন অপরিমিত রিযিক দান

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (الأنعام: ৬০০-৬০১)

এক জায়গায় এরশাদ হইয়াছে,—আর আল্লাহ তায়ালাই নিকটে আছে সমস্ত গুপ্ত বস্তুর ভাণ্ডার, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া ঐ সকল গুপ্ত ভাণ্ডার সম্পর্কে কেহই জানে না। আর তিনি সবকিছুই অবগত আছেন যাহা কিছু স্থলে এবং সমুদ্রে রহিয়াছে, এবং গাছ হইতে কোন পাতা ঝরে না তাহার অঙ্গতসারে, আর জমিনের অন্ধকারে যে কোন বীজই পতিত হয় তিনি উহাকে জানেন এবং প্রত্যেক আর্দ্র ও শুষ্ক বস্তু পূর্ব হইতেই আল্লাহ তায়ালা নিকট লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আর সেই আল্লাহ তায়ালাই যিনি রাত্রে তোমাদেরকে নিদ্রাদান করেন এবং তোমরা দিনের বেলায় যাহা কিছু করিয়াছ তাহা জানেন। অতঃপর (আল্লাহ তায়ালাই) তোমাদেরকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করেন যেন জীবনের নির্দিষ্ট সীমা কাল পূর্ণ করা হয়। অবশেষে তাহারই দিকে তোমাদিগকে ফিরিতে হইবে, অতঃপর তোমাদেরকে ঐ সকল আমলের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিবেন যাহা তোমরা করিতে। (আল আনআম ৫৯-৬০)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَغْنِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَاللَّهُ يُغْنِيكَ وَاللَّهُ يَغْنِيكَ وَالْآرْضُ وَهُوَ يُغْنِيكَ وَاللَّهُ يُغْنِيكَ﴾ (الأنعام: ৬১)

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বেধান করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি তাহাদেরকে বলিয়া দিন, আমি কি সেই আল্লাহ তায়ালাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও নিজের সাহায্যকারী সাব্যস্ত করিব যিনি আসামানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, এবং তিনিই সকলকে আহার দান করেন, আর তাহাকে কেহ আহার প্রদান করে না। (কেমনা সেই সত্তা এই সকল প্রয়োজন হইতে পবিত্র) (আল আনআম ১৪)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (الحجر: ২১)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—আমার নিকট প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার ভরপুর রহিয়াছে। কিন্তু আমি হেকমতের সহিত প্রতিটি বস্তু এক নির্ধারিত পরিমাণে নাথিল করিতে থাকি। (হিজর ২১)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَتَخَفُونَ عِنْدَهُمْ الْغَزَا فَإِنَّ الْغَزَا لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (النساء: ১২৭)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—এই সকল (মুনাফিক) লোকেরা কি কাফেরদের নিকট সম্মান তালাশ করে? বস্তুত সমস্ত সম্মান আল্লাহ তায়ালাই অধিকারে রহিয়াছে। (নিসা ১৩৯)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَايْنِ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (النبأ: ৬০)

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—আর অনেক প্রাণী এমন রহিয়াছে যাহারা আপন রজ্জি জমা করিয়া রাখে না। আল্লাহ তায়ালাই তাহাদেরকেও তাহাদের তকদীরের রজ্জি পৌছাইয়া থাকেন এবং তোমাদিগকেও। আর তিনি সবকিছু শুনে, সবকিছু জানেন। (আল আনকাবুত ৬০)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَبَصَارَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَتَيْنِكُمْ بِهِ أَنْتُمْ تَصْرَفُونَ﴾ (الأنعام: ১১৬)

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বেধান করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি তাহাদিগকে বলুন, আচ্ছা বলত দেখি, যদি আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের বদআমলের কারণে) তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে ছিনাইয়া নেন, এবং তোমাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগাইয়া দেন (যাহাতে কোন কথা বুঝিতে না পার) তবে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কোন সত্তা এই বিশ্ব জগতে আছে কি যে তোমাদিগকে এই সমস্ত বস্তু পুনরায় ফিরাইয়া দিবে? আপনি দেখুন! আমি কিরূপে প্রমাণসমূহকে বিভিন্ন ধরনে বর্ণনা করিতেছি। তবুও তাহারা মুখ ফিরাইয়া লইতেছে। (আল আনআম ৪৬)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ [النقص: ১৮]

[৭২:১৮]

আল্লাহ তায়ালা আপন রসূল (সাঃ)কে সম্বোধন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,— আপনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা বলত দেখি, যদি আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত একাধারে রাত্রিকে তোমাদের উপর স্থায়ী করিয়া দেন, তবে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কে এমন উপাস্য আছে, যে তোমাদের জন্য আলো আনিয়া দিবে? তোমরা কি শুনিতে পাও না। আপনি তাহাদেরকে আরো জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা বলত দেখি, যদি আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত তোমাদের উপর দিনকে স্থায়ী করিয়া দেন তবে আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন কে এমন উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য রাত্রি আনিয়া দিবে? যাহাতে তোমরা উহাতে আরাম কর। তবুও কি তোমরা দেখ না? (কাসাস ৭১-৭২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ إِنْ شَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ قَيْظَلْنَ زَوَاجِدَ عَلَى ظُهُورِهِمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ أَوْ يُوبِقْهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ২৬]

[২৬:২৬]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—আর তাহার কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে সমুদ্রে ভাসমান পর্বতাকার জাহাজসমূহ। যদি তিনি চাহেন বাতাসকে স্থির করিয়া দিতে পারেন, তখন ঐ জাহাজগুলি সমুদ্রের উপরিভাগে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। নিঃসন্দেহে ইহাতে প্রত্যেক বৈরশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য (আল্লাহ তায়ালা কুদরতের উপর) নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে। অথবা যদি আল্লাহ তায়ালা চাহেন বাতাস বহাইয়া ঐ সকল জাহাজের সওয়ারীদিগকে তাহাদের মন্দ আমলের দরুন ধ্বংস করিয়া দেন। আর অনেককে তো ক্ষমাই করিয়া দেন। (শুৰা ৩২-৩৪)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا طُجِبَالُ آوِيْنَ مَعَهُ وَالْكَافِرِينَ أَتَيْنَاهُ لَعْنَةً الْحَبِيدَةِ﴾ [س: ১০]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,— এবং আমি দাউদ (আঃ)কে আমার পক্ষ হইতে বড় নেয়ামত দান করিয়াছিলাম। সুতরাং আমি পর্বতসমূহকে ছকুম দিয়াছিলাম যে, দাউদ (আঃ)এর সহিত মিলিয়া তাসবীহ আদায় কর। এবং পাখীসমূহকেও একই নির্দেশ দিয়াছিলাম। আর আমি তাহার জন্য লৌহকে মোমের মত নরম করিয়া দিয়াছিলাম। (সাবা ১০)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَفَخَصْنَا بِهُ وَبَدَّارِهِ الْآرَضِ طَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِتْنَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ طَمَا كَانَ مِنَ الْمُفْتَصِرِينَ﴾ [النقص: ৮১]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—আর আমি (কারণের দুঃকৃতির কারণে) তাহাকে তাহার অষ্টালিকা সহ জমিনে ধসাইয়া দিলাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আজাব হইতে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য কোন দলই দাঁড়াইল না। আর সে নিজেও নিজেকে রক্ষা করিতে পারে নাই। (কাসাস ৮১)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا رَحْمَةَ لِيُّ مُوسَى أَنْ أُضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ طفَانُفُلٌ لَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ৬৩]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—অতঃপর আমি মুসা (আঃ)কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, সুতরাং লাঠি দ্বারা আঘাত করিতেই সমুদ্র ফাটিয়া গেল (এবং ফাটিয়া কয়েকটি অংশে বিভক্ত হইয়া গেল যেন অনেকগুলি সড়ক তৈয়ার হইয়া গেল।) আর প্রত্যেক অংশই বিরাটকায় পর্বত সদৃশ ছিল। (শুআরা ৬৩)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَفِ بِالْيَصْبِرِ﴾ [النمر: ১০]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—এবং আমাদের নির্দেশ তো এমন যে, একবার বলিলেই চোখের পলকে পুরা হইয়া যায়। (আল কামার ৫০)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ৫৪]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—স্মরণ রাখিও, সৃষ্টি করা তাহারই কাজ আর তাহারই ছকুম কার্যকর। (আরাফ ৫৪)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ৫৯]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,— (প্রত্যেক নবী আসিয়া তাহার কওমকে একই দাওয়াত দিয়াছেন যে, আল্লাহ তায়ালাই ইবাদত কর) আর তিনি ব্যতীত কোন সত্তাই এবাদতের উপযুক্ত নহে। (আল আরাফ ৫৯)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ
يُمْدُءُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ﴾ (لقسن: ২৭)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—(ঐ পবিত্র সত্তার গুণাবলী এত অধিক যে,) সমগ্র জগতে যত বৃক্ষ রহিয়াছে, যদি উহা দ্বারা কলম তৈয়ার করা হয়, আর এই যে সমুদ্র রহিয়াছে ইহা ব্যতীত আরও এইরূপ সাতটি সমুদ্রকে ঐ সমস্ত কলমের জন্য কালিরূপে ব্যবহার করা হয় এবং অতঃপর এই কলম ও কালিসমূহ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলী লিখিতে আরম্ভ করা হয় তবে সমস্ত কলম ও কালি নিঃশেষ হইয়া যাইবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালার গুণাবলীর বর্ণনা শেষ হইবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালার প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (লোকমান ২৭)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَنْ يُبَيِّنَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: ১০১)

আল্লাহ তায়ালার রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে সম্বেদন করিয়া এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি বলিয়া দিন, আমাদের উপর যে কোন বিপদ আপদই আসিবে উহা আল্লাহ তায়ালার হুকুমেই আসিয়া থাকিবে, তিনিই আমাদের মালিক (সুতরাং ঐ বিপদের মধ্যেও আমাদের জন্য কোন কল্যাণ নিহিত থাকিবে) আর মুসলমানদের জন্য উচিত হইল যে, শুধু আল্লাহ তায়ালার উপরই ভরসা করে। (তওবা ৫১)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَرَأَى يُمَسِّكُ اللَّهُ بَصْرَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ
يُرْذَكَ يَخْبَرُ فَلَا رَأَى لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ
الْفُتُورُ الرَّحِيمُ﴾ (يونس: ১০৭)

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর আল্লাহ তায়ালার যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া উহা মোচনকারী কেহ নাই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন শাস্তি পৌছাইতে চান তবে তাহার অনুগ্রহে কোন বাধাদানকারী নাই, বরং তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন দান করেন এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমশীল, অতিশয় দয়ালু। (ইউনুস ১০৭)

হাদীস শরীফ

৮- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جَبْرِيلَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدِّثْنِي مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ غَيْرِهِ وَشِرِّهِ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ؟ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتَ. (وهو قطعة من حديث طويل) رواه أحمد ১/ ৩১৭

৭০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাহাকে বলে? নবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, ঈমানের (বিবরণ) এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি, আখেরাতের দিনের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহ তায়ালার কিতাবসমূহের প্রতি, এবং নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, মৃত্যু ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, বেহেশত, দোখ, হিসাব এবং আমলের পরিমাপের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দ্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, আমি যদি এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি তবে (কি) আমি ঈমানদার হইয়া যাইব? রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যখন তুমি এই সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে তখন তুমি ঈমানদার হইয়া গেলে। (মুসনাদে আহমাদ)

৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْغَيْثِ. (الحديث)

رواه البعاري، باب سؤال جبريل النبي ﷺ رقم: ৫০০

৭১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁহার ফেরেশতাদিগকে এবং (আখেরাতে) আল্লাহ তায়ালার সহিত মিলিত হওয়াকে এবং তাঁহার রসূলগণকে সত্য বলিয়া জানিবে ও সত্য বলিয়া মানিবে, (এবং মৃত্যুর পর) পুনরায় উদ্ভিত

হওয়াকে সত্য জ্ঞানিবে ও সত্য মানিবে। (বোখারী)

৷৳- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قِيلَ لَهُ ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ تَمَنَّيْتَ شِئْتَ. رواه أحمد وفي إسناده شهر بن حوشب وقد وثق.

مجمع الروايات ১৪২/১

৭২. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তির মৃত্যু এমতাবস্থায় আসিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার প্রতি এবং কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তাহাকে বলা হইবে যে, তুমি জামাতের আটটি দরজা হইতে যে দরজা দ্বারা ইচ্ছা হয় প্রবেশ কর।

(মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয় যাওয়ায়েদ)

৷৳- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ لِلشَّيْطَانِ لَمُةٌ بَابِنِ آدَمَ وَلِلْمَلِكِ لَمَةٌ، فَأَمَّا لَمَةُ الشَّيْطَانِ فإِبْعَادُ بِالْشَّرِّ وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَةُ الْمَلِكِ فإِبْعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ الْآخِرَى فَلْيَتَوَذَّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ الآية. رواه الترمذی

৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষের অন্তরে একপ্রকার ভাবনা শয়তানের পক্ষ হইতে উদয় হয়, আর একপ্রকার ভাবনা ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে উদয় হয়। শয়তানের পক্ষ হইতে যে ভাবনা উদয় হয় তাহা এই যে, সে মন্দ কাজের প্রতি এবং সত্যকে অস্বীকার করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। ফেরেশতাদের পক্ষ হইতে যেই ভাবনা উদয় হয় তাহা এই যে, সে নেক কাজের প্রতি এবং সত্যকে গ্রহণ করিবার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে, সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নেক কাজ ও সত্য গ্রহণের প্রতি উৎসাহ পায় তাহার বুঝা উচিত যে, ইহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে হেদায়াত স্বরূপ, আর এই অবস্থার উপর তাহার শোকার আদায় করা উচিত। আর যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে অন্য

অবস্থা (শয়তানী চিন্তাভাবনা) পায় তাহার জন্য উচিত হইল বিতাড়িত শয়তান হইতে আল্লাহ তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনে করীমের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন যাহার অর্থ হইল, শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের ভয় দেখায়, এবং গুনাহের প্রতি উৎসাহিত করে। (তিরমিযী)

৷৳- عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اجْلُؤُوا اللَّهَ يَغْفِرَ لَكُمْ. رواه أحمد/ ১৭৭

৭৪. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা আল্লাহ তায়ালার আজমত অন্তরে বসাও, তিনি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিবেন।

(মুসনাদে আহমাদ)

৷৳- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي! إِنِّي خَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُمُوا، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ أَطَعْتُهُ، فَاسْتَطِيعُونِي أَطِيعْكُمْ، يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ غَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي اكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنِّكُمْ تَخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي! إِنِّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِيَّ فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أُولَئِكَ وَآخِرَتَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتَقَى قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أُولَئِكَ وَآخِرَتَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ، كَانُوا عَلَى الْخَيْرِ قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أُولَئِكَ وَآخِرَتَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتْكُمْ، فَاثْمُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَالُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَةً، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنِّي عِبْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْطَبُ إِذَا أُذِجِلَ الْبَحْرُ، يَا

عِبَادِي! إِنَّمَا هِيَ أَخْفِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفَيْتُكُمْ بِهَا، فَمَنْ
وَجَدَ غَيْرَ فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومُنِي إِلَّا

نَفْسَهُ، رواه مسلم، باب تحريم الظلم، رقم: ১০৭২

৭৫. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ বর্ণনা করেন যে, হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর জুলুমকে হারাম করিয়াছি এবং তোমাদের মাঝেও উহা হারাম করিয়াছি। সুতরাং তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করিও না। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলে পথদ্রষ্ট, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি হেদায়েত দান করি, সুতরাং আমার নিকট হেদায়েত চাও আমি তোমাদিগকে হেদায়েত দান করিব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি আহার করাই, সুতরাং তোমরা আমার নিকট আহার চাও, আমি তোমাদিগকে আহার করাইব। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে আমি পরিধান করাই, সুতরাং তোমরা আমার নিকট বস্ত্র চাও, আমি তোমাদিগকে পরিধান করাইব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত্র-দিন গুনাহ কর, আর আমি গুনাহসমূহকে মাফ করি। সুতরাং আমার নিকট মাফ চাও আমি তোমাদিগকে মাফ করিয়া দিব।

হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার ক্ষতি করিতে চাহিলে কখনও ক্ষতি করিতে পারিবে না। আর তোমরা আমার উপকার করিতে চাহিলে কখনো উপকার করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন, সকলে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায়, যাহার অন্তরে তোমাদের সকলের চেয়ে বেশী আল্লাহ তায়ালার ভয় রহিয়াছে তবে ইহা আমার রাজত্বে একটুও বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জিন সকলে ঐ ব্যক্তির মত হইয়া যায় যে তোমাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী বদকার হয় তবে ইহা আমার রাজত্বে কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।

হে আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষ ও জীন সকলে খোলা এক ময়দানে একত্রিত হইয়া আমার কাছে চায়, আর আমি প্রত্যেককে তাহার চাহিদা অনুপাতে দান করি তবে ইহাতে আমার

ভাগ্যরসমূহে এই পরিমাণ কম হইবে যে পরিমাণ সমুদ্রে সুই ডুবাইয়া উঠাইলে সমুদ্রের পানি কম হইয়া যায়। (এই সামান্য কম হওয়া কোন ধর্তব্য বিষয় নয়, এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার ভাগ্যরসমূহেও সকলকে দেওয়ার কারণে কোনরূপ কম হয় নাই।)

হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আমলগুলিই যাহা আমি তোমাদের জন্য সংরক্ষণ করিতেছি। অতঃপর তোমাদিগকে উহার পরিপূর্ণ বদলা দান করিব। সুতরাং যে ব্যক্তি (আল্লাহর তৌফিকে) নেক আমল করে, তাহার উচিত সে যেন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে, আর যাহার দ্বারা কোন গুনাহ হইয়া যায়, সে যেন স্বীয় নফসকেই তিরস্কার করে, (কেননা নফসের প্রলোভনেই তাহার দ্বারা গুনাহ প্রকাশ পাইয়াছে)। (মুসলিম)

٤٦- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَخْمُسُ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يَتَمَّ وَلَا يَنْتَجِي
لَهُ أَنْ يَتَمَّ، يَغْفُضُ الْقَنَظَ وَيَرْفَعُهُ، يُزَقِّعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ
عَمَلِ النَّهَارِ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، جِبَابُهُ النُّورُ لَوْ
كَشَفَهُ لَأَخْرَجَتْ سُبُحَاتٍ وَجْهَهُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ، رواه

مسلم، باب في قوله عليه السلام: إن الله لا يتم... رقم: ৪৪০

৭৬. হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদিগকে ষটি কথা এরশাদ করিলেন—

(১) আল্লাহ তায়লা ঘুমান না এবং ঘুমানো তাহার মর্যাদার উপযোগীও নয়। (২) তিনি রুজি কম ও বৃদ্ধি করেন। (৩) তাহার নিকট রাত্রের আমল দিনের পূর্বে (৪) এবং দিনের আমল রাত্রের পূর্বে পৌছিয়া যায়। (৫) (তাহার এবং মাখলুকের মাঝখানে) পর্দা হইল তাহার নূর। তিনি যদি ঐ পর্দা উঠাইয়া দেন তবে আপন মাখলুকের যে পর্যন্ত তাহার দৃষ্টি যাইবে তাহার পবিত্র সত্তার নূর সব কিছুকে ভস্ম করিয়া দিবে। (মুসলিম)

٤٧- عَنْ أَبِي عُبَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ
اللَّهَ خَلَقَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقَهُ صَالِحًا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ، يَبْنُو
وَيَبْنِي الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَبْعُونَ نَوْزًا، مَا مِنْهَا مِنْ نَوْزٍ يَذْنُو مِنْهُ
إِلَّا اخْتَرَقَ، مصابيح السنة وعده من الحسن ১/৪

৭৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হইতে ইসরাফীল (আঃ)কে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন হইতে তিনি বরাবর উভয় পা বরাবর করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, তাহার এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রহিয়াছে। প্রতিটি পর্দা এইরূপ যে, ইসরাফীল যদি উহার নিকটেও যায় তবে জুলিয়া ছাঁই হইয়া যাইবে। (মাসাবীহুস সূনহ)

৮৪- عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَجِبْرَيْلَ: خَلِّ رَأَيْتَ رُكَّكَ؟ فَأَنْقَضَ جِبْرَيْلُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي بَنَيْتُ وَبَنَيْتُهُ سَبْعِينَ حِجَابًا مِنْ نُورٍ لَوْ ذَنُوتُ مِنْ بَعْضِهَا لَأَخْرَقْتُ.

مصباح السنة وعده من الحسان ৩/১

৭৮. হযরত যুরারাহ ইবনে আওফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আপন রবকে দেখিয়াছেন? ইহা শুনিয়া জিবরাঈল (আঃ) কাঁপিয়া উঠিলেন এবং আরম্ভ করিলেন, যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার এবং তাহার মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রহিয়াছে। আমি যদি কোন একটির নিকটেও যাই তবে জুলিয়া যাইব। (মাসাবীহুস সূনহ)

৮৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: اتَّفَقَ أَنْفِقُ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ مَلَأَتْ لَا يَغِيظُهَا نَفَقَةٌ، سَحَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْهُ خَلْقَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِيضْ مَا فِي يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَيَبْدُو الْمِيزَانَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ. رواه البخارى، باب قوله وكان عرشه على الماء،

১৭৮১:রুম

৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, তুমি খরচ কর, আমি তোমাকে দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা হাত অর্থাৎ তাহার ভাণ্ডার ভরপুর রহিয়াছে। রাজ্য দিনের অনবরত খরচ সেই

ভাণ্ডারকে কমাতে পারে না। তোমরা কি দেখ না যে, যখন হইতে আল্লাহ তায়ালা আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারও পূর্বে যখন তাহার আরশ পানির উপর ছিল, কত খরচ করিয়াছেন! (এতদসত্ত্বেও) তাহার ভাণ্ডারে কোন কম হয় নাই। তাকদীরের ভাল-মন্দ, ফয়সালার দাড়িপাল্লা তাহারই হাতে রহিয়াছে। (বোখারী)

৮০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَتَيْنَ مُلُوكَ الْأَرْضِ؟ رواه البخارى، باب قول الله تعالى ملك الناس،

৭৮১:রুম

৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন জমিনকে আপন মুষ্টিতে ধারণ করিবেন, এবং আসমানকে আপন ডান হাতে পেঁচাইয়া লইবেন, অতঃপর বলিবেন, আমিই বাদশাহ! জমিনের বাদশাহরা কোথায়? (বোখারী)

৮১- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمِعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، أَكْبَدَ السَّمَاءُ وَخُقَّ لَهَا أَنْ تَبِطَ مَا فِيهَا مَوْجِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَمَلَكَ وَاجِعَ خَبْئَتِهِ لِلَّهِ سَاجِدًا، وَاللَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَصَحَّحْتُمْ قَلِيلًا وَلَكَيْتُمْ كَخَيْرَاءِ، وَمَا تَلَدُّنْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، وَلَخَرَّخْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ تَجَارُؤُنَ إِلَى اللَّهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً تَغْضُدُ. رواه الترمذى وقال: هذا

حدث حسن غريب، باب ما جاء في قول النبي ﷺ لو تعلمون ৭৮১:রুম

৮১. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি ঐ সমস্ত বস্তু দেখি যাহা তোমরা দেখ না, এবং আমি ঐ সমস্ত কথা শুনি যাহা তোমরা শোন না। আসমান (আল্লাহ তায়ালা এর আজমত ও বড়ত্বের ভারে) মড় মড় করিয়া আওয়াজ করে, (যেমন খাট পালং ইত্যাদি ভারি জিনিসের কারণে আওয়াজ করে) আর আসমানের জন্য মড় মড় করাই উচিত। উহাতে চার আঙ্গুল পরিমাণও কোন জায়গা খালি নাই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আপন কপাল আল্লাহ তায়ালা নামে সিদ্ধদায় ফেলিয়া রাখে নাই।

আল্লাহর কসম! যদি তোমরা জানিতে যাহা আমি জানি, তবে কম হাসিতে ও বেশী কাদিতে এবং বিছানায় স্বপ্নীদের সহিত আনন্দ উপভোগ করিতে না। আর আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করিতে করিতে (জঙ্গলের) পথে বাহির হইয়া যাইতে। হায় আমি যদি একটি গাছ হইতাম, যাহা (মূল হইতে) কাটিয়া ফেলা হইত। (তিরমিযী)

۸۲- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِلَّهِ

بِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً غَيْرَ وَاحِدَةٍ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْفَاعِلُ الْقَهَّارُ الرَّؤُوفُ الْكَافُّ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْغَالِظُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّيِّعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْقَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ الْغَفُورُ الشُّكُورُ الْغَلِي الْكَبِيرُ الْخَفِيفُ الْمُؤَيَّتُ الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّؤُفُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاقِ الشَّهِيدُ الْحَقُّ الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَعِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُخْصِي الْمُبْدِئُ الْمُعِذُّ الْمُخْصِي الْمُبِيتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْوَاحِدُ الْمَجْدُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُتَعَالَى الْبَرُّ الرَّؤُفُ الْمَنَّانُ الْغَفُورُ الرَّؤُفُ الْمَالِكُ الْمَلِكُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْمَنَّعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النَّوَّازِ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِ الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث غريب، باب حديث في أسماء الله.....

৩০৭-৩০৮

৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ভালভাবে উহা মুখস্থ করিবে সে জাহাতে প্রবেশ করিবে। তিনি আল্লাহ যিনি ব্যতীত কোন মালিক ও মা'বুদ নাই। (তাহার নিরানব্বইটি গুণবাচক নাম এই)

১. الرَّحْمَنُ পরম দয়ালু।
২. الرَّحِيمُ অতি মেহেরবান।
৩. الْمَلِكُ প্রকৃত বাদশাহ।
৪. الْقُدُّوسُ সর্বপ্রকার দোষ হইতে পবিত্র।
৫. السَّلَامُ সকল প্রকার বিপদ হইতে নিরাপত্তা দানকারী।
৬. الْمُؤْمِنُ নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী।
৭. الْمُهِيمُ পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী।
৮. الْعَزِيزُ সকলের উপর ক্ষমতাবান।
৯. الْجَبَّارُ বিকৃতির সংস্কারক।
১০. الْمُتَكَبِّرُ নিরঙ্কুশ বড়ত্বের অধিকারী। সুমহান।
১১. الْخَالِقُ স্রষ্টা।
১২. الْبَارِئ ঠিক ঠিক সৃষ্টিকারী।
১৩. الْمُصَوِّر আকৃতি সৃষ্টিকারী।
১৪. الْقَهَّار পরম ক্ষমাশীল।
১৫. الرَّؤُوف সকলকে নিজের আয়ত্তে ধারণকারী।
১৬. الْكَافُّ সবকিছু দানকারী।
১৭. الرَّؤُوف মহান রিযিকদাতা।
১৮. الْكَافُّ সকলের জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্তকারী।
১৯. الْقَابِض সর্ববিষয়ে অবগত।
২০. الْبَاسِط সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী।
২১. الْغَالِظ প্রশস্ততা দানকারী।
২২. الرَّافِع অবনতকারী।
২৩. الْمُعِز উন্নতকারী।
২৪. الْمُدِل মর্যাদা দানকারী।

২৫. **الْمُذِلُّ** যিহ্নত দানকারী।
 ২৬. **السَّمِيعُ** সর্ববিষয় শ্রবণকারী।
 ২৭. **الْبَصِيرُ** সর্ববিষয় দর্শনকারী।
 ২৮. **الْحَكَمُ** অটল ফায়সালাকারী।
 ২৯. **الْمُذِلُّ** পূর্ণ ইনসায়ফকারী।
 ৩০. **اللطيفُ** গোপন বিষয় অবগত।
 ৩১. **الْغَيُّورُ** সর্ববিষয় অবগত।
 ৩২. **الْحَلِيمُ** অতি ধৈর্যশীল।
 ৩৩. **الْعَظِيمُ** অতি মর্যাদার অধিকারী।
 ৩৪. **الْقَوُّرُ** অতি ক্ষমাশীল।
 ৩৫. **الشُّكُورُ** গুণগ্রাহী (অপ্পের বিনিময়ে অধিক দানকারী)
 ৩৬. **الْعَلِيُّ** উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।
 ৩৭. **الْكَبِيرُ** সুমহান।
 ৩৮. **الْحَفِيفُ** হেফাজতকারী।
 ৩৯. **الْمُقِيتُ** সকলকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ দানকারী।
 ৪০. **الْحَسِيبُ** সকলের জন্য যথেষ্ট।
 ৪১. **الْحَلِيلُ** পরম মর্যাদার অধিকারী।
 ৪২. **الْكَرِيمُ** বিনা প্রার্থনায় দানকারী।
 ৪৩. **الرَّقِيبُ** তত্ত্বাবধানকারী।
 ৪৪. **الْمُجِيبُ** কবুলকারী।
 ৪৫. **الْوَاسِعُ** সর্বব্যাপী।
 ৪৬. **الْحَكِيمُ** প্রজ্ঞাময়।
 ৪৭. **الْوَدُودُ** স্বীয় বান্দাদের প্রতি সদয়।
 ৪৮. **الْمَجِيدُ** সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী।

৪৯. **الْبَاعِثُ** জীবন দান করিয়া কবর হইতে পুনরুত্থানকারী।
 ৫০. **الشَّهِيدُ** এমন উপস্থিত যিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন।
 ৫১. **الْحَقُّ** আপন সকল গুণাবলীর সহিত বিদ্যমান।
 ৫২. **الْوَكِيلُ** কর্ম সম্পাদনকারী।
 ৫৩. **الْقَوِيُّ** মহাশক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।
 ৫৪. **الْمَنِينُ** সুদৃঢ়।
 ৫৫. **الْوَلِيُّ** অভিভাবক ও সাহায্যকারী।
 ৫৬. **الْحَمِيدُ** প্রশংসার উপযুক্ত।
 ৫৭. **الْمُنْعَمِيُّ** সমস্ত সৃষ্টির সর্ববিষয় অবগত।
 ৫৮. **الْمُنْدِي** প্রথমবার সৃষ্টিকারী।
 ৫৯. **الْمُعِيدُ** পুনরায় সৃষ্টিকারী।
 ৬০. **الْمُنْعِي** জীবন দানকারী।
 ৬১. **الْمُبِيتُ** মৃত্যু দানকারী।
 ৬২. **الْعَمِيُّ** চিরঞ্জীব।
 ৬৩. **الْقَيُّومُ** সকলের ধারক ও সংরক্ষণকারী।
 ৬৪. **الْوَاكِدُ** অফুরন্ত ভাণ্ডারের মালিক অর্থাৎ সবকিছু তাহার ভাণ্ডারে রহিয়াছে।
 ৬৫. **الْمَاجِدُ** বড়ত্বের অধিকারী।
 ৬৬. **الْوَّاحِدُ** এক।
 ৬৭. **الْأَخَدُ** একক।
 ৬৮. **الضَّمَدُ** কাহারো মুখাপেক্ষী নন সকলে তাঁহার মুখাপেক্ষী।
 ৬৯. **الْقَادِرُ** অসীম শক্তির অধিকারী।
 ৭০. **الْمُقْتَدِرُ** সকলের উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।
 ৭১. **الْمُقَدِّمُ** আগে বাড়াইতে ওয়ালা।

৭২. **الْمُوْخِرُ** পিছে হটানেওয়ালা।
 ৭৩. **الْأَوَّلُ** সবকিছুর পূর্বে।
 ৭৪. **الْآخِرُ** সবকিছুর পরে অর্থাৎ যখন কেহ ছিল না, কিছু ছিল না, তখনও তিনি বিদ্যমান ছিলেন এবং যখন কেহ থাকিবে না, কিছু থাকিবে না তিনি তখন এবং তাহার পরেও বিদ্যমান থাকিবেন।
 ৭৫. **الظَّاهِرُ** সম্পূর্ণ প্রকাশিত, অর্থাৎ প্রমাণের আলোকে তাহার অস্তিত্ব সুপ্রকাশিত।
 ৭৬. **الْبَاطِنُ** দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য।
 ৭৭. **الْوَالِي** সকল কিছুর অভিভাবক।
 ৭৮. **الْمُنْعَالِي** সৃষ্টির গুণাবলী হইতে উর্ধ্বে।
 ৭৯. **الْبَرُّ** বড় অনুগ্রহকারী।
 ৮০. **التَّوْبُ** তওবার তৌফিক দানকারী এবং তওবা কবুলকারী।
 ৮১. **الْمُنْقِمُ** অপরাধীদের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।
 ৮২. **الْمَقُورُ** অত্যধিক ক্ষমা দানকারী।
 ৮৩. **الرَّزُوفُ** অত্যন্ত স্নেহশীল।
 ৮৪. **مَالِكُ الْمَلِكِ** সমগ্র জগতের বাদশাহ।
 ৮৫. **دَوْرُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** মর্যাদা ও মহিমার অধিকারী, নেয়ামত ও সম্মান দানকারী।
 ৮৬. **الْمُقِيطُ** হকদারের হক আদায়কারী।
 ৮৭. **الْحَاجِمُ** সমস্ত সৃষ্টিকে কেয়ামতের দিন একত্রকারী।
 ৮৮. **الْفَنِيُّ** স্বয়ং সম্পূর্ণ। তাঁহার কাহারো নিকট কোন প্রয়োজন নাই।
 ৮৯. **الْمُنْعِي** আপন দান দ্বারা বান্দাদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দানকারী।
 ৯০. **الْمَانِعُ** বাধা দানকারী।

৯১. **الضَّارُّ** (আপন কৌশল ও ইচ্ছাধীন) ক্ষতিসাধনকারী।
 ৯২. **الْثَّافِعُ** লাভ দানকারী।
 ৯৩. **النُّورُ** সম্পূর্ণ নূর ও নূর দানকারী।
 ৯৪. **النَّهَادِي** সরল পথ প্রদর্শনকারী ও উহার উপর পরিচালনাকারী।
 ৯৫. **النَّبِيْعُ** নমুনা ছাড়া সৃষ্টিকারী।
 ৯৬. **النَّبَاقِي** চির অবিনশ্বর (যিনি কখনও ধ্বংস হইবেন না)।
 ৯৭. **النَّوَارُ** সবকিছু ধ্বংস হইবার পর বিদ্যমান।
 ৯৮. **الرَّشِيْدُ** হেদায়েত ও হেকমতের অধিকারী (যাহার প্রতিটি কাজ ও সিদ্ধান্ত সঠিক)।
 ৯৯. **الضُّوْرُ** অত্যধিক ধৈর্যধারণকারী (বান্দাদের বড় হইতে বড় নাফরমানী দেখিয়াও তাৎক্ষণিক আজাব পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দেন না।) (তিরমিযী)
 ফায়দা : কুরআনে করীম ও অন্যান্য রেওয়াযাতে আল্লাহ তায়ালা অনেক নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হইতে এই হাদীসে নিরানব্বইটি নাম বর্ণিত হইয়াছে। (মাযাহেরে হক)
 ৯৮- عَنْ أَبِي نَبِيٍّ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: **يَا مُحَمَّدُ! انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا**
 أَحَدٌ. رواه أحمد/ ১২৫

৮৩. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিল, হে মোহাম্মাদ! আমাদিগকে আপনার পরওয়ার দিগারের বংশ পরিচয় বলুন, তখন আল্লাহ তায়ালা এই সূরা (সূরায়ে এখলাস) নাযিল করিলেন।
 যাহার তরজমা হইল : আপনি বলুন যে তিনি—অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা এক, আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী, তাঁহার সন্তান নাই, এবং তিনি কাহারো সন্তান নহেন এবং কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে।

৪৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: رَفَعَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: كَتَبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَخَفَعَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، أَمَا تَكُونُ إِثْنًا أَنْ يَقُولَ: إِنِّي لَنْ أَغْنِيَهُ كَمَا بَدَأَهُ، وَأَمَا خَشَعَهُ إِثْنًا أَنْ يَقُولَ: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَأَنَا الصُّمْدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْوًا أَحَدٌ. رواه البخاري، باب قوله الله الصمد.

১৭০:রুম

৮৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ মূবারক বর্ণনা করেন, আদমের সন্তান আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে, অথচ ইহা তাহার জন্য উচিত ছিল না। এবং আমাকে গালি দিয়াছে অথচ তাহার ইহার অধিকার ছিল না। আমাকে তাহারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা এই যে, সে বলে আমি তাহাকে পুনরায় জীবিত করিতে পারিব না, যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আর তাহার গালাগাল দেওয়া এই যে, সে বলে আমি কাহাকেও নিজের ছেলে বানাইয়া লইয়াছি। অথচ আমি অমুখাপেক্ষী, আমার কোন সন্তান নাই, আমি কাহারো সন্তান নই এবং কেহ আমার সমকক্ষ নহে। (বোখারী)

৪৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا: خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ؟ فَيَا، قَالُوا ذَلِكَ فَقَرَأُوا: اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ، ثُمَّ لِيَنْفُلَ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلِيَسْتَعِذَّ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. رواه أبو داود، مشكوة المصابيح، ৭০:রুম

৮৫. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, লোকেরা সর্বদা (আল্লাহ তায়ালায় সত্তা সম্পর্কে) একে অপরকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিবে, অবশেষে বলা হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করিয়াছেন, (কিন্তু) আল্লাহ তায়ালাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে (নাউযবিলাহ)? যখন লোকেরা এই কথা বলিবে, (তখন তোমরা এই কালেমাসমূহ বলিও—

اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ

তরজমা : আল্লাহ তায়ালা এক, আল্লাহ তায়ালা কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন, সকলে তাহার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তায়ালায় না কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কাহারো হইতে সৃষ্টি হইয়াছেন। আর না কেহ আল্লাহ তায়ালায় সমকক্ষ আছে। অতঃপর নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালায় নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে পানাহ চাহিবে। (আবু দাউদ, মিশকাত)

৪৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يُؤَذِّنُنِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الذُّفْرَ وَأَنَا الذُّفْرُ، يَبْدِي الْآثَرَ، أَفَلَيْبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. رواه البخاري، باب قول الله تعالى يرمون ان يملوا كلام الله.

৭৯১:রুম

৮৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসীতে আপন রবের এই এরশাদ মোবারক বর্ণনা করেন, আদমের সন্তান আমাকে কষ্ট দিতে চায়, যামানাকে গালি দেয়, অথচ যামানা (কিছুই নহে যামানা তো) স্বয়ং আমিহি, (যামানার) সমস্ত বিষয়ই আমার নিয়ন্ত্রণে। যেমন ইচ্ছা হয় রাত্র দিনকে আবর্তন করি। (বোখারী)

৪৯- عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا أَحَدٌ أَضْيَرَّ عَلَى أَدَى سَمْعِهِ مِنَ اللَّهِ، يَدْعُو لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يَغْفِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. رواه البخاري، باب قول الله تعالى أن الله هو الرزاق.....

৭৩৮:রুম

৮৭. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কষ্টদায়ক কথা শুনিয়া আল্লাহ তায়ালায় চেয়ে অধিক ধৈর্য ধারণকারী কেহ নাই। মূশরিকরা তাহার জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে তারপরও তিনি তাহাদিগকে নিরাপত্তা দান করেন ও রিযিক দান করেন। (বোখারী)

৪৯- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْلُ الْفَرَسِ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي. رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالى..... ৭৭৭:রুম

৮৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা মাখলুককে সৃষ্টি করিলেন, তখন লৌহে মাহফুজে ইহা লিখিয়া দিলেন, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রধান্য লাভ করিয়াছে। এই লেখা আল্লাহ তায়ালায় সম্প্রদায়ের উপর মওজুদ রহিয়াছে।

(মুসলিম)

৪৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْنَةِ، مَا طَعِبَ بِجَنَّتِهِ أَحَدًا، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَبِطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدًا. رواه مسلم.

বাব فی سعة رحمة الله تعالى ১০০০: ৬৭৭৭

৮৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালায় নিকট নাফরমানদের জন্য যে শাস্তি রহিয়াছে মুমিন বান্দা যদি তাহা সঠিকরূপে জানিত তবে কেহই তাহার জাম্বাতের আশা করিত না। আর আল্লাহ তায়ালায় নিকট যেই রহমত রহিয়াছে কাফের যদি উহা সঠিকরূপে জানিত তবে তাহার জাম্বাত হইতে কেহই নিরাশ হইত না।

(মুসলিম)

৭০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنْ لِلَّهِ مَائَةٌ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَالْهَيَاثِمِ وَالْهَوَامِّ، فِيهَا يَتَطَفَّرُونَ، وَبِهَا يَتَرَأَّحُونَ، وَبِهَا تَقْطِفُ الْوُحُشُ عَلَى وَلَدَيْهَا، وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم.

১০০০: ৬৭৭৭

৭০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালায় নিকট একশত রহমত রহিয়াছে, তিনি উহা হইতে একটি রহমত জিন, ইনসান, জীবজন্তু, পোকামাকড়ের মধ্যে অবতীর্ণ করিয়াছেন। সেই একটি অংশের কারণে তাহারা একে অন্যের প্রতি মায়ামত্তা ও দয়া করে, উহারই কারণে হিংস্র পশু আপন সন্তানকে মায়া করে। আর আল্লাহ তায়ালা নিরানবইটি রহমতকে কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়াছেন যে, উহা দ্বারা

৬৭৭৭: ১০০০

৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালায় নিকট একশত রহমত রহিয়াছে, তিনি উহা হইতে একটি রহমত জিন, ইনসান, জীবজন্তু, পোকামাকড়ের মধ্যে অবতীর্ণ করিয়াছেন। সেই একটি অংশের কারণে তাহারা একে অন্যের প্রতি মায়ামত্তা ও দয়া করে, উহারই কারণে হিংস্র পশু আপন সন্তানকে মায়া করে। আর আল্লাহ তায়ালা নিরানবইটি রহমতকে কেয়ামতের দিনের জন্য রাখিয়াছেন যে, উহা দ্বারা

আপন বান্দাদের প্রতি দয়া করিবেন। এক রেওয়াজাতে আছে, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন নিজের সেই নিরানবইটি রহমতকে এই দুনিয়াবী রহমতের সহিত মিলাইয়া পূর্ণতা দান করিবেন। (অতঃপর একশটি রহমত দ্বারা আপন বান্দাদের উপর দয়া করিবেন।) (মুসলিম)

৭১- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُبِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَسْبِي، فَبَدَا امْرَأَةً مِنَ السَّيِّئَاتِ، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّيِّئِ، أَخَذَتْهُ فَالْصَّقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَتَرَوْنَ هَذِهِ امْرَأَةً طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ! وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِلَّهِ أَزَحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا. رواه مسلم.

১০০০: ৬৭৭৭

৯১. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কয়েকজন কয়েদীকে আনা হইল। তাহাদের মধ্যে একটি মেয়েলোককে দেখিলেন যে তাহার সন্তানকে তালাশ করিয়া বেড়াইতেছে। যখন সে তাহার সন্তানকে পাইল অমনি তাহাকে উঠাইয়া আপন পেটের সহিত জড়াইয়া লইল এবং দুধপান করাইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের কি ধারণা এই মেয়েলোকটি কি তাহার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করিতে পারে? আমরা আরজ করিলাম আল্লাহর কসম, পারে না। বিশেষতঃ যখন সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ না করিবার তাহার ক্ষমতা থাকে (এবং কোন অপারগতা না থাকে)। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, এই মেয়েলোক আপন সন্তানকে যে পরিমাণ দয়া ও মায়া করে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদেরকে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী দয়া ও মায়া করেন। (মুসলিম)

৭২- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ وَقَفْنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَغْرَابِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمَحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. قُلْنَا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ لِلْأَغْرَابِي: لَقَدْ حَجَرْتُ وَاسِعًا يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ. رواه البخاري.

১০০০: ৬৭৭৭

بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَاتِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَفْطَانُ، فَقَالُوا: فَالِدَارُ: الْجَنَّةُ
وَالدَّاعِي: مُحَمَّدٌ ﷺ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
وَمَنْ غَضَىٰ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ غَضَىٰ اللَّهَ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ فَوْقَ بَيْنِ
النَّاسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، بَابُ الْإِقْدَادِ بِسَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَقْمٌ: ٧٢٨١

৯৪. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, কয়েকজন ফেরেশতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন যখন তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ফেরেশতাগণ পরস্পর বলিলেন, তিনি ঘুমাইয়া আছেন। এক ফেরেশতা বলিলেন, চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর জাগ্রত আছে। পুনরায় পরস্পর বলিতে লাগিলেন, তোমাদের এই সাহী (মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, উহা তাহার সম্মুখে বর্ণনা কর। অন্যান্য ফেরেশতাগণ বলিলেন, তিনি তো ঘুমাইতেছেন, (সুতরাং বর্ণনা করিয়া লি লাভ?) তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিল, নিঃসন্দেহে চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর তো জাগ্রত আছে। অতঃপর ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি ঘর বানাইল এবং উহাতে দাওয়াতের আয়োজন করিল, অতঃপর লোকদেরকে ডাকিবার জন্যে একজন মানুষ পাঠাইল, যে ব্যক্তি আহবানকারীর কথা মানিল সে ঘরে প্রবেশ করিবে এবং খানাও খাইবে। আর যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর কথা মানিল না সে ঘরে প্রবেশ করিবে না খানাও খাইবে না। ইহা শুনিয়া ফেরেশতাগণ পরস্পর বলিলেন, এই দৃষ্টান্তটি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা কর যাহাতে তিনি বুঝিতে পারেন। জৈনিক ফেরেশতা বলিলেন, তিনি তো ঘুমাইতেছেন। (উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়া কি লাভ?) অন্যান্যরা বলিলেন, চক্ষু ঘুমাইতেছে কিন্তু অন্তর তো জাগ্রত আছে। অতঃপর বলিতে লাগিলেন, সেই ঘর হইল জামাত (যাহা আল্লাহ তায়ালা বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে বিভিন্ন রকমের নেয়ামতসমূহ রাখিয়া দাওয়াতের আয়োজন করিয়াছেন,) আর (সেই জামাতের দিকে) আহবানকারী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে ব্যক্তি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করিল সে আল্লাহ তায়ালা আনুগত্য করিল (সুতরাং সে জামাতে দাখেল হইবে এবং সেখানকার নেয়ামতসমূহ লাভ করিবে) আর যে ব্যক্তি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিল সে আল্লাহ তায়ালায় নাফরমানী করিল

٩٣- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِمَا جِئْتُمْ هَذَا مَثَلًا، قَالَ: فَأَضْرِبُوا لِي مَثَلًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَادِيَةً وَبَنَعَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمَادِيَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادِيَةِ، فَقَالُوا: أَوَلَوْ هَا لَمْ يَفْقَهْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ

(সুতরাং সে জালালের নেয়ামতসমূহ হইতে বঞ্চিত থাকিবে।) মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে দুই প্রকারে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন (আনুগত্যকারী ও অবাধ্য)। (বোখারী)

ফায়দা : ইহা নবীগণের বৈশিষ্ট্য যে, তাহাদের ঘুম সাধারণ মানুষের ঘুম হইতে ভিন্ন রকমের হয়। সাধারণ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ বেষবর থাকে, অপরদিকে নবীগণ ঘুমন্ত অবস্থায়ও সম্পূর্ণ বেষবর হন না। তাহাদের ঘুমের সম্পর্ক শুধু চক্ষুর সহিত থাকে, অন্তর ঘুমন্ত অবস্থায় ও আল্লাহ তায়ালার সন্তার দিকে মনোযোগী থাকে। (বাযলুল মাজহদ)

-৭৫

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا مِثْلِي وَمِثْلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ كَمِثْلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمُ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنِّشَ بَعِثْنِي، وَإِنِّي أَنَا الذِّبِيرُ الْغَرْبَانِ، فَالْجَنَّةُ، فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَذْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِكِهِمْ فَتَجَاوَزُوا، وَكَذَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَنِّشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَأَحَهُمْ، فَذَلِكَ مِثْلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمِثْلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، بَابُ الْإِقْدَاعِ بِسَنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَقْمٌ: ٧٢٨٢

৯৫. হযরত আবু মুসা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার এবং যে নবী দিয়া আল্লাহ তায়ালার আমাকে পাঠাইয়াছেন উহার উদাহরণ হইল ঐ ব্যক্তি ন্যায় যে নিজের কওমের নিকট আসিয়া বলিল, হে আমার কওম! আমি স্বচক্ষে শত্রুবাহিনী দেখিয়াছি, এবং আমি একজন সত্য ভয়প্রদর্শনকারী, সুতরাং বাঁচার চিন্তা কর। ইহাতে তাহার কওমের কিছু লোকেরা তো তাহার কথা মানিল, এবং ধীরে ধীরে রাত্রিতেই রওয়ানা হইয়া গেল এবং শত্রুর হাত হইতে বাঁচিয়া গেল। কিছু লোকেরা তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল এবং সকাল পর্যন্ত নিজেদের ঘরে থাকিয়া গেল। সকাল হইতেই শত্রুবাহিনী তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিল। ইহাই ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার কথা মানিল এবং আমার আনিত দ্বীনের অনুসরণ করিল (সে বাঁচিয়া গেল) এবং ইহাই ঐ ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার কথা মানিল না এবং আমার আনিত দ্বীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিল (সে ধ্বংস হইয়া গেল)। (বোখারী)

ফায়দা : যেহেতু আরবদের মধ্যে ভোরে ভোরে হামলা করার প্রচলন ছিল, এইজন্য দূশমনের হামলা হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য রাতেই সফর করা হইত।

-৭৬

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي مَرَزْتُ بِأَخٍ لِي مِنْ قُرَيْظَةَ فَكُتِبَ لِي جَوَامِعُ مِنَ الزَّوَادِ، أَلَا أُغْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَقَرَّرَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْتُ أَبِي نَابِثٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا تَرَى مَا يَوْجُو رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَسُولًا، قَالَ: فَسَرَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَصْبَحَ فِيكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَقِيْقٌ مِنَ الْأَمَمِ وَأَنَا حَقِيْقٌكُمْ مِنَ السَّيِّئِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ: ٦٦٥/٤

৯৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সাবতে (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ইবনে খাতাব (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি বনু কোরায়যা গোত্রীয় আমার এক ভাইয়ের নিকট দিয়া গেলাম সে (আমার উপকারার্থে) তাওরাত হইতে কিছু সারণর্ভ কথা লিখিয়া দিয়াছে। অনুমতি হইলে আপনার সম্মুখে পেশ করিব? হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের রং পরিবর্তন হইয়া গেল। আমি বলিলাম, ওমর! আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে অসন্তুষ্টির ভাব লক্ষ্য করিতেছেন না? হযরত ওমর (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং আরজ করিলেন, আমরা আল্লাহ তায়ালাকে রব, ইসলামকে দ্বীন ও মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে মানিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা হইতে অসন্তুষ্টির ভাব দূর হইল এবং এরশাদ করিলেন, ঐ সন্তার কসম, যাহার হাতে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ, যদি মুসা (আঃ) তোমাদের মধ্যে থাকিতেন আর তোমরা আমাকে ছাড়িয়া তাহার অনুসরণ করিতে তবে নিঃসন্দেহে তোমরা গোমরাহ হইয়া যাইতে। সকল উম্মতের মধ্য হইতে তোমরা

আমার অংশে আসিয়াছে, সকল নবীদের মধ্য হইতে আমি তোমাদের অংশে আসিয়াছি। (সুতরাং আমারই অনুসরণের মধ্যে তোমাদের সফলতা রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ))

৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: كُلُّ أُنْثَى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. رواه البخاري، باب

الإتقاء بسن رسول الله ﷺ، رقم: ৩৮০

৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার সকল উম্মত জামাতে যাইবে, ঐ সমস্ত লোক ব্যতীত যাহারা অস্বীকার করিবে। সাহাবা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (জামাতে যাইতে) কে অস্বীকার করিতে পারে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করিল সে জামাতে দাখেল হইল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করিল অবশ্যই সে জামাতে যাইতে অস্বীকার করিল। (বোখারী)

৭৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَفْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. رواه

البغوي في شرح السنة ১/২১৩, قال النووي: حديث صحيح، رواه في كتاب

الحجة بإسناد صحيح، جامع العلوم والحكم ص ৩৬৪

৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ঐ পর্যন্ত (পূর্ণ) ঈমানদার হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মনের খাহেশসমূহ আমার আনিত দ্বীনের অধীন না হইয়া যাইবে।

(শারহুস সুন্নাহ)

৭৭- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا بُنَيُّ إِنْ قَدَّرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتَمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ عِشْرٌ لِأَخِيكَ فَاغْلُظْ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيُّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَخْبَأَ سُنَّتِي فَقَدْ أَخْبَأَ وَفِي سُنَّتِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث

حسن غير مبني، باب ما جاء في الأخذ بالسنة ১.০০০, رقم: ৩৬৮৮

৯৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করিয়াছেন, হে আমার পুত্র! যদি তুমি সকাল সন্ধ্যা (সবসময়) নিজের অন্তরের অবস্থা এইরূপ করিতে পার যে, তোমার অন্তর কাহারো ব্যাপারে সামান্য পরিমাণও কলিমায়ুক্ত হয় না, তবে অবশ্যই এইরূপ করিও। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, হে আমার পুত্র, ইহা আমার সুমতের অন্তর্ভুক্ত, এবং যে ব্যক্তি আমার সুমতকে জিন্দা করিল সে আমাকে ভালবাসিল, আর যে আমাকে ভালবাসিল সে আমার সঙ্গে জামাতে থাকিবে। (তিরমিযী)

১০০- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُيْهَا فَقَالُوا: وَإَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَلَنَا أَصْلَى اللَّيْلِ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَغْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ إِلَهُ وَأَتَقَاتُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصْلَى وَأَرْفَعُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. رواه البخاري، باب الترغيب في السكاح، رقم: ৫০৬৩

১০০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁহার বিবিগণের নিকট আসিলেন। যখন তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের অবস্থা জানানো হইল, তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতকে কম মনে করিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত আমাদের তুলনা হইতে পারে? আল্লাহ তায়ালা তাহার সামনের পিছনের সকল গুনাহ (যদি হইয়াও থাকে) মাফ করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিলেন, আমি সর্বদা সারারাত্রি নামায পড়িব। দ্বিতীয় জন বলিলেন, আমি সর্বদা রোযা রাখিব এবং কখনও বাদ দিব না। তৃতীয় জন বলিলেন, আমি স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে দূরে থাকিব, কখনও বিবাহ করিব না। (তাহাদের পরস্পরের

মধ্যে এরূপ কথাবার্তা হইতেছিল। এমন সময়) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি এই সমস্ত কথা বলিয়াছ? মনোযোগ সহকারে শুন, আল্লাহ তায়ালার কসম! আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি এবং তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেজগারী অবলম্বন করি। কিন্তু আমি রোযা রাখি, আবার রাখিও না, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই, এবং বিবাহও করি (ইহাই আমার তরীকা সুতরাং) যে আমার তরীকা হইতে মুখ ফিরাইয়াছে সে আমার দলভুক্ত নয়। (বোখারী)

১০১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فُسَادٍ أَمْنِيَّ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ. رواه الطبرانی بإسناد لا بأس به.

গ্রন্থ: ৮০/১

১০১. হযরত আবু হোরাযরা (রাযিঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, আমার উম্মতের ফেৎনা ফাসাদের যামানায় যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে সে শহীদের সওয়াব পাইবে। (তবরানী, তারগীব)

১০২- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِنَّ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ

نَبِيِّهِ. رواه الإمام مالك في الموطأ، النهي عن القول في الغدر ٧٠٢

১০২. হযরত মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়াজাত পৌছিয়াছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদের নিকট দুইটি জিনিস রাখিয়া গিয়াছি, যতদূর তোমরা উহাকে মজবুতভাবে ধরিয়া রাখিবে কখনও গোমরাহ হইবে না। উহা হইল আল্লাহ তায়ালার কিতাব এবং তাহার রাসুলের সুনাত। (মোযান্না ইমাম মালেক)

১০৩- عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مَوْعِظَةٌ فِيمَاذَا تَعْهَدُ إِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَوْصِيَكُم بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنَّ عَبْدَ حَبِشِي، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا،

وَأَيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا صَلَافَةٌ فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بَسْتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّدِينَ، عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. رواه الترمذی، وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في الأخذ

بالسنة، الجامع الترمذی ৫২/২ طبع فاروقی كُتب حانه، ملتان

১০৩. হযরত ইবরায ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামাযের পর আমাদেরকে এইরূপ মর্মস্পর্শী নসীহত করিলেন যে, চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইল, এবং অন্তরে ভয় পয়দা হইয়া গেল, এক ব্যক্তি আরজ করিল ইহা তো বিদায়ী ব্যক্তির নসীহত মনে হইতেছে। সুতরাং আপনি আমাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি অসিয়ত করিতেছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাকার এবং (আমীরের কথা) শুনার ও মানার অসীযত করিতেছি, যদিও সেই আমীর হাবশী গোলাম হয়। তোমাদের মধ্য হইতে যে ব্যক্তি আমার পর জীবিত থাকিবে সে বহু মতবিরোধ দেখিতে পাইবে। তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন নতুন জিনিস সৃষ্টি করা হইতে বাঁচিও। কেননা প্রত্যেক নতুন জিনিস গোমরাহী। সুতরাং তোমরা যদি সেই যামানার পাও তবে আমার এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায় রাশেদীনদের সুমতকে মজবুতভাবে ধরিয়া থাকিও। (তিরমিযী)

১০৪- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَغْمِذُ أَحَدُكُمْ إِلَى حُمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَيَقِيلُ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذْ خَاتَمَكَ اتَّقِ بِهِ، قَالَ: لَا، وَاللَّهِ! لَا أَخْذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. رواه مسلم، باب تحريم حاتم

الذهب ৫৭৭: ১০০০

১০৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে সোনার আংটি দেখিয়া উহা খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, (কি আশ্চর্যের কথা) তোমাদের মধ্য হইতে কেহ আগুনের কয়লা হাতে রাখিতে চায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন হাতে সোনার কোন জিনিস পরিবে তাহার হাত

দোয়াখে চলিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলিয়া যাওয়ার পর ঐ ব্যক্তিকে বলা হইল, তোমার আংটি লইয়া যাও (এবং) উহা বিক্রয় করিয়া অথবা হাদিয়া স্বরূপ দান করিয়া উহা দ্বারা উপকৃত হও। সে জওয়াব দিল, না, আল্লাহর কসম! যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেলিয়া দিয়াছেন, আমি কখনও উহা উঠাইব না।

(মুসলিম)

১০৫- قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ جُنَّ تَوْفَى أَبُوهَا أَبُو سَفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَبِّ فِيهِ صَفْرَةٌ خَلْقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَعَهْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَتْ بِعَازِضَتِهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّبِّ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَزْنِي بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَوْ زَعَمَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا. رواه البخاري.

باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، رقم: ৩৩৪৫

১০৫. হযরত যয়নব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবি হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) এর নিকট ঐ সময় গেলাম যখন তাহার পিতা হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারব (রাযিঃ) এর ইস্তিকাল হইয়াছিল। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) সুগন্ধি আনাইলেন, যাহাতে খালুক অথবা অন্য কোন বস্তুর মিশ্রণ থাকার কারণে হলুদ বর্ণ ছিল। উহা হইতে কিছু খুশবু বাদিকে লাগাইলেন, পরে নিজের চেহারায়া মাখিয়া লইলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহার করার কোন প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু কথা এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শুনিয়াছি যে মহিলা আল্লাহ তায়ালা এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য জায়েয নহে যে, সে স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারো জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করে। (কেননা স্বামীর জন্য শোক পালনের সময়) চার মাস দশ দিন। (বোখারী)

ফায়দা : খালুক একপ্রকার মিশ্র সুগন্ধিকে বলা হয়। যাহার অন্যান্য অংশের মধ্যে জাফরানের অংশ বেশী থাকে।

১০৬- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَغْذُذْتُ لَهَا؟ قَالَ: مَا أَغْذُذْتُ لَهَا

مِنْ كَثِيرٍ صَلَوةٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَكِنَّ أَحِبَّ إِلَهُ وَرَسُولَهُ. قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَّيْتَ. رواه البخاري، باب علامة الحب في الله.

رقم: ১১৭১

১০৬. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেয়ামত কবে আসিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, কেয়ামতের জন্য তুমি কি তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছ? লোকটি আরজ করিল, আমি কেয়ামতের জন্য অধিক (নফল) নামায, (নফল) রোযা এবং অধিক সদকা খয়রাত তৈয়ার করি নাই। তবে একটি বিষয় এই যে, আমি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তবে (কেয়ামতের দিন) তুমি তাহারই সঙ্গে থাকিবে যাহাকে তুমি (দুনিয়াতে) ভালবাসিয়াছ। (বোখারী)

১০৭- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، وَإِنِّي لَا تَحُزُّ فِي النَّبِيِّ فَادْكُرْكَ فَمَا أَصْبَرَ حَتَّى آتَى فَأَنْظَرَ إِلَيْكَ، وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتِكَ، عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ لَا أَرَكَ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾. رواه الطبراني في الصغير والأوسط

ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العبدي وهو ثقة، مجمع

الروايد ১৩/৭

১০৭. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়, আমার স্ত্রীর ও মালের চেয়েও বেশী প্রিয়। আমার সন্তানের

চেয়েও বেশী প্রিয়। আমি আমার ঘরে থাকা অবস্থায় যখন আপনার কথা মনে পড়িয়া যায় তখন আমি ধৈর্য ধারণ করিতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত হাজির হইয়া আপনাকে দেখিয়া না লই। আমি জানি যে, এই দুনিয়া হইতে আমাকে এবং আপনাকে যাইতে হইবে, অতঃপর আপনি তো জামাতে নবীগণের মর্যাদায় পৌঁছিয়া যাইবেন, আর (আমার ব্যাপারে প্রথমতঃ ইহাও জানা নাই যে, আমি জামাতে পৌঁছিতে পারিব কি না) যদি আমি জামাতে পৌঁছিয়াও যাই তবুও (যেহেতু আমার মর্যাদা আপনার চেয়ে অনেক নীচে হইবে সেহেতু) আমার অশংকা হয় যে আমি সেখানে আপনাকে দেখিতে পারিব না। তখন আমি কিভাবে সবর করিব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথা শুনিয়া কোন জবাব দিলেন না। অবশেষে এটী আয়াত নাখিল হইল—

“وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ”

অর্থ : আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রাসূলের কথা মানিয়া লইবে, তখন একগুপ ব্যক্তিও তাহাদের সহিত থাকিবে যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত করিয়াছেন।

অর্থাৎ, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেক লোকগণ। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

১০৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَشَدَّ أَمْتًا إِلَى خُبٍّ، نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يُوَدُّ أَحِبَّهُمْ لَوْ رَأَى بِأَهْلِيهِ

وَمَالِهِ. رواه مسلم. باب فيمن يؤدُّ رؤيته النبي ﷺ. رقم: ১১৫০

১০৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অধিক ভালবাসা পোষণকারী লোকদের মধ্যে তাহারা (ও) রহিয়াছে, যাহারা আমার পরে আসিবে। তাহারা এই আকাংখা করিবে যে, হয় যদি তাহাদের আপন ঘরবাড়ী ধনসম্পদ সবকিছু কোরবান করিয়া কোন প্রকারে আমাকে দেখিতে পাইত। (মুসলিম)

১০৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَضَّلْتُ

عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسَبْتٍ: أَغْطَيْتُ جَمَاعَةَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّغْبِ، وَاجِلْتُ لِي الْمَغَانِمَ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهْرًا وَمَسْجِدًا،

وَأَرْسَلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخَجِمَ بِي النَّبِيُّ. رواه مسلم. باب

المساجد ومواضع الصلوة. رقم: ১১৬৭

১০৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমাকে ছয়টি কারণে অন্যান্য নবীদের উপর মর্যাদা দান করা হইয়াছে—

(১) আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য দান করা হইয়াছে।

(২) আমাকে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হইয়াছে। (আল্লাহ তায়ালা দুশমনদের অন্তরে আমার ভীতি ও ভয় সৃষ্টি করিয়া দেন।)

(৩) গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হইয়াছে। (পূর্বেকার উম্মতের মধ্যে গনীমতের মালকে আগুন আসিয়া জ্বালাইয়া দিত।)

(৪) সমস্ত জমিনকে আমার জন্য মসজিদ অর্থাৎ নামায পড়ার স্থান বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। (পূর্বেকার উম্মতগণের জন্য শুধু নির্দিষ্ট স্থানসমূহে এবাদত আদায় করা যাইত) আর সমস্ত জমিনের (মাটিকে) আমার জন্য পবিত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (তৈয়্যমুমের দ্বারাও পবিত্রতা অর্জন করা যায়)

(৫) সমগ্র সৃষ্টির জন্য আমাকে নবী বানাইয়া পাঠানো হইয়াছে। (আমার পূর্বেকার নবীদেরকে বিশেষভাবে তাহাদের কাওমের প্রতিই পাঠানো হইত।)

(৬) নবুয়ত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা আমার উপর শেষ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এখন তাঁহার পর কোন নবী ও রসূল আসিবে না। (মুসলিম)

ফায়দা : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ, ‘আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য দান করা হইয়াছে।’ ইহার অর্থ এই যে, সংক্ষিপ্ত শব্দ দ্বারা গঠিত ছোট বাক্যের মধ্যে ব্যাপক অর্থ বিদ্যমান থাকে।

১১০- عَنْ عُرَيْضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه

الذهبي ১১৮/২

১১০. হযরত ইরবাজ ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ

করিতে শুনিয়াছি, নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং শেষ নবী। (মুসতাদ্দাকে হাকমে)

۱۱۱- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَخْسَنَهُ وَاجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبَنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطْوِفُونَ بِهِ وَيَعْبُجُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَا وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبَنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبَنَةُ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. رواه البخاري، باب خاتم النبيين، رقم: ۳۲۵۰

১১১. হযরত আবু হোরাযরা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত এমন, যেমন এক ব্যক্তি ঘর বানাইয়াছে, এবং উহার মধ্যে সকল প্রকার কারুকার্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু ঘরের কোন এক কোণে একটি ইটের জায়গা খালি রাখিয়া দিয়াছে। এখন লোকেরা ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া দেখে, ঘরের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, কিন্তু এই কথাও বলে যে, এই জায়গায় একটি ইট কেন রাখা হইল না? সুতরাং আমিই সেই ইট, এবং আমি শেষ নবী। (বোখারী)

۱۱۲- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: يَا غُلَامُ! إِنِّي أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا سَأَعْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَرَفِعَ الْأَقْلَامَ وَجَعَلَ الصُّحُفَ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن صحيح،

باب حديث حنظلة..... رقم: ২৫১

১১২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আমি একদিন (বাহনের উপর) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে বসা ছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কথা শিক্ষা দিব। আল্লাহ তায়ালার (হুকুমসমূহের) হেফাজত কর, আল্লাহ তায়লা তোমার হেফাজত করিবেন। আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহের খেয়াল

কর, তাহাকে তোমার সম্মুখে পাইবে। (তাহার সাহায্য তোমার সঙ্গে থাকিবে) যখন চাহিবে তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট চাহিবে। যখন সাহায্য চাহিবে তখন আল্লাহ তায়ালার (হ) নিকট চাহিবে। আর ইহা জানিয়া রাখ যে, সমস্ত উম্মত যদি একত্রিত হইয়া তোমার কোন উপকার করিতে চাহে তবে তাহারা তোমার ততটুকুই উপকার করিতে পারিবে যতটুকু আল্লাহ তায়লা তোমার জন্য (তাকদীরে) লিখিয়া দিয়াছেন। আর যদি সকলে মিলিয়া তোমার ক্ষতি করিতে চাহে তবে ততটুকুই ক্ষতি করিতে পারিবে যতটুকু আল্লাহ তায়লা তোমার (তাকদীরে) লিখিয়া দিয়াছেন। (তাকদীরের) কলম (দ্বারা) সবকিছু লিখাইয়া উহা কে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে এবং (তাকদীরের) কাগজের কালি শুকাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ তাকদীরের ফয়সালাসমূহের মধ্যে বিন্দু পরিমাণও পরিবর্তন সম্ভব নহে। (তিরমিযী)

۱۱۳- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ. رواه أحمد والطبرانی ورجالہ نقات، ورواه الطبرانی في الأوسط، مجمع الزوائد ۴/ ۴۰

১১৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি হাকিকত আছে, কোন বান্দা ততক্ষণ ঈমানের হাকিকত পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার অন্তরে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস না হইবে যে, যে সকল অবস্থা তাহার উপর আসিয়াছে, তাহা আসিতই। আর যে সকল অবস্থা তাহার উপর আসে নাই, উহা আসিতেই পারিত না।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ফায়দা : মানুষ যে সকল অবস্থার সম্মুখীন হয় সেই সম্পর্কে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত যে, যাহা কিছু ঘটিয়াছে উহা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ফয়সালাকৃত ছিল। আর জানা নাই যে, উহার মধ্যে আমার জন্য কি কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। তাকদীরের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস মানুষের ঈমানের হেফাজত ও অমূলক ধারণা হইতে মুক্তাভার উপায়।

۱۱۴- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كَتَبَ اللَّهُ مُقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَزَّيْنَاهُ عَلَى

الْمَاءِ. رواه مسلم، باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم، رقم: ১৭৭৮

১১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা জমিন ও আসমানকে সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত সৃষ্টির তাকদীরসমূহ লিখিয়া দিয়াছেন। তখন আল্লাহ তায়ালা আরশ পানির উপর ছিল। (মুসলিম)

۱۱۵- عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَّ فَرَعَ إِلَى كُلِّ عَنِيدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ

وَمُضْجِعِهِ وَآثَرِهِ وَرِزْقِهِ. رواه أحمد، ১৭৭/১

১১৫. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় লিখিয়া অবসর হইয়া গিয়াছেন—তাহার মৃত্যুর সময়, তাহার (ভালমন্দ) আমল, তাহার দাফন হওয়ার স্থান, তাহার বয়স ও তাহার রিযিক। (মুসনায়ে আহমাদ)

۱۱۶- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ

الْبَيْهَقِيِّ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. رواه

أحمد، ১৮১/২

১১৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মোমিন হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত যাবতীয় ভালমন্দ তাকদীরের উপর এই ঈমান না রাখিবে যে, উহা আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতে হইয়াছে। (মুসনায়ে আহমাদ)

۱۱৭- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُؤْمِنُ عَنِيدٌ

حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ: بِشَهْدِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي

بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ

بِالْقَدْرِ. رواه الترمذی، باب ما جاء أن الإيمان بالقدر، ১১৫০/১

১১৭. হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন বান্দা মোমিন

হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত চারটি বিষয়ের প্রতি ঈমান না আনিবে।

(১) এই কথাটির সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন সত্তা এবাদত ও বন্দেগীর উপযুক্ত নাই, আর আমি (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালায় রসূল। তিনি আমাকে হুক দিয়া পাঠাইয়াছেন। (২) মৃত্যুর উপর ঈমান আনিবে। (৩) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর ঈমান আনিবে। (৪) তাকদীরের উপর ঈমান আনিবে। (তিরমিযী)

۱۱৮- عَنْ أَبِي حَفْصَةَ رَجِمَهُ اللَّهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لَأَبِيهِ:

يَأْتِي! إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ مَا أَصَابَكَ

لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِكَ وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ،

فَقَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ

السَّاعَةُ، يَا بَنِي! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ عَلَى

غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي. رواه أبو داود، باب في القدر، ৪৭০০

১১৮. হযরত আবু হাফসা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রাযিঃ) নিজের ছেলেকে বলিলেন, হে আমার ছেলে! তোমার প্রকৃত ঈমানের স্বাদ কখনও হাসিল হইবে না যতক্ষণ তুমি এই একীনে না করিবে যে, যে সকল অবস্থা তোমার উপর আসিয়াছে উহা হইতে তুমি কখনও বাঁচিতে পারিতে না। আর যাহা তোমার উপর আসে নাই উহা কখনও তোমার উপর আসিতেই পারিত না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, উহা হইল কলম। অতঃপর উহাকে আদেশ করিলেন, লিখ। তখন উহা আরজ করিল, পরওয়ারদিগার, কি লিখিব? এরশাদ হইল, কেয়ামত পর্যন্ত যে জিনিসের জন্য যাহা কিছু নির্ধারণ করা হইয়াছে উহা সমস্ত লিখ।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) বলিলেন, হে আমার ছেলে! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোন বিশ্বাসের উপর মত্বক্ষেপ করিবে আমার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। (আবু দাউদ)

۱۱۹- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَكَلَّ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ: أَيُّ رَبِّ نَفْطَةٍ، أَيُّ رَبِّ عِلْقَةٍ، أَيُّ رَبِّ مُضْغَةٍ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا، قَالَ: أَيُّ رَبِّ ذَكَرٍ أَمْ أُنْثَى؟ أَفْخِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. رواه البخاري، كتاب الفدر، رقم: ۶۵۹۵

১১৯. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা বাচ্চাদানীর উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সে উহা আরজ করিতে থাকে, হে আমার পরওয়ারদিগার! ইহা এখন বীর্ষ আকারে আছে। হে আমার পরওয়ারদিগার! ইহা এখন জমাট রক্ত আকারে আছে। হে আমার পরওয়ারদিগার! ইহা এখন মাংসপিণ্ড আকারে আছে। (আল্লাহ তায়ালা সবকিছু জানেন, ইহা সত্ত্বেও ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালাকে বাচ্চার বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থা জানাইতে থাকে) অতঃপর যখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সৃষ্টি করিতে চাহেন তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে, তাহার সম্পর্কে কি লিখিব? ছেলে অথবা মেয়ে? বদবখত অথবা নেকবখত? রিযিক কি হইবে? বয়স কি পরিমাণ হইবে? সুতরাং সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে তখনই লিখিয়া লওয়া হয় যখন সে মাভূগর্ভে থাকে। (বোখারী)

۱۲۰- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ عَظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الصبر على البلاء، رقم: ۲۳۹۶

১২০. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, পরীক্ষা যত কঠোর হয় উহার পুরস্কারও তত বড় আকারে পাওয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তাহাদিগকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যাহারা ঐ পরীক্ষার ব্যাপারে সন্তুষ্ট রহিল আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান। আর যাহারা অসন্তুষ্ট হইল আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া যান। (তিরমিযী)

۱۲۱- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يُشَاءُ، وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَفْعُ الطَّاعُونَ فَيَمُوتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَبِبًا يَتْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ آخِرِ شَهِيدٍ. رواه البخاري، كتاب أحاديث

১২১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা আল্লাহ তায়ালা একটি আজাব, যাহার উপর ইচ্ছা হয় নাযিল করেন। (কিন্তু) উহাকেই আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের জন্য রহমত বানাইয়া দিয়াছেন। যদি কোন ব্যক্তির এলাকায় প্লেগ মহামারী আকারে ছড়াইয়া পড়ে এবং সেই ব্যক্তি ধৈর্য সহকারে সওয়াবের আশায় নিজের এলাকায় অবস্থান করে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, উহাই হইবে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাকদীরে রাখিয়াছেন (অতঃপর তাকদীরের ফয়সালা অনুযায়ী মহামারীতে আক্রান্ত হইয়া উহাতে তাহার মৃত্যু হইয়া যায়)। তবে সে শহীদের সমান সওয়াব পাইবে। (বোখারী)

ফয়দা : শরীয়তের হুকুম এই যে, প্লেগ আক্রান্ত এলাকা হইতে পলায়ন না করা। এই কারণে হাদীস শরীফের মধ্যে সওয়াবের আশায় অবস্থান করিতে বলা হইয়াছে। (ফাতহুল বারী)

۱۲۲- عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ ثَمَانٍ سِتِينَ خَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا لَأَمَنِي عَلَى شَيْءٍ قَطُّ أَيُّ شَيْءٍ عَلَى يَدَيَّ فَإِنِ لَأَمَنِي لِأَيِّمْ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ لَوْ قُضِيَ شَيْءٌ كَانَ. مصابيح السنة للبغوي وعده من الحسن ۵/۷

১২২. হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আট বৎসর বয়স হইতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতে শুরু করি এবং দশ বৎসর পর্যন্ত খেদমত করিয়াছি (এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) যখনই আমার হাতে কোন ক্ষতি হইয়াছে, তখন তিনি আমাকে কখনও উহার কারণে তিরস্কার করেন নাই। তাহার পরিবারের লোকদের

মধ্য হইতে কখনও কেহ যদি কিছু বলিয়াছেনও তখন তিনি বলিয়া দিয়াছেন, বাদ দাও (কিছু বলিও না)। কেননা যদি কোন ক্ষতি হওয়া তাকদীরের ফয়সালা হয় তবে উহা হইয়াই থাকে। (মাসাবীহুস সূনাহ)

১২৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ. رواه مسلم، باب كل شيء بقدر،

رقم: ১৭০৫

১২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সবকিছু তাকদীরে লেখা হইয়া গিয়াছে। এমনকি (মানুষের) বুদ্ধিহীন ও অক্ষম হওয়া, চালাক ও বুদ্ধিমান হওয়াও তাকদীর দ্বারা নির্ধারিত। (মুসলিম)

১২৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُؤْمِنُ

الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ،

أَخْرَضَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعَيْنَ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْزِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ

شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ،

وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، رواه مسلم، باب الإيمان

بالقدر..... رقم: ১৭৭৪

১২৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন হইতে উত্তম এবং আল্লাহ তায়ালায় নিকট অবিক প্রিয়। আর ইহা ছাড়াও প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে কল্যাণ রহিয়াছে। (শেরপ রাযিও) যে জিনিস তোমার জন্য উপকারী উহার আগ্রহ কর, এবং উহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালায় নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, এবং হিম্মত হারাইও না। আর যদি তোমার কোন ক্ষতি হইয়া যায় তখন ইহা বলিও না যে, যদি আমি এইরূপ করিতাম তবে এমন হইত, এমন হইত। বরং বল যে, আল্লাহ তায়ালায় ফয়সালা এমনই ছিল, এবং তিনি যেমন চাহিয়াছেন করিয়াছেন। কেননা 'যদি' (শব্দটি) শয়তানের কাজের দরজা খুলিয়া দেয়। (মুসলিম)

ফায়দাঃ যদি আমি এমন করিতাম তবে এমন হইত, এমন হইত' মানুষের জন্য এই ধরনের কথা বলা ঐ সময় নিষেধ যখন ঐরূপ বাক্য দ্বারা তাকদীরের সহিত মোকাবিলা করা এবং নিজের চেষ্টা তদবীরের উপর

ভরসা করা উদ্দেশ্য হয় এবং তাকদীরকে অবিশ্বাস করার আকীদা হয়। কেননা তখন শয়তানের জন্য তাকদীর হইতে বিশ্বাস হটানোর সুযোগ মিলিয়া যায়। (মোযাহেরে হক)

১২৫- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا وَانِ

الرُّوحَ الْأَمِينُ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى

تَسْتَوِي رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ

اسْتِيطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوا بِمَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْدُرُكَ مَا عِنْدَ اللَّهِ

إِلَّا بِطَاعَتِهِ. (وهو طرف من الحديث) شرح السنة للبغوي ১/৩০৫, قال

المحدثي: رحاله ثقات وهو مرسل

১২৫. হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জিবরাঈল (আঃ) (আল্লাহ তায়ালায় হুকুম) আমার অন্তরে এই কথা চালিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নিজের (তাকদীরে নির্ধারিত) রিয়িক পুরা না করিবে কখনও মরিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক এবং রিয়িক হাসিল করার ব্যাপারে সৎপথ অবলম্বন কর। রিয়িকের বিলম্ব যেন তোমাকে আল্লাহ তায়ালায় নাফরমানীর সহিত রিয়িকের তালাশে লাগাইয়া না দেয়। কেননা তোমার রিয়িক আল্লাহ তায়ালায় আয়ত্তে রহিয়াছে, আর যে জিনিস তাহার আয়ত্তে রহিয়াছে উহা শুধু তাহারই আনুগত্যের মাধ্যমে হাসিল করা যাইতে পারে। (শেরহুস সূনাহ)

১২৬- عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ

فَقَالَ الْمَقْضَى عَلَيْهِ لَمَّا أَذْبَرَ: حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ

فَإِذَا عَلَيْكَ أَمْرٌ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. رواه أبو داود، باب

الرجل يهلك على حقه، رقم: ৩৬২৭

১২৬. হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মাঝে ফয়সালা করিলেন, যাহার বিপক্ষে ফয়সালা হইয়াছিল, সে যখন ফিরিয়া যাইতেছিল তখন (আক্ষেপের সহিত) বলিল—

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

(আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম ব্যবস্থাকারী।) ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালা উত্তম পন্থায় চেষ্টা তদবীর না করার কারণে তিরস্কার করেন। এইজন্য সবসময় প্রথমে নিজের যাবতীয় বিষয়ে বিচক্ষণতা অবলম্বন কর। যদি তারপরও অবস্থা বিপরীত হইয়া যায় তখন حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ পড়। (এবং উহা দ্বারা অন্তরে সান্ত্বনা লাভ কর যে, আল্লাহ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই এই অবস্থায় আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দিবেন।) (আবু দাউদ)

মৃত্যুর পর আগত অবস্থাসমূহের
প্রতি ঈমান

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَنْهَضُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: ٢٠١]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—হে লোকসকল, স্বীয় প্রতিপালককে ভয় কর, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন বড় ভয়ানক হইবে। যেদিন তোমরা এই কম্পনকে দেখিবে সেদিন এমন অবস্থা হইবে যে, সমস্ত স্তন্যদানকারিণী নারীগণ আপন স্তন্যপায়ী সন্তানদেরকে ভয়ের কারণে ভুলিয়া যাইবে, এবং সমস্ত গর্ভবতী নারীগণ তাহাদের গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে। আর লোকদেরকে নেশাগ্রস্তের ন্যায় দেখা যাইবে অথচ তাহারা নেশাগ্রস্ত হইবে না বরং আল্লাহ তায়ালা আযাবই বড় কঠিন (যে কারণে তাহাদিগকে আত্মহারা বিহ্বল মনে হইবে।) (সূরা হজ্জ ১-২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَسْتَلْ حَيِّمٌ حَيِّمًا ۖ يُضَرُّوهُمْ يَوْمَ الْمُجْرَمِ ۖ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَنِيهِ ۖ وَصَاحِبِيهِ ۖ وَأَخِيهِ ۖ وَقُصْبِيهِ ۖ أَلْتَنَوِيذٍ ۖ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾ [المعارج: ১০-১০]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—ঐদিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর খোঁজ লইবে না, অথচ তাহাদের একে অপরকে দেখাইয়া দেওয়া হইবে অর্থাৎ একজন অন্যজনকে দেখিতে পাইবে। সেইদিন অপরাধী এই আকাংখা করিবে যে, আযাব হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজের পুত্রদিগকে, স্ত্রীকে, ভাইকে, এবং আত্মীয় স্বজনদেরকে যাহাদের মধ্যে সে বসবাস করিত, আর সমস্ত জমিনবাসীদেরকে, নিজের মুক্তিপণ স্বরূপ দিয়া দেয় আর নিজেকে মুক্ত করিয়া লয়। ইহা কখনও হইবে না।

(সূরা মাআরজ ১০-১৫)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَحْسَبِ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمَ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ مُهْطِعِينَ مُقْبِعِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَأَفِئْدَتُهُمْ حِمَاقٌ﴾ [الزمر: ৬৭-৬৮]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—এই সকল অত্যাচারী লোকেরা যাহা কিছু করিতেছে উহা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে (তৎক্ষণাৎ পাকড়াও না করার কারণে) কখনও বৈখর মান করিও না। কেননা তাহাদেরকে আল্লাহ তায়ালা ঐদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়া রাখিয়াছেন, যেহিদিন ভয়ের কারণে তাহাদের চক্ষুসমূহ বিক্ষারিত হইয়া থাকিবে, এবং তাহারা হিসাবের স্থানের দিকে আপন মস্তক উর্ধ্বমুখী করিয়া দৌড়াইয়া যাইতে থাকিবে। তাহাদের চক্ষুসমূহ এইরূপ স্থির হইয়া যাইবে যে, পলক পড়িবে না এবং তাহাদের অন্তরসমূহ একেবারেই দিশাহারা হইবে। (সূরা ইবরাহীম ৪২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ۚ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ [الأعراف: ৯০-৯১]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—এবং সেইদিন আমলের ওজন একটি বাস্তব সত্য। অতঃপর যেই ব্যক্তির পাল্লা ভারী হইবে সেই ব্যক্তিই সফলকাম হইবে আর যাহাদের ঈমান ও আমলের পাল্লা হালকা হইবে

ইহারা হইবে যাহারা নিজেদের ক্ষতি করিয়াছে, যেহেতু তাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিত। (সূরা আরাফ, ৮-৯)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿حَسَبْتَ عَذَنَ يُدْخِلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَفَقَّوْرٌ شَكُوْرٌ وَالَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا نَمَسٌ فِيهَا لُغُوبٌ ﴿

[ফাটর: ৩০.২২]

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—(উত্তম আমলকারীদের জন্য) জন্মাতের মধ্যে চিরস্থায়ী বসবাসের জন্য বাগানসমূহ হইবে। উহার মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদেরকে সোনার বালা ও মুক্তা পরানো হইবে আর তাহাদের পোশাক হইবে রেশমের, আর তাহারা ঐ সকল বাগানে প্রবেশ করিয়া বলিবে যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালায় জন্য যিনি চিরদিনের জন্য আমাদের সকল প্রকার দুঃখকষ্ট দূর করিয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালক বড় ক্ষমালী ও অত্যন্ত গুণগ্রাহী। যিনি আমাদেরকে চিরস্থায়ী বাসস্থানে দাখল করিয়াছেন; যেখানে না কোন প্রকার কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে আর না কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে।

(সূরা ফাতের ৩৩-৩৫)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنٍ﴾ فِي جَنَّةٍ وَعُيُونٌ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَبَلِّغِينَ كَذَلِكَ وَرَزَقْنَهُمْ بِخُبْرٍ عَيْنٍ يَذْهَبُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهْمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَفَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

[আলহা: ৫০.৫১]

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—নিঃসন্দেহে যাহারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থানে থাকিবে। অর্থাৎ বাগান ও বর্ণাসমূহের মধ্যে। তাহারা পাতলা ও পুরু রেশম পরিহিত অবস্থায় পরস্পর সামনাসামনি বসা থাকিবে। এই সকল ঘটনা যেমন বর্ণনা করা হইয়াছে তেমনি হইবে। আর আমরা তাহাদের বিবাহ সুন্দর ও ভাগ্য চক্ষুবিশিষ্ট হরদের সহিত করাওয়া দিব। সেখানে তাহারা নিশ্চিন্ত মনে সকল প্রকার ফলফলাদি ভলব করিবে। তথায় তাহারা সেই মৃত্যু ব্যতীত

যাহা দুনিয়াতে আসিয়াছিল দ্বিতীয়বার কোন মৃত্যু আশ্বাদন করিবে না। আর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে দোষখের আঘাৎ হইতে হেফাজত করিবেন। এই সবকিছুই তাহারা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে পাইয়াছে। ইহাই বড় সফলতা। (সূরা সাখান ৫১-৫৭)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَيُوفُونَ بِالْأَنذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعَمُونَ السَّكَامَ عَلَىٰ حُبِّ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا وَعِوَسًا فَمَطَرِيًّا فَوَقَّهْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَّهْمُ بِمَا صَبَرُوا حَنَّةً وَحَرِيرًا مُّتَكِينِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْشِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَهْرًا وَلَا تَفْهَرُونَ فِيهَا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُكِّرَتْ فَطْوُفُهَا تَذْكِرًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابُ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَلَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا وَإِذَا رَأَيْتَ نَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلُكًا كَبِيرًا عَلَيْهِمْ يَابُّ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُوعٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَّهْمُ رُبَّمَا طُهُورًا

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا ﴿[الدھر: ২২-৫০]

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—নিঃসন্দেহে নেক লোকেরা এমন পেয়ালায় শরাব পান করিবে যাহাতে কাফুর মিশ্রিত থাকিবে। উহা এমন একটি বর্ণা যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালায় খাস বান্দাগণ পান করিবেন, এবং সেই বর্ণাকে ঐ সকল খাস বান্দাগণ যেহিঁদিকে ইচ্ছা প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইবে। ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা জরুরী আমলসমূহকে এখলাসের সহিত পুরা করে। এবং তাহারা এমন দিনকে ভয় করে যাহার ভয়াবহতার প্রভাব কমবেশী সকলের উপর পড়িবে। আর তাহারা আল্লাহ তায়ালায় মহব্বতে গরীব, এতীম ও কয়েদীদেরকে আহার করায় এবং তাহারা এরূপ বলে যে, আমরা তো তোমাদেরকে শুধু আল্লাহ তায়ালায়

সন্তষ্টির জন্যে আহার করাই। আমরা না তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান চাই আর না কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আর আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে এদিন সম্পর্কে ভয় করি যেইদিন অত্যন্ত তিক্ত ও অত্যন্ত কঠিন হইবে। তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে সেই আনুগত্য ও এখলাসের বরকতে এদিনের কঠোরতা হইতে রক্ষা করিবেন। এবং তাহাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করিবেন। এবং তাহাদেরকে ধীনের উপর দৃঢ়তার বিনিময়ে জামাত এবং রেশমী পোশাক দান করিবেন, সেখানে তাহাদের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, জামাতের মধ্যে সিংহাসনে হেলান দিয়া বসিয়া থাকিবে। আর জামাতে না রৌদ্রের তাপ দেখিতে পাইবে আর না শীতের প্রচণ্ডতা, (বরং আনন্দদায়ক মধ্যম ধরনের আবহাওয়া হইবে) জামাতের বৃক্ষের ছায়াসমূহ তাহাদের উপর বুকিয়া থাকিবে। আর উহার ফলসমূহ তাহাদের ইচ্ছাধীন করিয়া দেওয়া হইবে, অর্থাৎ সর্বদা বিনা পরিশ্রমে ফল লইতে পারিবে, তাহাদেরকে ঘিরিয়া রৌপ্যপাত্র ও কাঁচের পেয়ালাসমূহের পানচক্র চলিতে থাকিবে, আর কাঁচসমূহও রৌপ্যনির্মিত হইবে। অর্থাৎ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হইবে। যাহাকে পূর্ণকারীগণ যথোপযুক্ত পরিমাণে পূর্ণ করিবে। আর তাহাদেরকে সেখানে এমন শরাবও পান করানো হইবে যাহার মধ্যে শুষ্ক আদ্রকের সংমিশ্রণ হইবে। উহার বর্ণা জামাতের মধ্যে সালসাবিল নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আর তাহাদের নিকট এই সকল জিনিস লইয়া এমন বালকরা আনাগোনা করিবে যাহারা চির বালকই থাকিবে। আর এই সকল বালকরা এত সুশ্রী হইবে যে, তোমরা তাহাদিগকে ছড়ানো মুজ্রা মনে করিবে। আর যখন তোমরা সেখানে দেখিবে তখন প্রচুর নেয়ামতসমূহ এবং বিশাল রাজত্ব দেখিতে পাইবে। আর সেই জামাতবাসীদের পরনে সবুজ রংএর মিনিহ ও মোটা রেশমের পোশাক হইবে। এবং তাহাদেরকে রূপার বালা পরানো হইবে। তাহাদেরকে স্বয়ং তাহাদের প্রতিপালক পবিত্র শরাব পান করাইবেন। জামাতবাসীদের বলা হইবে যে, এই সকল নেয়ামতসমূহ তোমাদের নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং তোমাদের চেষ্টা ও মেহনত কবুল হইয়াছে।

(সূরা দাহর ৫-২২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۖ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۖ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۖ وَمَاءً مَّسْكُوبٍ ۖ وَأَلْكَاهُمْ كَثِيرًا ۖ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۖ وَفُرُشٌ مَّرْفُوعَةٍ ۖ إِنَّا

أَنشَأْنَهُنْ ۖ إِنشَاءً ۖ لِّجَعَلْنَهُنَّ أَزْوَاجًا ۖ غُرُبًا ۖ أَتْرَابًا ۖ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ۖ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٠-١٧﴾ [الرّافعة: ১০-১৭]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—আর ডানদিকের লোকেরা, কতই না উত্তম ডান দিকের লোকেরা। (অর্থাৎ ঐ সমস্ত লোক যাহাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে এবং তাহাদের জন্য জামাতের ফয়সালা হইবে।) তাহারা এমন বাগানসমূহের মধ্যে থাকিবে যাহার মধ্যে কাঁটাবিহীন কুল হইবে, ঐ বাগানের গাছসমূহে খরে খরে কলা লাগিয়া থাকিবে। আর ঐ বাগানসমূহের মধ্যে সুবিস্তৃত ছায়া থাকিবে। প্রবাহমান পানি থাকিবে, প্রচুর ফলফলাদি থাকিবে। না উহাদের মৌসুম কখনও শেষ হইবে আর না উহাদের ষাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ থাকিবে। আর ঐ সকল বাগানে উচু উচু বিছানা হইবে। আমি জামাতের মহিলাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করিয়াছি। তাহারা চিরকুমারী থাকিবে, স্বামীদের প্রিয়পাত্রী ও জামাতবাসীদের সমবয়সী হইবে। এই সকল নেয়ামত ডান দিক ওয়ালাদের জন্য। আর তাহাদের একটি বড় দল পূর্ববর্তী লোকদের মধ্য হইতে হইবে, আর একটি বড় দল পরবর্তী লোকদের মধ্য হইতে হইবে।

(সূরা ওয়াক্কা, ২৭-৪০)

ফায়দা : পূর্ববর্তী লোকদের বলিতে পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা এবং পরবর্তী লোকদের বলিতে এই উম্মতের লোকদের বুঝানো হইয়াছে।

(বায়ানুল কুরআন)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ ۖ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۖ نَزَّلْنَا مِنِّ غُفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿١٢-٣١﴾ [جم السجدة: ১২-৩১]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—এবং জামাতে তোমাদের জন্য এমন প্রত্যেক জিনিস রহিয়াছে যাহা তোমাদের মন চাহিবে এবং আর তোমরা সেখানে যাহা চাহিবে পাইবে। এই সবকিছু ঐ সত্তার পক্ষ হইতে মেহমানদারী স্বরূপ হইবে, যিনি পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সূরা হামীম সিজদা, ৩১-৩২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرَّ مَأْوٍ ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَنسِفُ الْبِهَادُ هَذَا فَلْيَذُقُوهُ جِئِمَةً ۖ وَعَسَاءَ ۖ وَأَعْرَ مِنْ شَكْلَةٍ ۖ أَزْوَاجٌ ﴿٥٨-٥٥﴾ [مر: ৫৮-৫৫]

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—এবং নিঃসন্দেহে অবাধ্যদের জন্য

রহিয়াছে অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা, অর্থাৎ দোষখ যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিবে, উহা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। ইহাতে ফুটন্ত পানি এবং পূজ (মওজুদ) রহিয়াছে। তাহারা ইহার স্বাদ গ্রহণ করুক, আর উহা ব্যতীত অনুরূপ আরও বিভিন্ন প্রকার অপছন্দনীয় বস্তুসমূহ রহিয়াছে। (উহার স্বাদও গ্রহণ করুক) (সূরা সোয়াদ, ৫৫-৫৮)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنظِلُّوْا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ﴾ إِنظِلُّوْا إِلَى
ظِلِّ ذِي تِلْكَ شَجَبٍ ۚ لَا ظِلِّ لِي وَلَا يُغْنِي مِنَ اللّٰهِ ۚ إِنَّهَا تَرْمِيْ-

بَشَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ كَأَنَّهُ جَمِلَتْ صُفْرَةٌ ﴿المرسل: ২৭-২৮﴾

আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামীদেরকে বলিবেন,—তোমরা চলে এ আযাবের দিকে যাহাকে তোমরা অস্বীকার করিতে, (উহাতে একটি শাস্তি এই হইবে যাহা এই হুকুম বলা হইয়াছে) একটি শামিয়ানার দিকে চল যাহার তিনটি শাখা আছে, যাহাতে না (শীতল) ছায়া আছে। আর না উহা উত্তাপ হইতে রক্ষা করে (এই শামিয়ানার অর্থ দোষখ হইতে নির্গত এক প্রকার ধূম্রজাল। কেননা উহা প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইবে, অতএব উপরে উঠিয়া ফাটিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইবে।) সেই আগুন এমন অঙ্গার বর্ণ করিবে (যাহা ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিরাট আকারের কারণে এমন হইবে যেন) বড় বড় অট্টালিকা। অতঃপর যখন উহা জমিনে পতিত হইবে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইয়া এমন হইবে) যেমন কালো কালো উট। (সূরা মুরসালাত)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَرْقِهِمْ ظِلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظِلَلٌ﴾
ذَلِكَ يُعَذِّبُ اللّٰهَ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَعْبُدُوْنَ مَا تَفَعَّلُوْنَ ﴿الزمر: ১৬﴾

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—আগুন এ সকল জাহান্নামীদেরকে উপর হইতেও বেষ্টন করিয়া রাখিবে, এবং নীচ হইতেও বেষ্টন করিয়া রাখিবে। ইহাই সেই আযাব যাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। হে আমার বান্দারা! আমাকে ভয় করিতে থাক।

(সূরা যুমার ১৬)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّلْفَمِ ۚ طَعَامُ الْآيْمِ ۚ كَالْمُهَلِ
يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ۚ كَغَلِي الْحَمِيمِ ۚ خَذُوْهُ فَاعْلُوْهُ إِلَى سَوَاءٍ
الْحَمِيمِ ۚ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۚ ذُقْ ۚ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ۚ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ ﴿الدخان: ৪৩-৪৬﴾

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—নিঃসন্দেহে জাহান্নামের মধ্যে বড় গুনাহগারদের জন্য খাদ্যস্বরূপ যাক্কুমের গাছ রহিয়াছে। আর উহা দেখিতে তেলের তলানীর মত কালো বর্ণ হইবে। যাহা পেটের মধ্যে এমনভাবে ফুটিবে যেমন ফুটন্ত গরম পানি। এবং ফেরেশতাদিগকে হুকুম দেওয়া হইবে যে, এই অপরাধীকে ধর, এবং হেঁচড়াইয়া দোষখের মাথাখানো ফেলিয়া দাও। আর তাহার মাথার উপর যন্ত্রণাদায়ক উত্তপ্ত পানি ঢালিয়া দাও। (আর মনঃপীড়া দেওয়ার জন্য বলা হইবে যে,) স্বাদ গ্রহণ কর। তুমি বড় ইজ্জতওয়ালা ও সম্মানিত। (অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমাকে বড় সম্মানিত মনে করা হইত। এই কারণে আমার হুকুম মানিয়া চলিতে লজ্জাবোধ করিতে, এখন এইভাবে তোমাকে সম্মান করা হইতেছে।) আর এই সমস্তই সেই সকল জিনিস যাহার ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ পোষণ করিয়া অস্বীকার করিতে। (সূরা সোখান, ৪৩-৫০)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مِنْ زُرَّآئِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صٰلِبٍ ۚ يَتَجَرَّعُهُ
وَلَا يَكَادُ يُبَسِّغُهُ وَيَتَّبِعُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَمِنْ
زُرَّآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿البراهيم: ১৬-১৭﴾

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ,—(আর অবাধ্য ব্যক্তি) এখন তাহার সন্তান্ধে দোষখ রহিয়াছে, এবং তাহাকে পূজের পানি পান করানো হইবে, যাহা (কঠিন পিপাসার কারণে) ঢোক ঢোক করিয়া পান করিবে, (কিন্তু অত্যাধিক গরম হওয়ার কারণে) সহজে গলাধঃকরণ করিতে পারিবে না এবং সকল দিক হইতে মৃত্যু আসিতেছে মনে হইবে। আর সে কোন প্রকারেই মরিবে না। (বরং এইভাবে কাতরাইতে থাকিবে) আর এই আযাব ছাড়া আরও কঠিন আযাব হইতে থাকিবে। (সূরা ইবরাহীম ১৬-১৭)

হাদীস শরীফ

۱۲۷- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ:
يَأْسُوْلُ اللّٰهَ اَقْدَبْتُ قَالَ: شَيْئِيْ هُوَ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ
وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث

حسن غريب، باب ومن سورة الواقعة، رقم: ৩২৭৭

১২৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু

বকর (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উপর বার্বক্য আসিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমাকে সূরা হুদ, সূরা ওয়াক্বা, সূরা মুরসালাত, সূরা আশ্মা ইয়াতাহাআলুন এবং সূরা ইয়াশ শামছু কবিরাত বদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

(তিরমিযী)

ফায়দা : এইজন বদ্ধ করিয়া দিয়াছে যে, এই সকল সূরার মধ্যে কেয়ামত, আখেরাত এবং আবাত্বের উপর আল্লাহ তায়ালার আযাবের বড় ভয়ানক বর্ণনা রহিয়াছে।

۱۲۸- عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَطَبْنَا عَنَيْهَ بَنُ غَزْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَذْنَتْ بِضُرْمٍ، وَوَلَّتْ خُدَاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صَبَابَةٌ كَصَبَابَةِ الْإِنَاءِ يَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنَّكُمْ مَنْظِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، فَاتَّقِلُوا بِغَيْرِ مَا بَحَضَرْتُمْ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَجِينٌ غَمَامًا، لَا يَذُوكُ لَهَا قَفَرًا، وَوَاللَّهِ لَتَمْلَأَنَّ، أَفْعَجِبْتُمْ؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْحِجَةِ مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَالَيْنِ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُوَ كَطَيِْظٍ مِنَ الرِّحَامِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقٌ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرَحَتْ أَشْدَانَا فَالْتَقَطْتُ بَرْدَةً فَشَقَّقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، فَتَزَرَّتْ بِبِضْفِهَا، وَاتَّزَرَ سَعْدٌ بِبِضْفِهَا، فَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ مِمَّا أَحَدٌ إِلَّا أَصْبَحَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نَبْوَةً قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ، حَتَّى تَكُونَ آخِرُ عَالَمِيهَا مُلْكًا، فَتَسْتَخْبِرُونَ وَتَجْرِبُونَ الْأُمَرَاءَ بَعْدَنَا. رواه مسلم، باب

الدنيا سجن للمؤمن في حنة للكافر، رقم: ۵۱۳۰

১২৮. হযরত খালেদ ইবনে ওমায়ের আদভী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওতবা ইবনে গাযওয়ান (রাযিঃ) (যিনি বসরার গভর্নর ছিলেন) আমাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করিলেন, হামদ ও সানা পাঠ করার পর বলিলেন, নিঃসন্দেহে দুনিয়া নিজের খতম হওয়ার ঘোষণা করিয়া দিয়াছে

এবং পৃষ্ঠ ফিরাইয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। আর দুনিয়া হইতে সামান্যতম অংশ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। যেমন বরতনের মধ্যে সামান্য কিছু পানীয় বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যায় এবং মানুষ তাহা চুষিয়া লয়। তোমরা দুনিয়া হইতে স্থানান্তরিত হইয়া এমন ঘরের দিকে যাইবে যাহা কখনও শেষ হইবে না। অতএব সর্বোত্তম বস্তু (নেক আমলসমূহ) যাহা তোমাদের নিকট রহিয়াছে তাহা সঙ্গে করিয়া ঐ ঘরের দিকে যাও। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, জাহান্নামের কিনারা হইতে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হইবে যাহা সত্তর বৎসর পর্যন্ত জাহান্নামের মধ্যে পড়িতে থাকিবে কিন্তু তাহা সবেও তলদেশ পর্যন্ত পৌছিতে পারিবে না।

আল্লাহ তায়ালার কসম এই জাহান্নামও একদিন মানুষ দ্বারা পূর্ণ হইয়া যাইবে। তোমরা কি ইহাতে আশ্চর্যবোধ করিতেছ? আর আমাদেরকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, জান্নাতের দরজার দুই কপাটের মাঝখানে চল্লিশ বৎসরের দূরত্ব হইবে। কিন্তু একদিন এমন হইবে যে, জান্নাতীদের ভীড়ের কারণে এত প্রশস্ত দরজাও ভরিয়া যাইবে। আমি সেই যুগও দেখিয়াছি যখন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাতজন ছিলাম, আমিও তাহাদের মধ্যে शामिल ছিলাম, শুধু গাছের পাতাই আমাদের খাদ্য ছিল। অনবরত উহা খাওয়ার কারণে আমাদের মাড়িগুলি দ্রুত হইয়া গিয়াছিল। আমি একটি চাদর পাইলাম উহাকে দুই টুকরা করিয়া অর্ধেক দ্বারা লুঙ্গি বানাইলাম বাকী অর্ধেক দ্বারা সাদে ইবনে মালেক লুঙ্গি বানাইয়া লইল। আজ আমাদের মধ্যে হইতে প্রত্যেকে কোননা কোন শহরের গভর্নর হইয়াছে। আমি আমার দৃষ্টিতে বড় হই আর আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে ছোট হই—ইহা হইতে আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট পানাহ চাহিতেছি। সর্বকালে এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে, নবুওতী তরীক কিছুকাল চলিয়া শেষ হইয়া যায় আর বাদশাহী উহার স্থান দখল করিয়া লয়। আমাদের পর তোমরা অপর গভর্নরদের অভিজ্ঞতা অর্জন করিবে। (মুসলিম)

ফায়দা : নবুওতী তরীকার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি এই যে, উহার মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম হয়, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও আখেরাতের আগ্রহ নসীব হয়। (তাকমিলাহ ফাতহুল মুলহিম)

۱۲۹- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ يَلْتَمِسُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْبَيْتِ

قَيِّمُوا: السَّلَامَ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تَوَعَّدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَآهْلِ بَيْتِ الْعَرْشِ.

১২৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, যখনই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (রাত্রি যাপনের) পালা আমার ঘরে হইত এবং তিনি রাতে তাম্বারীফ আনিতেন, তখন রাত্রের শেষাংশে (মদীনায কবরস্থান) বাকীতে গমন করিতেন এবং এরশাদ করিতেন—

السَّلَامَ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تَوَعَّدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ.

وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَآهْلِ بَيْتِ الْعَرْشِ

অর্থ : হে মুসলমান বস্তুর অধিবাসীগণ! আসসালামু আলাইকুম, তোমাদের উপর সেই আগামীকাল আসিয়া গিয়াছে যাহাতে তোমাদের মৃত্যুর খবর দেওয়া হইয়াছিল, আর ইমশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সহিত মিলিত হইব। হে আল্লাহ! বাকীবাসীদের ক্ষমা করিয়া দিন।

(মুসলিম)

۱۳۰- عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

وَاللَّهُ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا بَنَلٌ مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ بِصَبْعِهِ هَذِهِ لِي

الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَ تَرْجِعُ؟. رواه مسلم، باب فناء الدنيا.

১১১৭:রফ

১৩০. হযরত মুসতাবির ইবনে শাদ্দাদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালায় কসম, দুনিয়ার উদাহরণ আখেরাতের মোকাবিলায় এমন, যেমন তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি নিজের আঙ্গুল সমুদ্রে ডুবাইয়া বাহির করিয়া দেখিল যে, আঙ্গুলে কি পরিমাণ পানি লাগিয়াছে, অর্থাৎ যেমনিভাবে আঙ্গুলে লাগিয়া থাকা পানি সমুদ্রের মোকাবিলায় অতি সামান্য, তেমনিভাবে দুনিয়ার জিন্দেগী আখেরাতের মোকাবিলায় অতি সামান্য। (মুসলিম)

۱۳۱- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْكَيْسُ مَنْ

ذَانْ نَفْسُهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا

وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن. باب حديث الكبير

من دنان نفس. ১১০৭:রফ

১৩১. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের হিসাব লইতে থাকে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর বোকা ঐ ব্যক্তি যে নফসের খাহেশ মোতাবেক চলে এবং আল্লাহ তায়ালায় প্রতি আশা রাখে (যে আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল।) (তিরমিযী)

۱۳۲- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَاشِرَ عَشْرَةٍ

فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَنْ أَكْبَسَ النَّاسَ،

وَأَحْزَمَ النَّاسَ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِغْفَادًا

لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزُولِ الْمَوْتِ، أَوْلَيْكَ هُمُ الْآكِيْسُ، ذَهَبُوا بِشَرَفِ

الدُّنْيَا وَكَرَاهِمَا الْآخِرَةِ. قلت: رواه ابن ماجه باختصار، رواه الطبرانی فی

الصغير وإسناده حسن، مجمع الزوائد. ১১০৭/১

১৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি দশজনের একজামাতের সহিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলাম। আনসারদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরজ করিল, হে আল্লাহর নবী! লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ও ইশিয়ার ব্যক্তি কে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যু আসিবার পূর্বে সবচেয়ে বেশী মৃত্যুর তৈয়ারী করে। (যাহারা এইরূপ করিবে তাহারা ই বুদ্ধিমান) ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়ার মর্যাদা ও আখেরাতের সম্মান অর্জন করিয়াছে।

(তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

۱۳۳- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مَرَّتَيْنِ،

وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسْطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خَطًّا صِغَارًا إِلَى هَذَا

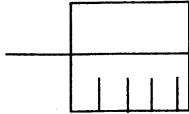
الَّذِي فِي الْوَسْطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسْطِ، فَقَالَ: هَذَا الْإِنْسَانُ،

وَهَذَا أَجَلُهُ مُجِطُّ بِهِ- أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ- وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ،

وَهَذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَ هَذَا نَهَضَهُ هَذَا، وَإِنْ

أَخْطَأَ هَذَا نَهَضَهُ هَذَا. رواه البخارى، باب فى الأمل وطوله، رقم: ৬১১৭

১৩৩. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার কোণ বিশিষ্ট (চারটি রেখাযুক্ত) একটি নকশা আঁকিলেন, অতঃপর ঐ চার কোণবিশিষ্ট নকশার মধ্যে অন্য একটি লম্বা রেখা টানিলেন যাহা নকশার বাহিরে চলিয়া গেল। তারপর নকশার ভিতরে ছোট ছোট রেখা টানিলেন। (উহার আকৃতি ওলামাগণ বিভিন্ন প্রকারে লিখিয়াছেন তন্মধ্যে হইতে একটি নকশা হইল এইরূপ)



ইহার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মাঝখানের রেখাটি হইল মানুষ, আর (চারকোণ বিশিষ্ট নকশা) যাহা তাহাকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে উহা তাহার মৃত্যু, যাহা হইতে মানুষ কখনও বাহির হইতেই পারে না, আর যে রেখাটি বাহিরে চলিয়া গিয়াছে উহা হইল তাহার আশা আকাঙ্ক্ষাসমূহ, যাহা তাহার জীবনের চেয়েও আগে চলিয়া গিয়াছে। আর এই ছোট ছোট রেখাগুলি হইল তাহার রোগব্যাদি ও বিপদ আপদসমূহ। প্রত্যেকটি ছোট রেখা হইল এক একটি বিপদ। যদি একটি হইতে বাঁচিয়া যায় তখন আরেকটি তাহাকে ধরিয়া ফেলে, আর যদি উহা হইতে প্রাণে বাঁচিয়া যায় তখন অন্য কোন বিপদ আসিয়া পড়ে। (বোখারী)

১৩৪. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: اتَّانَ

يُحْرَفُهُمَا ابْنُ آدَمَ، الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ، وَيُحْرَفُهُ قِلَّةُ

الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقْلٌ لِلْجَنَابِ. رواه أحمد لإسنادين ورجال أحمد

رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ১/৫৩৮

১৩৪. হযরত মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, দুইটি বস্তু এমন রহিয়াছে যাহা মানুষ পছন্দ করে না, (একটি হইল) মৃত্যু। অথচ মৃত্যু তাহার জন্য ফেৎনা হইতে উত্তম অর্থাৎ মৃত্যুর দরুন মানুষ দ্বীনের জন্য ক্ষতিকারক ফেৎনা হইতে বাঁচিয়া যায়। এবং (দ্বিতীয়টি হইল) সম্পদ কম হওয়া। ইহা মানুষ পছন্দ করে না। অথচ সম্পদ কম হওয়া আখেরাতের হিসাবকে অনেক কম করিয়া দেয়। (মুসনাদে আহমাদ, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

১৩৫. عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

وَأَمَّنْ بِالْبَيْتِ وَالْحِسَابِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. ذكر الحافظ ابن كثير هذا

الحدث بطوله فى البداية والنهاية ১/১০২

১৩৫. হযরত আবু সালামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এই অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিবে যে, সে এই কথার সাক্ষাদান করে যে, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই, এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রসূল। (আর এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে,) মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া, এবং হিসাব কিতাবের উপর দীর্শন আনিয়াছে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (আল বিয়াযা ওয়ান নিহাযা)

১৩৬. عَنْ أَمِّ الدُّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمِّ الدُّرْدَاءِ: أَلَا

تَبْنِي لِأَخِيكَ مَا يَتَّبِعِي الرِّجَالُ لِأَخِيَابِهِمْ فَقَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنْ أَمَانَكُمْ عَقَبَةُ كُفْرًا لَا يَجَاوِزُهَا

النَّظَرُونَ فَاجِبٌ أَنْ اتَّخَفْتُ لِيْلِكَ الْعَقَبَةِ. رواه البيهقى فى شعب

الإيمان ১/২০৭

১৩৬. হযরত উম্মে দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি আবু দারদা (রাযিঃ) এর নিকট আরজ করিলাম যে, আপনি আপনার মেহমানদের মেহমানদারী করার জন্য অন্যান্য লোকদের মত মাল উপার্জন করেন না কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, তোমাদের সামনে একটি কঠিন ঘাঁটি রহিয়াছে, উহার উপর দিয়া বেশী বোঝা বহনকারী সহজে

মাগফিরাতের দোয়া কর, এবং এই দোয়া কর যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে (প্রশ্নের উত্তরে) অটল রাখেন। কেননা এখন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইতেছে। (আবু দাউদ)

١٣٩- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَضَلَّةً
فَرَأَى نَاسًا كَانَتْهُمْ يَحْكُمُونَ قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوِ اتَّخَذْتُمْ ذِكْرَ هَازِمِ
الذُّبَاتِ لَتَغْلَبَكُمْ عَمَّا أَرَى الْمَوْتَ فَاتَّخِذُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ
الذُّبَاتِ الْمَوْتَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا
بَيْتُ الْعُرْبَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الْمَوَدِّ،
فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، أَمَا إِنْ كُنْتَ
لَأَحَبَّ مِنْ يَمْنَى عَلَى ظَهْرِي إِلَى فِإْذٍ وَلَيْتَكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ
فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، قَالَ: فَيُصْعَقُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى
الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَمْ مَرْحَبًا وَلَا
أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مِنْ يَمْنَى عَلَى ظَهْرِي إِلَى فِإْذٍ وَلَيْتَكَ
الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ، قَالَ: فَيُلْقَمُ عَلَيْهِ حَتَّى
يَلْقَى عَلَيْهِ وَتُخْلِفَ أَضْلَاعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ
فَادْخُلْ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ نَيْبًا
لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا ابْتَثَ شَيْئًا مَا بَقِيَ الدُّنْيَا،
فَيَنْهَشُنَهَا وَيَغْدِسُنَهَا حَتَّى يَفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا الْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حَفْرَةٌ مِنْ حَفَرِ
النَّارِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، بَابُ حَدِيثِ أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ

اللذات، رقم: ٢٤٦٠

১৩৯. হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য মসজিদে আসিলেন। দেখিলেন যে, হাতির দরুন কিছু লোকের দাঁত দেখা যাইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি তোমরা স্বাদবিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করিতে তবে তোমাদের এই অবস্থা হইত না যাহা আমি দেখিতেছি। সতরাং স্বাদবিনষ্টকারী মৃত্যুকে

১৩৭. হযরত ওসমান (রাযিঃ)এর আজাদকৃত গোলাম হযরত হানী (রাঃ) বলেন যে, হযরত ওসমান (রাযিঃ) যখন কোন কবরের পাশে হুইতেন তখন খুব কাঁদিতেন, এমনকি চোখের পানিতে দাড়ি ভিজাইয়া লিতেন। তাহার নিকট আরজ করা হইল, (কি ব্যাপার) আপনি জ্ঞাত হজ্জামামের আলোচনায় কাদের না, আর কবর দেখিয়া এত কীদেন? তিনি বলিলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর আখেরাতের ঘাঁটিসমূহের মধ্য হইতে প্রথম ঘাঁটি, যদি দা ইহা হইতে নাজাত পাইয়া যায় তবে পরবর্তী ঘাঁটিসমূহ উহা হইতে জ হইবে, আর যদি এই ঘাঁটি হইতে নাজাত না পায়, তবে পরবর্তী টিসমূহ উহা হইতে বেশী কঠিন হইবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইহাও) এরশাদ করিয়াছেন, আমি কবরের দৃশ্য হইতে কোন কোন দৃশ্য দেখি নাই। (তিরমিযী)

١٣٨- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَرَعَ مِنْ دُفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِإِخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّائِبِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ. رواه أبو داود، باب الاستغفار عند القبر،

رقم: ۳۲۲۱

১৩৮. হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিয়া অবসর হইতেন, তখন কবরের পাশে দাঁড়াইতেন, এবং এরশাদ করিতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ তায়ালায় নিকট

বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা কবরের উপর এমন কোনদিন যায় না যেদিন সে এই আওয়াজ দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি একাকিত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। যখন মোমিন বান্দাকে দাফন করায় তখন কবর তাহাকে বলে তোমার আগমন বরকতময় হউক। খুব ভাল করিয়াছ যে, তুমি আসিয়া গিয়াছ। যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তুমি আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার সোপর্দ করা হইয়াছে এবং আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমার উত্তম ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর যতদূর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌছিতে পারে কবর ততদূর পর্যন্ত প্রশস্ত হইয়া যায়। এবং তাহার জন্য একটি দরজা জন্মান্তের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়।

আর যখন কোন গোনাহগার অথবা কাফেরকে কবরে রাখা হয় তখন কবর বলে, তোমার আগমন বরকতময় না হউক, তুমি আসিয়াছ খুব মন্দ করিয়াছ, যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তোমার প্রতিই আমার বেশী ঘৃণা ছিল। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হইয়াছ, তখন আমার দুর্ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর তাহাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, একদিকের পাজর অন্যদিকের পাজরে ঢুকিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে একদিকের পাজর অন্যদিকে ঢুকিয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এমন সত্ত্বটি অঙ্গুর সাপ নিযুক্ত করিয়া দেন যাহাদের মধ্য হইতে একটিও যদি জমিনের উপর শ্বাস ফেলে তবে উহার (বিশের) প্রভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। উহারা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত কামড়াইতে ও দংশন করিতে থাকিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর জন্মান্তের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। (তিরমিযী)

১৩০- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَيْنَاهَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يَلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الطُّيُورُ وَفِي يَدِهِ غُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِينُوا

بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ: وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ قَبِيلَسَانِهِ قَبِيلُونَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ يَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ، يَقُولُونَ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ يَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ، يَقُولُونَ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟ قَالَ يَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُونَ: وَمَا يَذُرُّكَ؟ يَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ إِلَهِي فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَّقَ عَبْدِي فَأَقْرِضُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبُسْرَةِ مِنَ الْجَنَّةِ وَاتَّقُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رُوحِهَا وَطَبِيعِهَا قَالَ: وَيَفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَذْبَحُهُ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ، فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: وَتَعَادَ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ قَبِيلَسَانِهِ، يَقُولُونَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ يَقُولُ: هَاهُ هَا لَا أَذْرِي، يَقُولُونَ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ يَقُولُ: هَاهُ هَا لَا أَذْرِي، يَقُولُونَ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟ يَقُولُ: هَاهُ هَا لَا أَذْرِي، فَيَأْتِيهِ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَقْرِضُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبُسْرَةِ مِنَ النَّارِ وَاتَّقُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُوءِهَا قَالَ: وَيُضَقُّ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ

فِيهِ أَضْلَاعُهُ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْقَبْرِ، ١٤٧٥: ١

১৪০. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক আনসারী সাহাবীর জানাযায় (কবরস্থানে) গেলাম। যখন আমরা কবরের নিকট পৌঁছলাম তখনও কবর খনন শেষ হইয়াছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবর তৈয়ার হওয়ার অপেক্ষায়) বসিলেন। আর আমরাও তাহার চারিপার্শ্বে এমনভাবে মনোযোগ সহকারে বসিয়া গেলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। তাঁহার হাতে একটি কাঠি ছিল যাহা দ্বারা তিনি মাটি খোঁচাইতে ছিলেন। (কোন গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে।) অতঃপর তিনি তাহার মাথা উঠাইলেন এবং দুই অথবা তিনবার বলিলেন, কবরের আযাব হইতে আল্লাহ তায়ালা নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। অতঃপর বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালা মোমিন বান্দা এই দুনিয়া হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া যখন বরযখের জগতে পৌঁছে অর্থাৎ তাহাকে কবরে দাফন করিয়া দেওয়া হয় তখন) তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন

বেশী বেশী স্মরণ কর। কেননা কবরের উপর এমন কোনদিন যায় না যেদিন সে এই আওয়াজ দেয় না যে, আমি অপরিচিতের ঘর, আমি একাকিত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। যখন মোমিন বান্দাকে দাফন করায় তখন কবর তাহাকে বলে তোমার আগমন বরকতময় হউক। খুব ভাল করিয়াছ যে, তুমি আসিয়া গিয়াছ। যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তুমি আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিলে। আজ যখন তোমাকে আমার সোপর্দ করা হইয়াছে এবং আমার নিকট আসিয়াছ তখন আমার উত্তম ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর যতদূর পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পৌছিতে পারে কবর ততদূর পর্যন্ত প্রশস্ত হইয়া যায়। এবং তাহার জন্য একটি দরজা জন্মান্তের দিকে খুলিয়া দেওয়া হয়।

আর যখন কোন গোনাহগার অথবা কাফেরকে কবরে রাখা হয় তখন কবর বলে, তোমার আগমন বরকতময় না হউক, তুমি আসিয়াছ খুব মন্দ করিয়াছ, যত লোক আমার উপর চলাফেরা করিত তাহাদের সকলের মধ্যে তোমার প্রতিই আমার বেশী ঘৃণা ছিল। আজ যখন তুমি আমার সোপর্দ হইয়াছ, তখন আমার দুর্ব্যবহারও দেখিতে পাইবে। অতঃপর কবর তাহাকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, একদিকের পাজর অন্যদিকের পাজরে ঢুকিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে ঢুকাইয়া বলিলেন যে, এইভাবে একদিকের পাজর অন্যদিকে ঢুকিয়া যায়। আর আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর এমন সন্তুরটি অঙ্গুর সাপ নিযুক্ত করিয়া দেন যাহাদের মধ্য হইতে একটিও যদি জমিনের উপর শ্বাস ফেলে তবে উহার (বিশেষ) প্রভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে ঘাস উৎপন্ন হওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে। উহারা তাহাকে কেয়ামত পর্যন্ত কামড়াইতে ও দংশন করিতে থাকিবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবর জন্মান্তের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত। (তিরমিযী)

۱۳- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَتْهُنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا لَحِذَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِنَا الْكُفْرُ وَفِي يَدَيْهِ غُودٌ يَنْكُثُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِذُوا

بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ: وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ قَبِيلَسَانِهِ قَبِيلُونَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ يَقُولُ: رَبِّي اللَّهُ، يَقُولُونَ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ يَقُولُ: دِينِي الْإِسْلَامُ، يَقُولُونَ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟ قَالَ يَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُونَ: وَمَا يَذُرُّكَ؟ يَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَمَنْتُ بِهِ وَصَدَقْتُ قَالَ: قَيْنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَقْرُؤْهُ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْبُسْرَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَاقْرَؤْهَا لَهُ يَا أَبَا إِلَى الْحَيَّةِ قَالَ: قَيْنَاتِي مِنْ زَوْجِهَا وَطَبِيعُهَا قَالَ: وَيَفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَذْبَحَهُ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ، فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ: وَتَعَادَ زَوْجُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ قَبِيلَسَانِهِ، يَقُولُونَ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ يَقُولُ: هَاهُ هَا لَا أَذْرِي، يَقُولُونَ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ يَقُولُ: هَاهُ هَا لَا أَذْرِي، يَقُولُونَ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمْ؟ يَقُولُ: هَاهُ هَا لَا أَذْرِي، قَيْنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَقْرُؤْهُ مِنَ النَّارِ وَالْبُسْرَةِ مِنَ النَّارِ وَاقْرَؤْهَا لَهُ يَا أَبَا إِلَى النَّارِ قَالَ: قَيْنَاتِي مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ: وَيُضَقُّ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ

فِيهِ اضْلاَعُهُ، رواه أبو داود، باب الصلاة في القبر، ৫৮০০, رقم: ৫৮০০

১৪০. হযরত বারা ইবনে আযেব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক আনসারী সাহাবীর জানাযায় (কবরস্থানে) গেলাম। যখন আমরা কবরের নিকট পৌঁছলাম তখনও কবর খনন শেষ হইয়াছিল না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কবর তৈয়ার হওয়ার অপেক্ষায়) বসিলেন। আর আমরাও তাহার চারিপার্শ্বে এমনভাবে মনোযোগ সহকারে বসিয়া গেলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখী বসিয়া আছে। তাঁহার হাতে একটি কাঠি ছিল যাহা দ্বারা তিনি মাটি খোঁচাইতে ছিলেন। (কোন গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় এইরূপ হইয়া থাকে।) অতঃপর তিনি তাহার মাথা উঠাইলেন এবং দুই অথবা তিনবার বলিলেন, কবরের আযাব হইতে আল্লাহ তায়ালা নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। অতঃপর বলিলেন, (আল্লাহ তায়ালা মোমিন বান্দা এই দুনিয়া হইতে স্থান পরিবর্তন করিয়া যখন বরযখের জগতে পৌঁছে অর্থাৎ তাহাকে কবরে দাফন করিয়া দেওয়া হয় তখন) তাহার নিকট দুইখন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে প্রশ্ন

করেন, তোমার রব কে? সে বলে, আল্লাহ আমার রব। পুনরায় প্রশ্ন করেন, তোমার দ্বীন কি? সে বলে, ইসলাম আমার দ্বীন। আবার প্রশ্ন করেন, এই ব্যক্তি যাহাকে তোমাদের মধ্যে (নবী বানাইয়া) পাঠানো হইয়াছিল অর্থাৎ হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ব্যাপারে তোমার কি ধারণা? সে বলে, তিনি আল্লাহ তায়ালার রসূল। ফেরেশতারা বলেন, তোমাকে ইহা কে বলিয়াছে? অর্থাৎ তুমি তাহার রসূল হওয়া সম্পর্কে কিরূপে জানিয়াছ? সে বলে, আমি আল্লাহ তায়ালার কিতাব পড়িয়াছি, উহার উপর ঈমান আনিয়াছি, এবং উহাকে সত্য বলিয়া মানিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তোমার বান্দা যখন ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর ঐরূপ ঠিক ঠিক দিয়া দেয় তখন) একজন ঘোষণাকারী আসমান হইতে ঘোষণা করে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আসমান হইতে ঘোষণা করা হয় যে, আমার বান্দা সত্য বলিয়াছে। সুতরাং তাহার জন্য জন্মাতের বিছানা বিছাইয়া দাও, তাহাকে জন্মাতের পোশাক পরাইয়া দাও, এবং তাহার জন্য জন্মাতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দাও। (সুতরাং দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়) এবং ঐ দরজা দিয়া জন্মাতের মিষ্টি বাতাস এবং সুগন্ধ আসিতে থাকে। আর কবর তাহার জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হয়। (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণকারী মোমেনের এই অবস্থা বর্ণনা করিলেন)

অতঃপর তিনি কাফেরের মৃত্যুর আলোচনা করিলেন এবং এরশাদ করিলেন, মৃত্যুর পর তাহার রূহ তাহার শরীরে ফিরিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট (ও) দুইজন ফেরেশতা আসেন, তাহারা তাহাকে বসান এবং প্রশ্ন করেন, তোমার রব কে? সে বলে হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। অতঃপর ফেরেশতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার দ্বীন কি ছিল? সে বলে হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। অতঃপর ফেরেশতা তাহাকে বলেন, এই ব্যক্তি যাহাকে তোমাদের মধ্যে (নবী হিসাবে) পাঠানো হইয়াছিল তাহার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি ছিল? সে তখনও ইহাই বলে, হায় আফসোস, আমি কিছু জানি না। (এই প্রশ্ন উত্তরের পর) আসমান হইতে একজন ঘোষণাকারী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে ঘোষণা করে। এই ব্যক্তি মিথ্যা বলিয়াছে। অতঃপর (আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে) এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে যে, তাহার জন্য আগুনের বিছানা বিছাইয়া দাও, এবং তাহাকে আগুনের পোশাক পরাইয়া দাও, আর তাহার জন্য দোযখের একটি দরজা খুলিয়া দাও। (সুতরাং এই সবকিছু

করিয়া দেওয়া হয়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (দোযখের ঐ দরজা দিয়া) দোযখের উত্তাপ ও ঝলসানো বাতাস তাহার নিকট পৌছিতে থাকে। আর তাহার উপর কবর এত সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হয় যে, উহার কারণে তাহার পাঁজরগুলি একটি অন্যটির মধ্যে ঢুকিয়া যায়। (আবু দাউদ)

ফায়দাঃ কাফেরদের ব্যাপারে ইহা বলা যে, সে মিথ্যা বলিয়াছে ইহার অর্থ হইল, ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে কাফেরদের অজ্ঞতা প্রকাশ করা মিথ্যা। কেননা প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ তায়ালার একদ্ববাদী তাহার রসূল এবং দ্বীন ইসলামের স্বীকারকারী ছিল।

۱۳۱- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ بَغَالِهِمْ، أَنَّهُ مَلَكَانِ يَقْعِدَانِ يَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعِدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ ابْذَلْتَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعِدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ يَقُولُ: لَا أَذْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُهُ النَّاسُ، فَيَقَالُ: لَا ذَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيَضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَتُصِحُّ صَوْتُهُ يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، رواه البخاري، باب ما جاء في غيابة القبر، رقم: ۱۳۷۴

১৪১. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষকে যখন তাহার কবরে রাখা হয় এবং তাহার সঙ্গীরা অর্থাৎ তাহার জানাযার সহিত আগত লোকেরা ফিরিয়া যায় এবং (তখনও তাহারা এতটুকু নিকটে থাকে যে) সে তাহাদের জুতার আওয়াজ শুনিতে পায়, ইত্যবসরে তাহার নিকট দুইজন ফেরেশতা আসেন। তাহারা তাহাকে বসান। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এই ব্যক্তি—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বলিতে? যে ব্যক্তি মোমেন হয় সে বলে আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি আল্লাহ তায়ালার বান্দা এবং তাঁহার রসূল। (এই জওয়াব শুনিয়া) তাহাকে বলা হয় (ঈমান না আনার কারণে) দোযখে তোমার যেই স্থান হইতে উহা দেখিয়া লও। এখন আল্লাহ তায়লা উহার পরিবর্তে তোমাকে জন্মাতে স্থান দিয়াছেন। (দোযখ এবং জন্মাতের উভয়

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম লোকদের উপরেই কেয়ামত কায়ম হইবে। (মুসলিম)

رقم: ۳۷۶، ۳۷۵

এই হাদীসের এই অর্থও বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কেয়ামত ঐ সময় পর্যন্ত কায়ম হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়াতে এমন ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিবে যে এই কথা বলে যে, হে লোকেরা ! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর, আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী কর। (মেরকাত)

عَلَى شِرَارِ النَّاسِ. رواه مسلم، باب قرب الساعة، رقم: ٧٤٠٢

১৪৩. হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ

رقم: ٧٣٨١ وفي رواية: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ

وَجُوهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةً
وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ. (الحديث) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، بَابُ قَوْلِهِ: وَنَرَى النَّاسَ

سکاری، رقم: ۷۴۱۷

১৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের পূর্বে) দাঙ্গাল বাহির হইবে। এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করিবে। এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি জানি না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চল্লিশ বলার উদ্দেশ্য চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ মাস, অথবা চল্লিশ বছর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (হযরত) ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)কে (দুনিয়াতে) পাঠাইবেন। দেখিতে তিনি যেন ওরওয়া ইবনে মাসউদ। অর্থাৎ তাহার অবয়ব ও আকৃতি হযরত ওরওয়া ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)এর মত হইবে। তিনি দাঙ্গালকে তালাশ করিবেন। (তাহাকে ধাওয়া করিবেন এবং ধরিয়া) শেষ করিয়া ফেলিবেন। অতঃপর সাত বৎসর পর্যন্ত মানুষ এমনভাবে বসবাস করিবে যে, দুইজন মানুষের মাঝে (ও) পরস্পর শত্রুতা থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা সিরিয়ার দিক হইতে এক (বিশেষ ধরনের) ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করিবেন যাহার প্রভাবে জমিদের উপর এমন কোন ব্যক্তি আর অবশিষ্ট থাকিবে না যাহার অন্তরে সামান্যতম ঈমানও রহিয়াছে। (মোটকথা এই বাতাসের প্রভাবে সকল ঈমানদার ব্যক্তি শেষ হইয়া যাইবে।) এমনকি যদি তোমাদের মধ্য হইতে কোন ব্যক্তি কোন পাহাড়ের ভিতর (ও) চলিয়া যায় তবে এই বাতাস সেইখানে পৌঁছিয়া তাহাকে খতম করিয়া দিবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন ইহার পর শুধু মন্দ লোকেরাই দুনিয়াতে থাকিয়া যাইবে। (তাহাদের অন্তর ঈমান হইতে একেবারেই খালি হইবে) তাহাদের মধ্যে পাখীর মত ক্ষিপ্ৰতা হইবে। অর্থাৎ যেভাবে পাখীরা উড়িবার সময় দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় এমনিভাবে এই সকল লোকেরা নিজেদের অন্যায় খাছেশ পূরণ করার ব্যাপারে ক্ষিপ্ৰতা দেখাইবে। আর (অন্যদের উপর জুলুম ও শক্তি প্রয়োগ করার ব্যাপারে) হিংস্র পশুর ন্যায় স্বভাব হইবে ন্যায় কাজকে ন্যায় মনে করিবে না, মন্দ কাজকে মন্দ বুঝিবে না। শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করিয়া তাহাদের সম্মুখে আসিবে এবং তাহাদেরকে বলিবে, তোমরা কি আমার হুকুম মানিবে না? তাহারা বলিবে, তুমি আমাদেরকে কি হুকুম দাও? অর্থাৎ তুমি যাহা বলিবে আমরা উহা করিব। তখন শয়তান তাহাদেরকে মূর্তিপূজার হুকুম করিবে। (তাহারা তাহার হুকুম পালন করিবে) এই সময় তাহাদের উপর রিয়িকের প্রাচুর্য হইবে। আর তাহাদের জিন্দেগী (বাহ্যিকভাবে) বড় সুন্দর (আরাম আয়েশের) হইবে। তারপর শিক্ষায় ফুক

দেওয়া হইবে। যে কেহ এই শিক্ষার আওয়াজ শুনিবে (সেই আওয়াজের ভয়াবহতা এবং ভয়ের কারণে বেহঁশ হইয়া যাইবে। আর উহার কারণে তাহার মাথা শরীরের উপর সোজা রাখিতে পারিবে না। বরং) তাহার গর্দান এদিক সেদিক কাত হইয়া যাইবে। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি শিক্ষার আওয়াজ শুনিতে পাইবে (এবং যাহার উপর সর্বপ্রথম উহার প্রভাব পড়িবে) সে এক ব্যক্তি হইবে যে তাহার উটের পানি পান করানোর হাউজ মাটি দ্বারা মেরামত করিতে থাকিবে, সে বেহঁশ এবং প্রাণহীন হইয়া পড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ মরিয়া যাইবে। আর অন্যান্য সকল লোকেরাও মরিয়া পড়িয়া যাইবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (হালকা) শিশিরের ন্যায় বৃষ্টি বর্ষণ করিবেন। উহার কারণে মানুষের শরীরে প্রাণের সঞ্চার হইবে। অতঃপর দ্বিতীয় বার শিক্ষায় ফুক দেওয়া হইবে। তখন সঙ্গে সঙ্গে সবাই দাঁড়াইয়া যাইবে। (এবং চারিদিকে) দেখিতে থাকিবে। অতঃপর বলা হইবে, হে লোকসকল, তোমাদের রবের দিকে চল। (এবং ফেরেশতাদের প্রতি হুকুম হইবে যে,) তাহাদেরকে (হিসাবের ময়দানে) দাঁড় করাও। (কেননা) তাহাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে। (এবং তাহাদের আমলের হিসাবকিতাব হইবে।) অতঃপর হুকুম হইবে তাহাদের মধ্য হইতে দোষখীদেরকে বাহির করা। আরজ করা হইবে কতজনের মধ্য হইতে কতজন? হুকুম হইবে প্রতি হাজারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানব্বইজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এই সেই দিন যাহা বাচ্চাদেরকে বুড়া বানাইয়া দিবে। অর্থাৎ সেই দিনের কঠোরতা ও দীর্ঘতা বাচ্চাদেরকে বুড়া করিয়া দেওয়ার মত হইবে। যদিও প্রকৃতপক্ষে বাচ্চা বুড়া না হউক। আর ইহাই হইবে সেইদিন যেদিন পায়ের গোছা প্রকাশ করা হইবে, অর্থাৎ যেদিন আল্লাহ তায়ালা বিশেষ প্রকারের তাজাল্লা বা জ্যোতি প্রকাশ করিবেন। (মুসলিম)

অন্য এক রেওয়াজেতে এইরূপ আছে যে, যখন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) শুনিলেন হাজারের মধ্য হইতে নয়শত নিরানব্বই জন জাহান্নামে যাইবে তখন তাহারা এই কথা শুনিয়া এত চিন্তাযুক্ত হইলেন যে, তাহাদের চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, নয়শত নিরানব্বইজন যাহারা জাহান্নামে যাইবে তাহারা ইয়াজুজ মাজুজ (এবং তাহাদের মত কাফের মুশরিকদের) মধ্য হইতে হইবে। আর এক হাজার হইতে একজন (যে জাহান্নামে যাইবে) সে তোমাদের মধ্য হইতে (এবং তোমাদের তরীকা অবলম্বনকারীদের মধ্য হইতে) হইবে। (বোখারী)

۱۳۵- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ أَنْعَمَ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْقَمَمِ الْقَرْنِ وَاسْتَمَعَ الْأَذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالْفَنَعِ فَيَنْفَعُ فَكَأَنَّ ذَلِكَ نَقَلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. رواه الترمذی

وقال: هذا حديث حسن، باب ما جاء في شأن الصور، رقم: ২৪৩১

১৪৫. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি কিভাবে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি, অথচ শিঙ্গায় ফুক দানকারী ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে লাগাইয়া ফেলিয়াছেন এবং তিনি কান লাগাইয়া রাখিয়াছেন যে, কখন তাহাকে শিঙ্গায় ফুক দেওয়ার হুকুম হইবে আর তিনি উহাতে ফুক দিবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)দের নিকট ইহা কঠিন মনে হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে এরশাদ করিলেন : তোমরা বল—

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম ব্যবস্থাকারী। আল্লাহ তায়ালাই উপর আমরা ভরসা করিলাম। (তিরমিযী)

১৩৬- عَنْ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: تَذْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ مِثْلِ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَغْصَانِهِمْ فِي الْعَرْقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِئُهُ الْعَرْقُ إِلَى الْخَامَةِ قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فَيْمٍ. رواه مسلم، باب في صفة يوم القيامة، رقم: ৭১০

১৪৬. হযরত মেকদাদ (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টির নিকটবর্তী করিয়া দেওয়া হইবে। এমনকি তাহাদের হইতে মাত্র এক মাইলের দূরত্ব পরিমাণ থাকিয়া যাইবে। এবং (উহার গরমে) লোকেরা তাহাদের আমল পরিমাণ ঘর্মাঞ্জ হইবে। অর্থাৎ যাহার আমল যত মন্দ হইবে তাহার ঘাম ততবেশী হইবে। কিছু লোকের ঘাম

তাহাদের পায়ের গিরা পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোকের ঘাম তাহাদের হাঁটু পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোকের কোমর পর্যন্ত হইবে। আর কিছু লোক যাহাদের ঘাম তাহাদের মুখ পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করিলেন (যে তাহাদের ঘাম এই পর্যন্ত পৌছিয়া যাইবে।) (মুসলিম)

১৩৭- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُحْضَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفًا مَشَاءَ وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلَى وَجُوهِهِمْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ يَنْشُونَ عَلَى وَجُوهِهِمْ؟ قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَشْأَاهُمْ عَلَى أَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْشِئَهُمْ عَلَى وَجُوهِهِمْ، أَمَّا إِنَّهُمْ يَتَّقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَذَبٍ وَشَوْكَةٍ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن، باب ومن سورة بني إسرائيل، رقم: ৩১৫১

১৪৭. হযরত আবু হোরায়ারা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন লোকদেরকে তিনপ্রকারে উঠানো হইবে। একদল পায়ের হাঁটিয়া চলিবে, একদল সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া চলিবে, একদল মুখের উপর ভর করিয়া চলিবে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মুখের উপর ভর করিয়া কিরূপে চলিবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে আল্লাহ তাহাদেরকে পায়ের উপর ভর করাইয়া চালাইয়াছেন, তিনি নিঃসন্দেহে তাহাদেরকে মুখের উপর ভর করাইয়া চালাইতেও ক্ষমতা রাখেন। ভালরূপে বুঝিয়া লও! ইহারা তাহাদের মুখের দ্বারাই জমিনের প্রতিটি টিলা এবং প্রতিটি কাঁটা হইতে বাঁচিবে। (তিরমিযী)

১৩৮- عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكُونُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجَمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ غُفْلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْفَافًا وَجْهَهُ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. رواه البخاري، باب كلام الرب تعالى.....

১৪৮. হযরত আলী ইবনে হাতেম (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কথা বলিবেন, মাঝখানে কোন দোভাষী থাকিবে না। (ঐ সময় বান্দা অসহায়ভাবে এদিক ওদিক দেখিবে) যখন নিজের ডান দিকে দেখিবে তখন তাহার আমল ছাড়া কিছুই দেখিবে না। যখন নিজের বাম দিকে দেখিবে তখন তাহার আমল ছাড়া কিছুই দেখিবে না। আর যখন নিজের সম্মুখে দেখিবে তখন আগুন ছাড়া কিছু দেখিবে না। সূতরাং দোযখের আগুন হইতে বাঁচ যদিও শুকনা খেজুরের টুকরা (সদকা করার) দ্বারা ই সম্ভব হয়। (বোখারী)

১৪৭- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ قَالَ: أَنْ يَنْظُرَ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ، إِنَّهُ مَنْ قُوِّسَ الْحِسَابُ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ. (الحدث) رواه

أحمد/১৪/৬

১৪৯. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন যে, আমি কোন কোন নামায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দোয়া করিতে শুনিয়াছি—

اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমার হিসাব সহজ করিয়া দাও। আমি আরজ করিলাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসাব বলিতে কি বুঝায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বান্দার আমলনামা দেখা হইবে অতঃপর ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে। কেননা হে আয়েশা, ঐ দিন যাহার হিসাবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে সে তো ধ্বংস হইয়া যাইবে। (মুসনাদে আহমাদ)

১৫০- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَنْ يَقْوَى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْبَدِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» فَقَالَ: يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِ كَالضَّلْوَةِ الْمَكُونَةِ. رواه البيهقي في كتاب

البعث والنشور، منكرة المصباح، رقم: ৫৫৬৩

১৫০. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমাকে বলিয়া দাও, কেয়ামতের দিন (যাহা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হইবে) কাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব হইবে। যে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন—

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, যেদিন সমস্ত লোক রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, মোমেনের জন্য এই দাঁড়াইয়া থাকা এত সহজ করিয়া দেওয়া হইবে যে, সেই দিনটি তাহার জন্য ফরজ নামায আদায় করার সমান হইবে।

(বায়হাকী, মেশকাত)

১৫১- عَنْ عَزَبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَخْطَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيْرِي بَيْنِي أَنْ يَدْخُلَ يَصِفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَيَبَيِّنَ الشَّفَاعَةَ، فَأَخَّرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. رواه الترمذی، باب منه حديث تعبير النبي ﷺ

رقم: ২৫১১

১৫১. হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজাজী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালায় নিকট হইতে একজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিয়াছেন এবং তিনি আমাকে (আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ হইতে) দুইটি বিষয়ের মধ্য হইতে একটির এখতিয়ার দিলেন। হয় তো আল্লাহ তায়ালা আমার অর্ধেক উম্মতকে জান্নাতে দাখিল করিবেন, অথবা আমাকে (সবার জন্য) সুপারিশ করার অধিকার দান করিবেন। তখন আমি সুপারিশের অধিকারকে গ্রহণ করিলাম। (যাহাতে সমস্ত মুসলমান উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। কেহ বঞ্চিত না হয়) সূতরাং আমার সুপারিশ ঐ সকল ব্যক্তির জন্য হইবে যাহারা আল্লাহ তায়ালায় সহিত কাহাকেও শরীক না করিয়া মৃত্যুবরণ করিবে। (তিরমিযী)

১৫২- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أُمَّتِي. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن

صحيح غريب، باب منه حديث شفاعتي رقم: ২৫১০

১৫২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কবীরী গুনাহকারীদের ব্যাপারে আমার সুপারিশ শুধু আমার উম্মতের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট হইবে। (অন্যান্য উম্মতের লোকদের জন্য নয়।) (তিরমিযী)

১৫৩- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا

كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَآجِ النَّاسِ بَغْضَهُمْ فِي بَغْضِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ: أَنَا لَهَا، فَاسْتَاذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدَهُ بِهَا لَا تَحْضُرُنِي الْآنَ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، وَأَجِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يَسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تَعْطُ، وَاشْفَعْ تَشْفَعُ، فَاذْهَبْ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّ! أَمْنَى أَمْنَى، فَيَقَالُ: انْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ، فَانْطَلِقْ فَأَفْعَلْ ثُمَّ أَعُوذُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَجِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَرْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يَسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تَعْطُ، وَاشْفَعْ تَشْفَعُ، فَاذْهَبْ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّ! أَمْنَى أَمْنَى، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرَجَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى أَذْنَى مِنْ أَذْنَى مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرَجَهُ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ، فَانْطَلِقْ فَأَفْعَلْ، ثُمَّ أَعُوذُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ، ثُمَّ أَجِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيَقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! أَرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يَسْمَعُ، وَسَلْ

تَعْطُ، وَاشْفَعْ تَشْفَعُ، فَاذْهَبْ، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّ! انْذِلْ لِي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَيَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَانِي وَعَظَمَتِي لِأَخْرَجَ مِنْهَا مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. رواه البخاري، باب كلام الرب تعالى

رقم: ১৩০

(وفي حديث طويل) عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَزْهَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيَخْرُجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَغْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ، قَدْ عَادُوا حُمَاً يَلْقَاهُمْ فِي نَهَرٍ فِي أَقْوَامِهِ الْحَيَّةُ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَّةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْجَبَّةُ فِي حِمِلِ السَّيْلِ قَالَ: فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُؤِ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمِ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هَؤُلَاءِ عَشَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدْ مَوُءَ، ثُمَّ يَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا اغْطِنَا مَا لَنَا مِمَّنْ قَطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: رِضَائِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا. رواه مسلم، باب معرفة طريق الرؤية، رقم: ১৩১

১৫৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন কেয়ামতের দিন হইবে তখন (অস্থিরতার কারণে) লোকেরা একে অন্যের নিকট দৌড়াইতে থাকিবে। সুতরাং (হযরত) আদম (আঃ) এর নিকট যাইবে, আর তাহার নিকট আরজ করিবে, আপনি আপনার রবের নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তিনি বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তোমরা ইবরাহীম (আঃ) এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ তায়ালা র খলীল। লোকেরা তাহার নিকট যাইবে। তিনি বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তবে তোমরা মুসা (আঃ) এর নিকট যাও, তিনি কালীমুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা র সহিত কথা বলিতেন। ইহারা তাহার নিকট যাইবে। তিনিও বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি। তোমরা ইসা (আঃ) এর নিকট যাও। তিনি রুহুল্লাহ এবং কালেমাতুল্লাহ। ইহারা তাহার নিকট যাইবে। তিনিও

বলিবেন, আমি ইহার উপযুক্ত নহি, তবে তোমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাও। সুতরাং তাহারা আমার নিকট আসিবে। আমি বলি, আমি সুপারিশের অধিকার রাখি। অতঃপর আমি আমার রবের নিকট অনুমতি চাহি। আমাকে অনুমতি দেওয়া হইবে। আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে তাহার প্রশংসাসূচক এমন বাক্যসমূহ ঢালিবেন যাহা এখন আমি করিতে পারি না। আমি ঐসকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তায়ালায় প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও। বল, তোমার কথা মানিয়া লওয়া হইবে। প্রার্থনা কর দান করা হইবে। সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত। আমার উম্মত। অর্থাৎ আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়া দিন। আমাকে বলা হইবে, যাও, যাহার অন্তরে যবের দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে তাহাকেও জাহান্নাম হইতে বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। ফিরিয়া আসিয়া আবার ঐ সকল বাক্য সহকারে আল্লাহ তায়ালায় প্রশংসা করিব এবং সেজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! মাথা উঠাও, বল তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (আমাকে) বলা হইবে যাও, যাহার অন্তরে এক বালুকণা অথবা একটি সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান থাকিবে তাহাকেও বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। ফিরিয়া আসিয়া আবার ঐ সকল বাক্যসহকারে আল্লাহ তায়ালায় প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, ইয়া রব! আমার উম্মত! আমার উম্মত! (আমাকে) বলা হইবে, যাও, যাহার অন্তরে একটি সরিষার দানার চেয়ে ও অতি কম ঈমান থাকিবে তাহাকেও বাহির কর। আমি যাইব এবং হুকুম পালন করিব। চতুর্থবার পুনরায় ফিরিয়া আসিব এবং আবার ঐ সকল বাক্য সহকারে আল্লাহ তায়ালায় প্রশংসা করিব এবং সিজদায় পড়িয়া যাইব। এরশাদ হইবে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাথা উঠাও, বল, তোমার কথা মানা হইবে, চাও পাইবে, সুপারিশ কর, কবুল করা হইবে। আমি আরজ করিব, হে আমার রব, আমাকে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরও বাহির করিয়া আনিবার অনুমতি দিন

যাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়িয়াছে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমার উচ্চ মর্যাদার কসম! আমার বড়ত্বের কসম! আমার সন্মানের কসম! যাহারা এই কালেমা পড়িয়া নিয়াছে, তাহাদেরকে তো আমি অবশ্যই জাহান্নাম হইতে (নিজেই) বাহির করিয়া লইব। (বোখারী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীসে এইরূপ আছে যে, (চতুর্থবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জওয়াবে) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন যে, ফেরেশতারাও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছে, নবীগণও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছেন, মুমিনগণও সুপারিশ করিয়া শেষ করিয়াছে, এখন আরহামুর রাহেমীন ছাড়া আর কেহ বাকী নাই। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা মুঠ ভরিয়া এমন সমস্ত লোকদেরকে দোষ হইতে বাহির করিবেন যাহারা পূর্বে কখনও কোন নেকীর কাজ করে নাই, তাহারা দোষে (জুলিয়া) কয়লা হইয়া গিয়াছে। জাহান্নাতের দরজাসমূহের সামনে একটি নহর রহিয়াছে যাহাকে নহরে হায়াত বলা হয়। আল্লাহ তায়ালা উহার মধ্যে ঐ সকল লোকদেরকে ফেলিয়া দিবেন। তাহারা উহার মধ্য হইতে (সঙ্গে সঙ্গে তরতাজা হইয়া) বাহির হইয়া আসিবে। যেমন শস্য বীজ তলের পানির খড়কুটার মধ্যে (পানি এবং সারের কারণে দ্রুত) অংকুরিত হয়। আর ঐই সকল লোক মুক্তার ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। তাহাদের ঘাড়ে সোনালী মোহর লাগানো থাকিবে। যাহাতে জামাতী লোকেরা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে যে, ইহারা (জাহান্নামের আগুন হইতে) আল্লাহ তায়ালা আবাদকৃত যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা কোন নেক আমল ছাড়া জাহান্নাতে দাখেল করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা (তাহাদিগকে) বলিবেন, জাহান্নাতে দাখেল হইয়া যাও। তোমরা (জাহান্নাতে) যাহা কিছু দেখিয়াছ উহা সব তোমাদের জন্য। তাহারা বলিবে হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ঐ সকল বস্তু দান করিয়াছেন যাহা দুনিয়াতে কাহাকেও দান করেন নাই। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার নিকট তোমাদের জন্য ইহা হইতে উত্তম নেয়ামত রহিয়াছে। তাহারা আরজ করিবে, হে আমাদের রব! ইহা হইতে উত্তম নেয়ামত কি হইবে? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিবেন, আমার সন্তুষ্টি। ইহার পর আমি তোমাদের প্রতি আর কখনও অসন্তুষ্ট হইব না। (মুসলিম)

ফায়দা : হাদীস শরীফের মধ্যে হযরত ঈসা (আঃ)কে রুহুন্নাহ ও কালেমাতুল্লাহ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, তাহার জন্ম বাপ ছাড়া শুধু

আল্লাহ তায়ালায় হুকুম (কন) কুন বাক্য দ্বারা এইরূপে হইয়াছে যে, জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ তায়ালায় হুকুমে তাহার মাযের বুক ফুঁক দিলেন। ফলে উহা একটি রুহ ও প্রাণ বিশিষ্ট বস্তুতে পরিণত হইয়া গেল।

(আফসীরে ইবনে কাসীর)

১৫৮- عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمُّونَ

الْجَهَنَّمِيِّينَ. رواه البخاري، باب سعة الجنة والنار، رقم: ৬৫৭৬

১৫৮. হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একদল লোক যাহাদের উপাধি জাহান্নামী হইবে। তাহারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশে শেষ হইতে বাহির হইয়া জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। (লোখারী)

১৫৯- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي

مَنْ يَشْفَعُ لِلنَّاسِ مِنَ النَّارِ، مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ

يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرُّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ. رواه

الترمذی وقال: هذا حديث حسن، باب من دخل سبعين ألفاً، رقم: ২৭৭১

১৫৯. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমন হইবে যাহারা অন্যান্য কাওমের জন্য সুপারিশ করিবে। অর্থাৎ তাহাদের মর্যাদা এমন হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদেরকে বিভিন্ন কাওমের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করিবেন। কিছুসংখ্যক এমন হইবে যাহারা বিভিন্ন গোত্রের জন্য সুপারিশ করিবে। কিছুসংখ্যক এমন হইবে, যাহারা এক ওসবার জন্য সুপারিশ করিবে। আর কিছুসংখ্যক এমন হইবে যাহারা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে। (আল্লাহ তায়ালা সকলের সুপারিশ কবুল করিবেন।) এমনকি তাহারা সকলে জাহান্নামে পৌঁছিয়া যাইবে। (তিরমিযী)

ফায়দা : দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যাকে ওসবাব বলে।

১৬০- عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ)

قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّجْمُ فَتَقُومَانِ

جَنَّتِي الصِّرَاطُ بَيْنَنَا وَبَيْنَمَا، فَيَمُرُّ أَوْلَكُمْ كَالْبَرْقِ قَالَ قُلْتُ:

يَا بِي أَنْتَ وَأَمَّا أَيْ شَيْءٍ كَمَرُ الْبَرْقِ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ

كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرُ الرِّيحِ، ثُمَّ كَمَرُ الطَّيْرِ

وَشِدَّ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَتَبْيِخُكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ

يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ

الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ: وَفِي خَافَتِي الصِّرَاطُ

كَلايِبٍ مَعْلَقَةٍ مَأْمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أَمَرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ

وَمَكْدُوشٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بَيْنَهُ، إِنْ فَعَرَ جَهَنَّمَ

لَسَعِينٌ خَرِيفًا. رواه مسلم، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم: ৫৮৭১

১৬০. হযরত হোযাযফা ও হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আমানত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এই দুইটি গুণকে (একটি আকৃতি দান করিয়া) ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই উভয় বস্তু পুলসিরাতের ডান ও বাম দিকে দাঁড়াইয়া যাইবে। (তাহারা তাহাদের রক্ষাকারীদের জন্য সুপারিশ ও যাহারা রক্ষা করে নাই তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে।) তোমাদের প্রথম দল পুলসিরাতের উপর দিয়া বিজলীর গতিতে দ্রুত পার হইয়া যাইবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করিলাম, আমার মাতিপাতা আপনার উপর কোরবান হউক, বিজলীর মত দ্রুত পার হওয়ার কি অর্থ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তুমি কি বিজলী দেখ নাই? উহা কিভাবে চোখের পলকে চলিয়া যায় আবার ফিরিয়া আসে। উহার পরে অতিক্রমকারী বাতাসের গতিতে দ্রুত পার হইয়া যাইবে, অতঃপর দ্রুতগামী পাখীদের মত, অতঃপর শক্তিশালী পুরুষদের দৌড়ের গতিতে। মোটকথা প্রত্যেক ব্যক্তির গতি তাহার আমল অনুযায়ী হইবে। আর তোমাদের নবী (আঃ) পুলসিরাতের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে থাকিবেন, হে আমার রব! ইহাদেরকে নিরাপদে পার করিয়া দিন! নিরাপদে পার করিয়া দিন। অবশেষে এমন লোকও হইবে যাহারা তাহাদের আমলের দুর্বলতার কারণে পুলসিরাতের উপর দিয়া হেঁচড়াইয়াই চলিতে পারিবে। পুলসিরাতের উভয় দিকে বক্রমাখাবিশিষ্ট লৌহ শলাকা বুলানো থাকিবে। যাহার সম্পর্কে হুকুম দেওয়া হইবে উহা তাহাকে ধরিয়া ফেলিবে। ঐ সমস্ত লৌহ শলাকার

কারণে কাহারো শুধু আঁচড়া লাগিবে, সে তো মুক্তি পাইয়া যাইবে। আবার কাহাকেও জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, ঐ জ্ঞাতের কসম, যাহার হাতে আবু হোরায়রার প্রাণ রহিয়াছে, নিঃসন্দেহে জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বৎসরের দূরত্বের সমান। (মুসলিম)

۱۵۷- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَنْبِئَانَا أَسِيرٌ فِي الْجَنَّةِ إِذَا بَنَى حَافَهُ قِابَ الدَّرِّ الْمُجُوفِ، قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَغْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طَيَّنَهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ. رواه البخاري، باب في الحوض، رقم: ۵۹۸۱

১৫৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি জান্নাতে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি নহরের নিকট পৌছিলাম। উহার উভয় পাশে ভিতরে ফাঁকা এরূপ মুক্তার তৈরী গম্বুজ বানানো ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি? জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, ইহা নহরে কাউসার। যাহা আপনার রব আপনাকে দান করিয়াছেন। আমি দেখিলাম উহার (তলদেশের) মাটি অত্যন্ত সুরভিত মিশক। (বোখারী)

۱۵۸- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَوْضِي مَمِيضَةٌ شَهْرٌ، وَزَوَائِهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ أَيْضٌ مِنَ الْوَرَقِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِبْرَانُهُ كَحُجْرٍ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَا يَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدًا. رواه مسلم، باب إثبات

حوض نينا....., رقم: ৫৭৭১

১৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার হাউজের দূরত্ব একমাসের সমান, আর উহার উভয় কোণ সম্পূর্ণ বরাবর, অর্থাৎ উহার দিগ্ধ প্রস্থ সমান। উহার পানি রূপার চেয়ে বেশী সাদা। উহার সুগন্ধি মিশকের সুগন্ধির চেয়ে উত্তম। উহার পেয়ালাসমূহ আসমানের তারার ন্যায় (অগণিত)। যে ব্যক্তি উহার পানি পান করিয়া লইবে তাহার কখনও পিপাসা লাগিবে না। (মুসলিম)

ফায়দা : হাউজের দূরত্ব এক মাসের সমান—ইহার অর্থ এই যে,

আল্লাহ তায়ালা যেই হাউজে কাউসার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিয়াছেন উহা এত লম্বা ও চওড়া যে, উহার একদিক হইতে অন্যদিক পর্যন্ত এক মাসের পথ।

۱۵۹- عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ فِيْهِمْ أَكْثَرَ وَاِدَّةً وَإِنِّيْ أَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ وَاِدَّةً. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في

صفحة الحوض، رقم: ২৫৫৩

১৫৯. হযরত সামুরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (অখেরাতে) প্রত্যেক নবীর একটি হাউজ রহিয়াছে। নবীগণ পরস্পর এই ব্যাপারে গর্ব করিবেন যে, তাহাদের মধ্য হইতে কাহার নিকট পানি পানকারী বেশী আসে। আমি আশা রাখি পানি পান করার জন্য সকলের চেয়ে বেশী আমার নিকট আসিবে। (এবং আমার হাউজ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইবে।) (তিরমিযী)

۱۶۰- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْفَاها إِلَى مَرْيَمَ وَوُجِّهَ مِنْهُ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَذْغَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ، زَادَ جَنَادَةً: مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الشَّمَايَةِ أَيُّهَا شَاءَ.

رواه البخاري، باب قوله تعالى يا أهل الكتاب....., رقم: ২৫২৮

১৬০. হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করেন যে, যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, তিনি একা, তাহার কোন শরীক নাই, আর এই সাক্ষ্য দিয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রসূল এবং হযরত ঈসা (আঃ) ও আল্লাহ তায়ালা বান্দা এবং তাহার রসূল, এবং তাহার কালোমা (কেননা তাহার জন্ম পিতা ব্যতীত শুধু আল্লাহ তায়ালা হকুম কুন বাক্য দ্বারা হইয়াছে) এবং আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হইতে তিনি একটি রূহ অর্থাৎ প্রাণ। (যেই প্রাণকে হযরত জিবরাঈল (আঃ) এর ফুঁকের মাধ্যমে হযরত

মারইয়াম (আঃ) এর গর্ভে পৌছানো হইয়াছে। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মারইয়াম (আঃ) এর বুকে ফুঁক দিয়াছিলেন। আর এই সাক্ষ্য দেয় যে, জামাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, (যে ব্যক্তি এইসকল বিষয়ের সাক্ষ্য দিবে) আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই জামাতে প্রবেশ করাইবেন। চাই তাহার আমল যেমনই হউক। হযরত জুনুদা (রাযিঃ) ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে ব্যক্তি জামাতের আটটি দরজার মধ্য হইতে যে কোন দরজা দিয়া চাহিবে প্রবেশ করিবে। (বোখারী)

১৭১- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَ اللَّهُ:

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾. رواه البخاري، باب ما جاء في صفة الجنة

রফ: ৩৭১১

১৬১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসী বর্ণনা করতঃ আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন যে, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামতসমূহ তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, এবং কোন কান শুনে নাই, আর কোন মানুষের অন্তরে কখনও উহার চিন্তা আসে নাই। তোমরা ইচ্ছা করিলে কুরআনের এই আয়াত পড়িয়া লও—

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

অর্থাৎ, কোন মানুষই ঐ নেয়ামতগুলির কথা জানে না যাহা ঐ সকল বান্দাদের জন্য লুকাইয়া রাখা হইয়াছে। যাহাতে তাহাদের চক্ষু নীতলকারী বস্তুসমূহ রহিয়াছে। (বোখারী)

১৭২- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مُزْجِعُ سَوْبِ لِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. رواه

البخاري، باب ما جاء في صفة الجنة রফ: ৩৭২০

১৬২. হযরত সাহল ইবনে সাদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতের একটি চাবুক পরিমাণ জায়গা অর্থাৎ অতি সামান্য পরিমাণ জায়গাও

দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা হইতে উত্তম। (ও অধিক মূল্যবান।) (বোখারী)

١٧٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدَكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لِأَضَاءَتِ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَّتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَتَصِفَّيْهَا بِنَعْيِ الْجَمَّارِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. رواه البخاري، باب صفة الجنة والدار، رفق: ৬০৭১

১৬৩. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতে তোমাদের একটি ধনুক পরিমাণ জায়গা অথবা এক কদম পরিমাণ জায়গা দুনিয়া এবং যাহা কিছু দুনিয়ার মধ্যে আছে উহা হইতে উত্তম। আর যদি জামাতের মহিলাদের মধ্য হইতে কোন মহিলা (জামাত হইতে) জমিনের দিকে উকি দেয় তবে জামাত হইতে জমিন পর্যন্ত (স্থানকে) আলোকিত করিয়া দিবে, এবং খুশবু দ্বারা ভরিয়া দিবে। আর তাহার ওড়নাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাহা কিছু আছে উহা হইতে উত্তম। (বোখারী)

١٧٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِنْ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ، يَسِيرُ الزَّكَاةُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَفْطَمُهَا، وَأَقْرَبُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَوَظِلٌّ مُمْدُودٌ﴾. رواه البخاري، باب قوله وظل ممدود، رفق: ৪৮৮১

১৬৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জামাতে এমন একটি গাছ রহিয়াছে যে, একজন আরোহী উহার ছায়াতে একশত বৎসর চলিয়াও উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। আর তোমরা চাহিলে এই আয়াত পড়— وَظِلٌّ مُمْدُودٌ এবং (জামাতীরা) বিস্তৃত ছায়ায় (অবস্থান করিবে)। (বোখারী)

١٧٥- عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنْ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَبْطَلُونَ وَلَا يَمُوتُونَ، وَلَا يَتَفَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَحِطُونَ قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَزُخْخٌ كَزُخْخِ الْمَيْسِكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْنِيعَ وَالْتَّخْيِيدَ، كَمَا

يُلهِمُونَ النَّفْسَ. رواه مسلم، باب في صفات الجنة وأهلها، رقم: ٧١٥٢

১৬৫. হযরত যাবের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, জন্মাতীরা জন্মাতের মধ্যে খাইবে এবং পান করিবে (কিন্তু) না থুথু আসিবে, না পেশাব পায়খানাও হইবে, আর না নাক পরিস্কার করার প্রয়োজন হইবে। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, যাহা খাইয়াছে উহার কি হইবে? অর্থাৎ কিরূপে হজম হইবে। তিনি এরশাদ করিলেন, ঢেকুর আসিবে এবং মিশকের ঘামের ন্যায় ঘাম হইবে। অর্থাৎ বাদ্য গ্রহণের পরিণতিতে যাহা বাহির হইবে উহা ঢেকুর ও ঘামের মাধ্যমে বাহির হইয়া যাইবে। আর জন্মাতীদের মুখে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও পবিত্রতা এমনভাবে জারি হইবে যেমন তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস জারি হইবে।

(মুসলিম)

١٦٦- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَبَادِي مَنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصْحُوا فَلَا تَنْسَقُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخِيَا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَسِيُوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْتَمُوا فَلَا تَبْسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ غَزَوُجَلٌ: «وَنُؤْفُوا أَنْ يَلَكُمْ الْجَنَّةُ أَوْ رَقْمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ».

رواه مسلم، باب في دوام نعيم أهل الجنة، رقم: ٧١٥٧

১৬৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ও হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, একজন ঘোষণাকারী জন্মাতীদেরকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমাদের জন্য সুস্থতা রহিয়াছে, কখনও অসুস্থ হইবে না। তোমাদের জন্য জীবন রহিয়াছে, কখনও মৃত্যু আসিবে না। তোমাদের জন্য যৌবন রহিয়াছে, কখনও বার্ধক্য আসিবে না, তোমাদের জন্য সুখ রহিয়াছে কখনও কোন দুঃখ হইবে না। উক্ত হাদীস নিম্নোক্ত আয়াতের তফসীর স্বরূপ যাহাতে আল্লাহ তায়লা এরশাদ করিয়াছেন—

وَنُؤْفُوا أَنْ يَلَكُمْ الْجَنَّةُ أَوْ رَقْمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, এবং তাহাদেরকে ডাকিয়া বলা হইবে এই জন্মাত তোমাদিগকে তোমাদের আমলের বিনিময়ে দেওয়া হইয়াছে। (মুসলিম)

١٦٧- عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تَبَيِّضْ وَجُوهَنَا؟ أَلَمْ تَذْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتَنْجِنَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْثِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ غَزَوُجَلٌ. رواه مسلم، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة، رقم: ٤٤٩٩

১৬৭. হযরত সুহাইব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, জন্মাতী লোকেরা যখন জন্মাতে পৌঁছিয়া যাইবে, তখন আল্লাহ তায়লা তাহাদেরকে বলিবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত বস্তু দান করি? অর্থাৎ তোমাদেরকে এই পর্যন্ত যাহা কিছু দান করা হইয়াছে উহা হইতে অতিরিক্ত একটি বিশেষ বস্তু দান করিব কি? তাহারা বলিবে, আপনি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া দেন নাই, আর আপনি কি আমাদেরকে জাহান্নাম হইতে বাঁচাইয়া জন্মাতে দাখল করিয়া দেন নাই? (এখন উহা ব্যতীত আর কি হইতে পারে, যাহার খাশেহ আমরা করিব? বান্দাদের এই জওয়াবের পর) আল্লাহ তায়লা পর্দা সরাইয়া দিবেন, (যাহার পর তাহারা আল্লাহ তায়লার দর্শন লাভ করিবে) এখন তাহাদের অবস্থা এই হইবে যে, এই পর্যন্ত তাহারা যাহা কিছু পাইয়াছিল এসব কিছু হইতে তাহাদের রবের দর্শন লাভ করার নেয়ামত তাহাদের নিকট অধিক প্রিয় হইবে। (মুসলিম)

١٦٨- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقْبِطُوا فَاجِرًا يَبْغِمُهُ، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا يَمُوتُ. رواه الطبراني في الأوسط ورجالته، مجمع الزوائد، ٦٤٣/١، القاتل: النَّارُ (شرح السنة ١/٢٩٥)

১৬৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা কোন কট্টর নাফরমানকে নেয়ামতের মধ্যে দেখিয়া তাহার প্রতি দীর্ঘা করিও না। তুমি জাননা মৃত্যুর পর তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে। আল্লাহ তায়লার নিকট তাহার জন্য এমন এক ঘাতক রহিয়াছে যাহার কখনও মৃত্যু আসিবে না। (ঘাতক বলিয়া দোযখ বুঝানো হইয়াছে।) যাহাতে সে

অবস্থান করিবে।) (তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

۱۶۹- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ كَانَتْ لِكَايَةِ، قَالَ: فَضَلْتُ عَنْهُمْ بِسَعَةِ وَسَبْعِينَ جُزْءًا كُلُّهُمْ مِنْ حَرِّهَا. رواه البخاري، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم: ۳۲۶۵

১৬৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের এই দুনিয়ার আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই (দুনিয়ার আগুনই) যথেষ্ট ছিল। তিনি এরশাদ করিলেন, দোযখের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের মোকাবিলায় উনসত্তর সত্তর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রত্যেক সত্তরের তাপ দুনিয়ার আগুনের তাপের বরাবর। (বোখারী)

۱۷۰- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ النَّارِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَبِّ! وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَبِّ! مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ. رواه مسلم، باب صبح أنعم أهل

الدنيا في النار، رقم: ৩০৮৮

১৭০. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্য হইতে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে যে তাহার দুনিয়ার জীবন অত্যন্ত আরাম আয়েশের সহিত অতিবাহিত করিয়াছে। তাহাকে দোযখের আগুনে একটি ডুব দেওয়ানো হইবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, যে আদমের সন্তান! তুমি কি কখনো কোন ভাল অবস্থা দেখিয়াছ? আর তোমার উপর কখনও কি কোন আরাম আয়েশের সময় অতিবাহিত হইয়াছে? সে আল্লাহর কসম খাইয়া বলিবে, যে আমার রব, কখনও না। এমনভাবে জামাতীদের মধ্য

হইতে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে যাহার জীবন সবার চেয়ে বেশী কষ্টের মধ্যে কাটিয়াছে। তাহাকে জামাতের মধ্যে একটি ডুব দেওয়ানো হইবে, অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, যে আদমের সন্তান! তুমি কি কখনও কোন কষ্ট দেখিয়াছ? তোমার উপর কি কখনও কোন কষ্টকর সময় অতিবাহিত হইয়াছে? সে আল্লাহর কসম খাইয়া বলিবে, যে আমার রব! কখনও না। কখনও কোন কষ্ট আমার উপর অতিবাহিত হয় নাই, আর আমি কখনও কোন কষ্ট দেখি নাই। (মুসলিম)

۱۷۱- عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى نَحْوِي، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتِي، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْرَتِي، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرَفُوفَتِي. رواه مسلم، باب جهنم، رقم: ৩১৭০

১৭১. হযরত সামুরা ইবনে জুনদব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন কোন দোযখীকে আগুন তাহাদের পায়ের গিট পর্যন্ত পাকড়াও করিবে, কাহারো হাঁটু পর্যন্ত পাকড়াও করিবে, কাহারো কোমর পর্যন্ত পাকড়াও করিবে কাহারো হাঁসুলি (গলার নীচের হাড়) পর্যন্ত পাকড়াও করিবে। (মুসলিম)

۱۷۲- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» (البقرة: ১১২) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزُّهْمِ فُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ مَعْلَمَةً. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في صفة شراب أهل

النار، رقم: ২০৫০

১৭২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক যেইরূপ তাহাকে ভয় করার হক রহিয়াছে, আর (পরিপূর্ণ) ইসলামের উপরই মৃত্যুবরণ করিবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহ তায়ালা ও তাহার আযাবকে ভয় করার উপর) বয়ান করিলেন যে, যাক্কুমের একটি ফোটা যদি দুনিয়াতে পড়ে তবে দুনিয়াবাসীদের জীবন ধারণের সকল উপকরণ ধ্বংস করিয়া দিবে। সুতরাং এ ব্যক্তির কি অবস্থা হইবে যাহার একমাত্র খাবারই যাক্কুম হইবে। (যাক্কুম জাহান্নামে সৃষ্ট একটি গাছ) (তিরমিযী)

۱۴۳- عَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِجِبْرِيلَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَلَمَّا فَتَطَّرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ وَعِزِّكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، ثُمَّ حَفَّهَا بِالْمَكَاوِرِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَلَمَّا فَتَطَّرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ وَعِزِّكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى النَّارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَلَمَّا فَتَطَّرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ وَعِزِّكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا، فَحَفَّهَا بِالشَّهَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَلَمَّا فَتَطَّرَ إِلَيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَيُّ رَبِّ وَعِزِّكَ وَخَلِّكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا.

رواه أبو داود، باب في خلق الجنة والنار: ٤٧٤٤

১৭৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে সৃষ্টি করিলেন তখন জিবরাঈল (আঃ)কে বলিলেন, যাও জাহান্নামকে দেখ। তিনি যাইয়া দেখিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া আল্লাহ তায়ালায় নিকট আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম, যে কেহ এই জাহান্নামের অবস্থা শুনিবে সে অবশ্যই উহাতে দাখেল হইবে। অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছিবাব পুরাপুরি চেষ্টা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উহাকে কষ্টদায়ক জিনিস দ্বারা ঘিরিয়া দিলেন। অর্থাৎ শরীয়তের হুকুমের পাবন্দী লাগাইয়া দিলেন। যাহার উপর আমল করা নফসের জন্য কষ্টকর। অতঃপর বলিলেন, হে জিবরাঈল! এখন যাইয়া দেখ, সুতরাং তিনি যাইয়া দেখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম, এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, উহাতে কেহই যাইতে পারিবে না। অতঃপর

আল্লাহ তায়ালা যখন জাহান্নাম সৃষ্টি করিলেন তখন জিবরাঈল (আঃ)কে বলিলেন, জিবরাঈল, যাও জাহান্নাম দেখ, তিনি যাইয়া দেখিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম, যে কেহ উহার অবস্থা শুনিবে উহাতে প্রবেশ করা হইতে বাঁচিবে। অর্থাৎ বাঁচিবাব জন্য পুরাপুরি চেষ্টা করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা দোষথকে নফসের খাহেশ দ্বারা ঘিরিয়া দিলেন। পুনরায় বলিলেন, জিবরাঈল! এখন যাইয়া দেখ। তিনি যাইয়া দেখিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আরজ করিলেন, হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম! আপনার উচ্চ মর্যাদার কসম! এখন তো আমার ভয় হইতেছে যে, কেহই জাহান্নামে প্রবেশ করা হইতে বাঁচিতে পারিবে না। (আবু দাউদ)

আল্লাহ তায়ালায় হুকুম পালনের মধ্যে সফলতা

আল্লাহ তায়ালায় সুমহান সত্তা হইতে সরাসরি ফায়দা হাসিল করার জন্য দৃঢ়ভাবে এই কথা বিশ্বাস করা যে, দুনিয়া-আখেরাতের সর্বপ্রকার সফলতা আল্লাহ তায়ালায় যাবতীয় হুকুমকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় পালন করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ৩৬]

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—এবং কোন মোমেন পুরুষ ও মোমেন মহিলার জন্য এই সুযোগ নাই যে, যখন আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজের হুকুম দিয়া দেন তখন

তাহাদের নিজেদের কাজের ব্যাপারে তাহাদের কোন অধিকার বাকী থাকিবে।

অর্থাৎ, ইহার অধিকার থাকে না যে, সেই কাজ করিবে বা করিবে না। বরং কাজ করাই জরুরী। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং তাহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়ফরমানী করিবে সে নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হইবে। (সূরা আহযাব ৩৬)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

[النساء: ৬৪]

অপর এক জায়গায় এরশাদ করেন,—আর আমরা প্রত্যেক রসূলকে এই উদ্দেশ্যেই পাঠাইয়াছি যেন আল্লাহ তায়ালায় তৌফিক সেই রাসূলের আনুগত্য করা হয়। (সূরা নিসা ৬৪)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَنْكُمُ الرُّسُولُ فَعُولُهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ

فَانْتَهَوْا﴾ [الحشر: ৭]

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—আর রসূল যাহা কিছু তোমাদেরকে দান করেন উহা গ্রহণ কর, আর যাহা কিছু হইতে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক, অর্থাৎ যাহাই হুকুম করেন উহা মানিয়া লও। (সূরা হাশর ৭)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن

كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الاحزاب: ২১]

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ তায়ালা (র সহিত সাক্ষাৎ) ও কেয়ামত (আগমন) এর আশা রাখে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে।

(সূরা আহযাব ২১)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التور: ১৩]

এক জায়গায় এরশাদ করেন,—যে সমস্ত লোক আল্লাহ তায়ালায় আদেশের বিরোধিতা করে তাহাদের এই ব্যাপারে ভয় করা উচিত যে, তাহাদের উপর কোন বিপদ আসিয়া পড়ে অথবা তাহাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আঘাত অবতীর্ণ হয়। (সূরা তুর ১৩)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ৭৭]

আল্লাহ তায়ালায় এরশাদ,—যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে পুরুষ হোক অথবা মহিলা, যদি সে ঈমানদার হয় তবে আমরা তাহাকে অবশ্যই উত্তম জিন্দেগী যাপন করাইব (ইহা দুনিয়াতে হইবে) আর (আখেরাতে) তাহাদের নেক আমলসমূহের বিনিময়ে তাহাদিগকে সওয়াব দান করিব।

(সূরা নাহাল ৯৭)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

[الأحزاب: ৭১]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাহার রসূলের কথা মানিল সে বড় সফলতা লাভ করিল। (সূরা আহযাব ৭১)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [আল عمران: ৩১]

আল্লাহ তায়ালা আপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিয়াছেন,—আপনি বলিয়া দিন, যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভালবাস তবে তোমরা আমার ফরমানবদারী কর, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

(সূরা আলে ইমরান, ৩১)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِّينَ أَمْرًا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ

الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ [সর্ব: ৭৬]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—নিঃসন্দেহে যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে, এবং তাহারা নেক আমল করিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের জন্য সৃষ্টির অন্তরে মহব্বত পয়দা করিয়া দিবেন।

(সূরা মারইয়াম ৯৬)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ

عَلَيْنَا وَلَا مَقْضَاكَ﴾ [এ: ১১২]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করিবে এবং সে ঈমানও রাখিবে, সে তাহার আমলের পরিপূর্ণ প্রতিদান পাইবে আর না তাহার কোন জুলুমের ভয় থাকিবে আর না তাহার হক নষ্ট হওয়ার। অর্থাৎ না এমন হইবে যে, গোনাহ না করা সত্ত্বেও লিখিয়া দেওয়া হইবে আর না কোন নেকী কম লিখিয়া হক নষ্ট করা হইবে। (সূরা তাহা ১১২)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ৩০২]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, আল্লাহ তায়ালার সকল মুশকিল হইতে কোন না কোন পথ বাহির করিয়া দেন, এবং এমন জায়গা হইতে রুজি পৌছান যেখান হইতে সে কল্পনাও করে না। (সূরা তালাক, ২-৩)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِمَّنْ قَرْنٌ مِثْلَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ وَازِلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَدْرَارًا ۖ وَجَعَلْنَا الْآبَاءَ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ [الاسم: ৭৬]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—তাহারা কি দেখে নাই যে, আমরা তাহাদের পূর্বে কতই না এমন জাতিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি যাহাদেরকে আমরা দুনিয়াতে এমন শক্তি দান করিয়াছিলাম যেই শক্তি তোমাদেরকে দান করি নাই (শারীরিক শক্তি, সম্পদের প্রাচুর্য, জনবল, মর্যাদা, দীর্ঘায়ু, শাসন ক্ষমতা ইত্যাদি) আর আমরা তাহাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছি। আমরা তাহাদের ক্ষেত ও বাগানের তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়াছি। অতঃপর (এতসব শক্তি ও সম্পদ সত্ত্বেও) আমরা তাহাদেরকে তাহাদের গুনাহের কারণে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি। আর তাহাদের পর তাহাদের স্থানে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি।

(সূরা আনআম ৬)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الْعَمَلُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا﴾ [الکهف: ৪৬]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো (ক্ষণস্থায়ী) দুনিয়ার জিন্দেগীর (শোভা আর চিরস্থায়ী নেক আমলসমূহ

আপনার প্রতিপালকের নিকট অর্থাৎ—আখেরাতে প্রতিদান হিসাবে ও হাজার গুণে উত্তম এবং আশা আকাংখার দিক দিয়াও হাজার গুণে উত্তম। অর্থাৎ নেক আমলের উপর যে আশা করা হয় উহা আখেরাতে পূর্ণ হইবে, এবং আশার চেয়েও বেশী প্রতিদান মিলিবে। পক্ষান্তরে ধনসম্পদ দ্বারা আশা আকাংখা পূর্ণ হয় না। (সূরা কাহফ ৪৬)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَنْ عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ৬৭]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—দুনিয়াতে যাহা কিছু তোমাদের নিকট আছে উহা একদিন শেষ হইয়া যাইবে। আর যেই আমল তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট পাঠাইয়া দিবে, উহা সবসময় বাকী থাকিবে। আর যাহারা ধৈর্যধারণ করিয়াছে আমরা তাহাদিগকে তাহাদের আমলের উত্তম প্রতিদান দান করিব। (সূরা নাহাল)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ فَلَا تَغْلِبْهُمْ﴾ [النصر: ৭০]

এক জায়গায় এরশাদ করিয়াছেন,—এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু তোমাদেরকে দেওয়া হইয়াছে, উহা তো শুধু ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন যাপনের আসবাব, এবং এখানকার (ক্ষণস্থায়ী) জাঁকজমক মাত্র। আর যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালার নিকট রহিয়াছে উহা উত্তম এবং চিরস্থায়ী। তোমরা কি এই সাধারণ কথাও বুঝ না? (সূরা কাশাস ৬০)

হাদীস শরীফ

۱۴۳- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَرًّا مَنِيَا، أَوْ غَيًّا مَطْلِيًّا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفِيدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوْ الذُّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يَنْتَظَرُ أَوْ السَّاعَةِ؟ فَالسَّاعَةُ أَذْهَى وَأَعْوَرُ. رواه الترمذی وقال: هذا

حديث حسن غريب، باب ما جاء في المبادرة بالعمل، رقم: ۲۳۰۶، الجامع الصحيح

وهو سنن الترمذی، طبع دار الباز

১৭৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, সাতটি জিনিস আসার পূর্বেই নেক আমলের প্রতি ধাবিত হও। তোমরা কি এমন অভাবের অপেক্ষায় আছ যাহা সবকিছু ভুলাইয়া দেয়। অথবা এমন প্রাচুর্যের যাহার অবাধ্য বানাইয়া দেয়, অথবা এমন অসুস্থতার যাহা অকর্মণ্য করিয়া দেয়, অথবা এমন বার্ষিক্যের যাহা বিবেক বুদ্ধি ধ্বংস করিয়া দেয়, অথবা এমন মৃত্যুর যাহা হঠাৎ আসিয়া যায়, (কেননা কোন কোন সময় তওবা করার সুযোগও মিলে না) অথবা দাজ্জালের আগমনের যাহা ভবিষ্যতের অপ্রকাশিত মন্দসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম মন্দ? অথবা কেয়ামতের? কেয়ামত তো বড় কঠিন ও অত্যন্ত তিক্ত বিষয়। (তিরমিযী)

ফায়দা : উপরোক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, বর্ণিত সাতটি জিনিসের মধ্য হইতে কোন একটি আসিয়া যাওয়ার পূর্বে নেক আমলের দ্বারা মানুষকে তাহার আশ্রিতের প্রস্তুতি লওয়া চাই। এমন যেন না হয় যে, উপরোক্ত বাধাসমূহের মধ্য হইতে কোন বাধা আসিয়া যায়, যাহাতে মানুষ নেক আমল হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

۱-۵- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: فَيَرْجِعُ أَثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. رواه مسلم، كتاب البر.

৭৪২৫:রফ

১৭৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সহিত যায়। দুইটি জিনিস ফিরিয়া আসে, আর একটি জিনিস সাথে থাকিয়া যায়। পরিবার-পরিজন, সম্পদ এবং আমল সঙ্গে যায়। অতঃপর পরিবার পরিজন ও সম্পদ ফিরিয়া আসে, আর আমল সাথে থাকিয়া যায়। (মুসলিম)

۱-۶- عَنْ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاصِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ أَلَا وَإِنَّ الْآخِرَةَ أَجَلٌ صَادِقٌ يَقْضَى فِيهَا مَلِكٌ قَادِرٌ، أَلَا وَإِنَّ الْغَيْرَ كُلَّهُ بِحَذَائِرِهِ فِي النَّارِ أَلَا فَاعْمَلُوا وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، وَاعْمَلُوا أَنْتُمْ مَغْرُوضُونَ عَلَى

أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ يَعْمَلْ بِفَالٍ ذُرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ بِفَالٍ ذُرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مسند الشافعي ۱/ ۱৪৮

১৭৬. হযরত আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খোতবা দিলেন। উহাতে এরশাদ করিলেন, মনোযোগ সহকারে শুন, দুনিয়া একটি সাময়িক পণ্য বিশেষ, (উহার কোন মূল্য নাই অতএব) উহার মধ্যে ভালমন্দ সকলের অংশ রহিয়াছে এবং সকলে উহা হইতে ভোগ করে। ইংসন্দেহে আশ্রিত একটি বাস্তব সত্য যাহা নির্দিষ্ট সময়ে আসিবে এবং উহাতে এক শক্তিশালী বাদশাহ ফয়সালা করিবেন। মনোযোগ সহকারে শুন, সকল প্রকার কল্যাণকর বিষয় জন্মানের মধ্যে রহিয়াছে। আর সকল প্রকার মন্দ বিষয় জাহান্নামের মধ্যে রহিয়াছে। উত্তমরূপে বুঝিয়া লও, যাহাকিছু কর আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিয়া কর। আরো বুঝিয়া লও, তোমাদেরকে নিজ নিজ আমলের সহিত আল্লাহ তায়ালা দরবারে হাজির করা হইবে। যে ব্যক্তি বালুকণা পরিমাণ কোন নেকী করিয়া থাকিবে সে উহাও দেখিতে পাইবে, আর যে ব্যক্তি বালুকণা পরিমাণ মন্দ করিয়া থাকিবে সে উহাও দেখিতে পাইবে। (মুসনাদে শাফেয়ী)

۱-৷- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا اسْتَمَّ الْعَبْدُ فَحَسَنَ إِسْلَامَهُ يُكْفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِيَامُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِعِطْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا. رواه

البخاري، باب حسن إسلام المرء، رقم: ১৭৭

১৭৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, বান্দা যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের সৌন্দর্য তাহার জীবনে আসিয়া যায়, তখন যে সকল মন্দকাজ সে পূর্বে করিয়াছে আল্লাহ তায়ালা ইসলামের বরকতে ঐ সবকিছু ক্ষমা করিয়া দেন। অতঃপর তাহার নেকী ও বদীর হিসাব এইরূপ হয় যে, এক নেকীর কারণে দশ হইতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সওয়াব দেওয়া হয়। আর মন্দ কাজ করার কারণে সে ঐ একটি মন্দ কাজেরই শাস্তির উপযুক্ত হয়। অবশ্য আল্লাহ তায়ালা যদি উহাও ক্ষমা করিয়া দেন তবে ভিন্ন কথা। (বোখারী)

١٤٨- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَقِمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

١٤٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَتَّعِجَ الْبَيْتَ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِكَ فَمَنْ انْقَضَى شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَدْعُوهُ وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلُّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ. رواه

১৭৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহ তায়ালার এবাদত কর এবং তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিও না। নামায কয়েম কর, যাকাত আদায় কর, রমযানের রোযা রাখ, হজ্জ কর, নেককাজের হুকুম কর, মন্দ কাজ হইতে বাধা প্রদান কর, এবং নিজ পরিবারের লোকদেরকে সালাম কর। যে ব্যক্তি এইগুলির মধ্যে কোন একটি বিষয়ে ত্রুটি করিতেছে সে ইসলামের একটি অংশ ছাড়িয়া দিতেছে। আর যে ব্যক্তি এই সবগুলিই ছাড়িয়া দিল সে ইসলাম হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

مجمع الزوائد ١/١٩١

১৮০. হযরত হোযাযফা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলামের (গুরুত্বপূর্ণ) আটটি অংশ রহিয়াছে। ঈমান একটি অংশ, নামায পড়া একটি অংশ, যাকাত দেওয়া একটি অংশ, হজ্জ করা একটি অংশ, আল্লাহ তায়ালার রাষ্ট্রায় জেহাদ করা একটি অংশ, রমযানের রোযা রাখা একটি অংশ, নেককাজের হুকুম করা একটি অংশ, মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখা একটি অংশ। নিঃসন্দেহে ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ হইল যাহার (ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির মধ্য হইতে কোন একটির মধ্যও) কোন অংশ নাই।

(বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

١٨١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تُسَلِّمَ وَجْهَكَ لِلَّهِ وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ. (الحديث) رواه أحمد ٣١٩/١

১৮১. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ইসলাম এই যে, তুমি (বিশ্বাস ও আমলের দিক হইতে) নিজেকে আল্লাহ তায়ালার সোপর্দ করিয়া দাও। এবং (অন্তর ও মুখে) তুমি এই সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ তায়লা ব্যতীত কোন ইলাহ নাই (কোন সত্তা এবাদত ও বন্দগীর উপযুক্ত নাই)। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বান্দা এবং রসুল। নামায কামেম কর, এবং যাকাত আদায় কর।

(মুসনাদে আহমাদ)

١٨٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:
ذُلِّي عَلَى عَمَلِي إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تَشْرِكُ
بِهِ شَيْئًا، وَتَقِمْ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ،

وَتَصُومُ رَمَضَانَ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا
وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، رواه البعاري، باب وجوب الزكاة، رقم: ١٣٩٧

১৮২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল এবং আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা করিলে আমি জন্মতে প্রবেশ করিব। তিনি এরশাদ করিলেন, আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিতে থাক, তাহার সন্তি কাহাকেও শরিক করিও না, ফরয নামায পড়িতে থাক, যাকাত আদায় করিতে থাক, রমযানের রোযা রাখিতে থাক। সে ব্যক্তি আরজ করিল, ঐ যাতে রকম, যাহার হাতে আমার প্রাণ! (যে সমস্ত আমল আপনি বলিয়া দিয়াছেন তদ্রূপ করিব) উহাতে কোন কিছু বাড়িবে না। অতঃপর সেই ব্যক্তি চলিয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি কোন জন্মাতিকে দেখিতে চায় সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখিয়া লয়।

(বোখারী)

١٨٣- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَابِرِ الرَّاسِ نَسَمَعَ دَوَى صَوِيهِ وَلَا تَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا لِيَاذًا هُوَ يُسَالُّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرِهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطُوعٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرِهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطُوعٌ، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرِهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطُوعٌ، قَالَ: فَادَّبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْقِ بِحِذْقٍ، رواه البعاري، باب الزكاة من الإسلام، رقم: ٤٦

১৮৩. হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, নাজদবাসীদের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল, তাহার মাথার চুল এলোমেলো ছিল। আমরা তাহার আওয়াজের গুণ গুণ শব্দতো শুনিতেছিলাম কিন্তু দূরত্বের

কারণে) তাহার কথা বুঝে আসিতেছিল না। অবশেষে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিয়া গেল। তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের (আমল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার জওয়াবে) এরশাদ করিলেন, দিবারাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায (ফরয)। সে ব্যক্তি আরজ করিল, এই নামাযসমূহ ছাড়াও কোন নামায আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু তুমি যদি নফল পড়িতে চাও তবে পড়িতে পার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রমযানের রোযা ফরয। সে আরজ করিল, এই রোযা ছাড়াও কোন রোযা আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু নফল রোযা রাখিতে চাহিলে রাখিতে পার। (অতঃপর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের কথা বলিলেন। এই ব্যাপারেও সে আরজ করিল, যাকাত ছাড়াও কোন সদকা আমার উপর ফরয আছে কি? তিনি এরশাদ করিলেন, না। কিন্তু নফল সদকা দিতে চাহিলে দিতে পার। অতঃপর সে ব্যক্তি এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, আল্লাহর কসম! আমি এই সকল আমলের মধ্যে না কোন কিছুর বৃদ্ধি করিব, আর না কম করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যদি এই ব্যক্তি সত্যবাদী হয় তবে সফলকাম হইয়া গিয়াছে। (বোখারী)

١٨٣- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا بَعْثُونِي عَلَى الْآ تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرُقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا بِمُهْنَانٍ تَقْتَرُونَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَالْجُلُكُمِ، وَلَا تَغْصُوا فِي مَغْرُوفٍ، فَمَنْ رَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَمُوتَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَقِبَهُ، فَبَايَعَانَهُ عَلَى ذَلِكَ، رواه البعاري، كتاب الإيمان، رقم: ١٨

১৮৪. হযরত ওবাদা ইবনে সামত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট উপবিষ্ট সাহাবাদের এক জামাতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার হাতে এই

বিষয়ের উপর বাইয়াত কর যে, আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। চুরি করিবে না, যিনা করিবে না। (অভাবের ভয়ে) নিজ সন্তানকে হত্যা করিবে না, জানিয়া শুনিয়া কাহারো উপর অপবাদ দিবে না এবং শরীয়তের হুকুমসমূহের অবাধ্যতা করিবে না। যে কেহ তোমাদের মধ্য হইতে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে তাহার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালা দায়িত্বে। আর যে ব্যক্তি (শিরক ব্যতীত) এইগুলির মধ্য হইতে কোন গুনাহে লিপ্ত হইবে অতঃপর দুনিয়াতে সে উক্ত গুনাহের শাস্তিও পাইয়া যায় (যেমন ইসলামী দণ্ডভোগ করে) তবে ঐ শাস্তি তাহার গুনাহের জন্য ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে। আর যদি আল্লাহ তায়ালা উহা মধ্য হইতে কোন গুনাহকে গোপন করিয়া রাখেন (এবং দুনিয়াতে সে শাস্তি পাইল না) তবে তাহার বিষয় আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। তিনি চাহিলে (আপন দয়া ও অনুগ্রহে) আখেরাতেও ক্ষমা করিয়া দিবেন, আর চাহিলে শাস্তি দিবেন। (হযরত ওবাদা (রাযিঃ) বলেন) আমরা এই বিষয়গুলির উপর তাহার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করিলাম।) (বোখারী)

۱۸۵- عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرٍ كَلِمَاتٍ قَالَ: لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُلْتَ وَحَرَقْتَ، وَلَا تَتَعَنَّ وَالذِّكْرَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعَمِّدًا، فَإِنْ مِنْ تَرَكَ صَلَاةَ مَكْتُوبَةٍ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَلَا تُشْرِكَنَّ خَيْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حُلَّ سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الرَّحْبِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاتَّبِعْ، وَأَتَّبِعْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَذْبًا وَأَجْفَهُمْ فِي اللَّهِ. رواه أحمد، ۲۳۸.

১৮৫. হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ে অসিয়াত করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। মাতাপিতার অবাধ্যতা করিবে না, যদিও তাহারা তোমাকে এই হুকুম করে যে, স্ত্রীকে ছাড়িয়া দাও এবং সমস্ত সম্পদ খরচ করিয়া ফেল। জানিয়া বুঝিয়া ফরয নামায ছাড়িবে না, কেননা যে ব্যক্তি জানিয়া বুঝিয়া ফরয নামায ছাড়িয়া দেয়, সে আল্লাহ

তায়ালার জিস্মাদারী হইতে বাহির হইয়া যায়। শরায় পান করিবে না, কেননা ইহা সকল অন্যায়ের মূল। আল্লাহ তায়ালা নাকরমানী করিবে না, কেননা নাকরমানীর কারণে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের ময়দান হইতে পলায়ন করিবে না, যদিও তোমার সকল সঙ্গী মরিয়া যায়। যখন লোকদের মধ্যে (মহামারী আকারে) মৃত্যু ব্যাপক হইয়া যায় (যেমন প্লেগ রোগ ইত্যাদি) আর ভূমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান কর, তখন সেখান হইতে পলায়ন করিবে না। পরিবার পরিজনের উপর নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী খরচ করিবে। (শিক্ষার জন্য) তাহাদের উপর হইতে লাঠি সরাইবে না। তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা ভয় দেখাইতে থাকিবে। (আহমদ)

ফায়দা : এই হাদীসে মাতাপিতার আনুগত্য সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, উহা হইল আনুগত্যের সর্বোচ্চ স্তরের বর্ণনা। যেমন এই হাদীসেই ইহা বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত কোন কিছুকে শরীক করিবে না যদিও তোমাকে হত্যা করিয়া দেওয়া হয় এবং জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। ইহা ঈমানের উচ্চস্তরের কথা। কেননা এমতাবস্থায় মুখে কুফরী বাক্য বলার সুযোগ রহিয়াছে যখন অন্তর ঈমানের উপর অবিশ্বাস থাকে।

(মিরকাত)

۱۸۶- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، جَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِي أَجْرِهِ الْغَنَى وَلَدَ فِيهَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا يُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: إِنْ فِي الْجَنَّةِ بَابَةٌ دَرَجَةٌ أَعْلَاهَا اللَّهُ لِلْمُحَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلَهُ اللَّهُ فَنَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَنْفَخُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. رواه البخارى. باب درجات المحاهدين في سبيل

الله، ২৭৭.

১৮৬. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূলের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, নামায কয়েম করিয়াছে, এবং রমযানের রোযা রাখিয়াছে, তাহাকে জান্নাতে দাখিল করা

আল্লাহ তায়ালায় দায়িত্বে হইবে। চাই সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করিয়াছে অথবা জন্মস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ জেহাদ করে নাই। সাহাবা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই সুসংবাদ লোকদেরকে শুনাইয়া দিব কি? তিনি এরশাদ করিলেন, (না) কেননা জাম্মাতের মধ্যে একশত শ্রেণী রহিয়াছে। যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহার রাস্তায় জেহাদে গমনকারীদের জন্য তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রত্যেক দুই শ্রেণীর মাঝে এই পরিমাণ ব্যবধান রহিয়াছে যেই পরিমাণ আসমান ও জমিনের মাঝে ব্যবধান রহিয়াছে। তোমরা যখন আল্লাহ তায়ালায় নিকট জাম্মাত চাহিবে তখন জাম্মাতুল ফেরদাউস চাহিও। কেননা উহা জাম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এবং উহার উপর রহমানের আরশ রহিয়াছে। আর উহা হইতে জাম্মাতের ঝগড়াগাম্ভীর্য প্রবাহিত হয়। (বোখারী)

۱۸۷- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ. مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ الْخَمْسِ عَلَى وَضُوئِهَا وَزَكَاةِهَا وَسَجُودِهَا وَمَوَالِيهَا وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَآتَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؟ قَالَ: الْفُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْتِ أَنْ أَدِمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِ غَيْرَهُ. رواه الطراني بإسناد جيد، الترغيب ۲/ ۱

১৮৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত পাঁচটি আমল করিয়া (আল্লাহ তায়ালায় দরবারে) আসিবে সে জাম্মাতে প্রবেশ করিবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মত গুরুত্বসহকারে এইরূপে পড়ে উহার অযু এবং রুকু ও সেজদা সঠিকভাবে আদায় করে, রমযান মাসের রোযা রাখে, হজ্জ করার সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করে, সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত আদায় করে এবং আমানত আদায় করে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমানত আদায় করার অর্থ কি? তিনি এরশাদ করিলেন, জানাবতের (ফেরত) গোসল করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানের জানাবতের গোসল ব্যতীত দ্বীনের আর কোন আমলের উপর আস্থা স্থাপন করেন নাই। (কেননা জানাবতের গোসল এমন গোপনীয় আমল যাহা

করার ব্যাপারে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে।)

(তাবারানী, তারগীয)

۱۸۸- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَنَا وَعِمِّي لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بَيْنِي فِي رِضَى الْجَنَّةِ، وَبَيْنِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، وَأَنَا وَعِمِّي لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَيْنِي فِي رِضَى الْجَنَّةِ، وَبَيْنِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، وَبَيْنِي فِي أَغْلَى غَرْبِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَدْعُ لِلْغَيْرِ مُطْلَبًا وَلَا مِنْ الشَّرِّ مَهْرَبًا يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يَمُوتَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ۴۸۰/ ۱

১৮৮. হযরত ফযালা ইবনে ওবাইদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আনুগত্য গ্রহণ করে, এবং হিজরত করে আমি তাহার জন্য জাম্মাতের কিনারায় একটি ঘরের ও জাম্মাতের মাঝখানে একটি ঘরের জিম্মাদার হইব। আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করে আনুগত্য গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তায়ালায় রাস্তায় জেহাদ করে, আমি তাহার জন্য জাম্মাতের কিনারায় একটি ঘর ও মাঝখানে একটি ঘর এবং জাম্মাতের উপরতলায় একটি ঘরের জিম্মাদার হইব। যে এইরূপ করিল, সে সর্বপ্রকার কল্যাণ অর্জন করিল, এবং সকল প্রকার মন্দ হইতে বাঁচিয়া গেল। এখন তাহার মৃত্যু যেভাবেই আসুক (সে জাম্মাতের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে।) (ইবনে হিব্বান)

۱۸۹- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرُكَ بِهِ شَيْئًا يَصْلَى الْخَمْسَ وَيَصُومَ رَمَضَانَ غَيْرَ لَهُ. (الحديث)، رواه أحمد ২২২/ ১

১৮৯. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাযিঃ) বলেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালায় সহিত এমতাবহায্য সাক্ষাৎ করিবে যে, সে তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, রমযানের রোযা রাখে, তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

(মুসনাদে আহমাদ)

১৭০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسَهُ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ. (الحديث) رواه أحمد ১/২৩৬

১৯০. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সহিত এমতাবস্থায় সাফাৎ করিবে যে, সে আল্লাহ তায়ালার সহিত কাহাকেও শরীক করে নাই, নিজের মালের জাকাত সন্তুষ্টিতে আদায় করিয়াছে, এবং (মুসলমানদের) ইমামের কথা শুনিয়া উহা মানিয়াছে, তাহার জন্য জাম্মাত রহিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

১৭১- عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ. رواه الترمذی وقال: حديث فضالة حديث حسن صحيح، باب

ما جاء في فضل من مات مراابطاً، رقم: ১৭২১

১৯১. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মোজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে তাহার নফসের সহিত জেহাদ করে, অর্থাৎ নফসের খাফেশের বিপরীত চলার চেষ্টা করে। (তিরমিযী)

১৭২- عَنْ عُثَيْبِ بْنِ عَبْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَجْرُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وَلَدَ إِلَى يَوْمٍ يَمُوتُ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أحمد والطبرانی في الكبير

১৯২. হযরত ওতবা ইবনে আব্দ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের জন্মের দিন হইতে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মুখের উপর ভর করিয়া (সেজদায়) পড়িয়া থাকে, তবুও কেয়ামতের দিন সে নিজের এই আমলকেও নগণ্য মনে করিবে।

(মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

১৭৩- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: خُضَلْنَا مَنْ كَانَتْ فِيهِ كِبْكِبَةُ اللَّهِ شَاكِراً صَابِراً، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ اللَّهُ شَاكِراً وَلَا صَابِراً. مَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ قَوْفُهُ فَاقْدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ

قَوْفُهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ، كَبِهَ اللَّهُ شَاكِراً وَصَابِراً، وَمَنْ نَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ قَوْفُهُ وَنَظَرَ فِي دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ قَوْفُهُ فَأَلْفَيْ عَلَى مَا قَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ اللَّهُ شَاكِراً وَلَا صَابِراً. رواه الترمذی وقال: هذا حديث حسن غريب، باب انظروا إلى من هو أسفل منكم،

رقم: ১৭১২

১৯০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তির মধ্যে দুইটি অভ্যাস থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শোকরকারী ও সবরকারীদের দলভুক্ত করেন। আর যাহার মধ্যে এই দুইটি অভ্যাস পাওয়া যায় না, আল্লাহ তায়ালা তাহাকে শোকর ও সবরকারীদের মধ্যে লিখেন না। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উত্তম লোকদেরকে দেখে এবং তাহাদের অনুসরণ করে, আর দুনিয়ার ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে যে, (আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও অনুগ্রহে) তাহাকে এই সকল লোকদের তুলনায় উত্তম অবস্থায় রাখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে সবর ও শোকরকারীদের মধ্যে লিখিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে নিজের চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে, এবং দুনিয়ার ব্যাপারে নিজের চেয়ে উপরের লোকদেরকে দেখে, এবং দুনিয়ার স্বল্পতার উপর আফসোস করে তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে না সবরকারীদের মধ্যে গণ্য করিবেন, না শোকরকারীদের মধ্যে গণ্য করিবেন। (তিরমিযী)

১৭৪- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن

رقم: ১৭১৭

১৯৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া মোমেনের জন্য কয়েদখানা আর কাফেরের জন্য জাম্মাত। (মুসলিম)

ফায়দা : একজন মোমেনের জন্য জাম্মাত যে সমস্ত নেয়ামত প্রস্তুত রহিয়াছে, সেই হিসাবে এই দুনিয়া মোমেনের জন্য কয়েদখানা। আর

কাফেরের জন্য যে সমস্ত চিরস্থায়ী আজাব রহিয়াছে সেই হিসাবে দুনিয়া তাহার জন্য জন্মাত। (মেরকাত)

১৫০- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا تَخَذَ الْفَقْرُ دُولًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزُّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتَعَلَّمَ لَغِيْرَ الدِّينِ، وَأَطَاعَ الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ وَعَقَى أُمَّهُ، وَأَقْبَضَ صَدِيقَهُ وَالْقَضَى أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرَمُ الرَّجُلِ مَخَالَفَةُ شَرِّهِ، وَظَهَرَتِ الْقَبَائِلُ وَالْمَعَارِفُ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ، وَلَقِنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْلَهَا فَلْيَرْقُبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رَيْعًا حُمْرَاءَ وَزُرْلَةً وَخَسْفًا وَمَسْحًا وَقُلْدًا، وَأَيَّاتٍ تَتَابَعُ كَيْطَامٍ بَالٍ فَطَعِبَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعِ. رواه الترمذی وقال: هذا حديث غريب، باب ما جاء في علامة حلول المسخ والحسف، رقم: ۳۹۱۱

১৫৫. হযরত আবু হোরাযরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যখন গণীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে, আমানতকে গণীমতের মাল মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে অর্থাৎ আমানতকে আদায় করার পরিবর্তে নিজে খরচ করিয়া ফেলে, যাকাতকে জরিমানা মনে করিতে আরম্ভ করা হইবে, অর্থাৎ খুশী মনে দেওয়ার পরিবর্তে অসন্তুষ্টির সহিত দেয়, এলেম ধীনের উদ্দেশ্যে নয় বরং দুনিয়ার জন্য অর্জন করিতে আরম্ভ করিবে, মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মায়ের অবাধ্যতা করিতে শুরু করিবে, বন্ধু বান্ধবদেরকে নিকটে করিবে ও বাপকে দূরে সরাইয়া দিবে, মসজিদসমূহের মধ্যে প্রকাশ্যে শোরগোল করা আরম্ভ হইবে, ফাসেক লোক কওমের নেতৃত্ব দিতে আরম্ভ করিবে, কওমের সর্দার কওমের নিকৃষ্টতম লোক হইবে, কাহারো অনিষ্ট হইতে বাঁচার জন্য তাহার সম্পান করা হইতে লাগিবে, গায়িকা নারীদের এবং বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হইবে, ব্যাপকভাবে শরাব পান আরম্ভ করা হইবে এবং উম্মতের পরবর্তী লোকেরা তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে মন্দ বলিতে আরম্ভ করিবে, এমন সময় লালবর্ণের ঝড়, ভূমিকম্প, জমিনে ধসিয়া যাওয়া, মানুষের চেহারা বিকৃত হওয়া, এবং আসমান হইতে পাথর বর্ষিত হওয়ার অপেক্ষা করা

উচিত। আর এমন লাগাতার বিপদ আপদসমূহের অপেক্ষা কর, যেমন মালার সুতা ছিড়িয়া গেলে উহার মুক্তাদানাগুলি একের পর এক দ্রুত পড়িতে থাকে। (তিরমিযী)

১৫৭- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مَثَلَ الذِّئْبِ يَفْعَلُ الشِّتَابَ، ثُمَّ يَفْعَلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ حَقِيقَةٌ قَدْ خَفِنَتْ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَانْفَكَتْ حَلَقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً أُخْرَى فَلَانْفَكَتْ حَلَقَةٌ أُخْرَى، حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْأَرْضِ. رواه أحمد ۱/১০৫

১৫৬. হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি গুনাহ করে অতঃপর নেক আমল করিতে থাকে, তাহার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যাহার শরীরে একটি আঁটসাঁট লৌহবর্ম রহিয়াছে, যাহা তাহার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অতঃপর সে কোন নেক আমল করে যাহার কারণে ঐ লৌহবর্মের একটি আংটা খুলিয়া যায়, অতঃপর দ্বিতীয় কোন নেক আমল করে যাহার কারণে দ্বিতীয় আংটা খুলিয়া যায় (এমনিভাবে নেক আমল করিতে থাকে আর কভাসমূহ খুলিতে থাকে) এমনকি সম্পূর্ণ বর্ম খুলিয়া জমিনের উপর আসিয়া পড়ে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা : ইহার অর্থ গুনাহগার গুনাহের বাঁধনে আবদ্ধ থাকে এবং পেরেশান থাকে, নেক কাজ করার কারণে গুনাহের বাঁধন খুলিয়া যায় এবং পেরেশানী দূর হইয়া যায়।

১৫৮- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ وَلَا فُتِيَ الرِّثَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْيُكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قَطِعَ عَنْهُمْ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بَيْنَ الْحَقِّ إِلَّا فُتِيَ فِيهِمُ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سَلَطَ عَلَيْهِمُ الْعُدُوْ. رواه الإمام مالك في الموطأ، باب ما

جاء في الغلول ص ১৭৬

১৫৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, যখন কোন কওমের মধ্যে প্রকাশ্যে গণীমতের মালে খেয়ানত করা হয় তখন তাহাদের অন্তরে শত্রুর ভয়ভীতি ঢালিয়া দেওয়া হয়। যখন কোন কওমের মধ্যে

যেনা বাড়িচার ব্যাপক হইয়া যায়, তখন তাহাদের মধ্যে মৃত্যু ব্যাপক হইয়া যায়। যখন কোন কাওম ওজনে কমবেশী করে তখন তাহাদের রিযিক উঠাইয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ তাহাদের রিযিকের বরকত খতম করিয়া দেওয়া হয়। যখন কোন কওম বিচারকার্যে জুলুম করে, তখন তাহাদের মধ্যে খুনখারাবী ছড়াইয়া যায়, যখন কোন কওম অঙ্গিকার ভঙ্গ করে তখন তাহাদের উপর শত্রু চাপাইয়া দেওয়া হয়।

(মোয়াজ্জা ইমাম মালেক)

১৭৮- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: إِنَّ النَّكَّالَةَ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَلَى وَاللَّهِ حَتَّى الْحَبَّارَى لَتَمُوتَ فِي وَكْرٍ مَا هَذَا لِنَكَّالَةِ النَّكَّالِينَ. رواه البيهقي في شعب

الإيمان ১/৬৫১

১৯৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে বলিতে শুনিলেন যে, জালেম ব্যক্তি শুধু নিজের ক্ষতি করে। ইহার জওয়াবে হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) এরশাদ করিলেন, নিজের তো ক্ষতি করেই, আল্লাহর কসম! জালেমের জুলুমের কারণে সুরখাব (পানী) ও তাহার বাসায় ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়া মারা যায়। (বায়হাকী) ফায়দা : জুলুমের ক্ষতি জালেম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহার জুলুমের কুফল স্বরূপ বিভিন্ন প্রকারের মুসীবত অবতীর্ণ হইতে থাকে। বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়। পানীরা মাঠে জঙ্গলে শস্যাদানা পায় না। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার কারণে নিজেদের বাসায় মরিয়া যায়।

১৭৭- عَنْ سَعْدَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعْنَى مِمَّا يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ قَالَ: فَيَقْصُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْصُ. وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ وَإِذَا آخِرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ بَصْخَرَةٌ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَبْلُغُ رَأْسَهُ فَيَنْدَحْدَهُ النَّحْجَرُ هَاهُنَا، فَيَنْبَعُ الْحَجَرُ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْصَحَ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرْءُ الْأَوَّلَى،

قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَ لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ وَإِذَا آخِرُ قَائِمٍ عَلَيْهِ بَكْلُوبٍ مِنْ حَبِيدٍ، وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شَقِيٍّ وَجْهَهُ فَيَضْرِبُ رَأْسَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَيَنْجِرُهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ وَرَبُّمَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ: فَيَشُقُّ. قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ، فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَبْصَحَ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرْءُ الْأَوَّلَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى مِثْلِ الثَّوْرِ قَالَ وَاحْسِبْ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِذَا فِيهِ لَعَطٌ وَأَصْرَاتٌ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ وَنِسَاءٌ غَرَاءُ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضُوا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ- حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- أَحْمَرُ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَيْطَانِ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ سَبَحَ مَا سَبَحَ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الدَّيُّ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْعَلُ لَهُ قَاهُ فَيَلْقِيَهُمْ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَعَرَّ لَهُ قَاهُ فَالْقَمَةُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ كَرِيمٍ الْمَرْءَ كَأَكْرَمِهِ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ رَجُلًا مَرَّةً، فَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحْسِبُهَا وَيَسْعَى خَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مَعْتَمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرِي الرُّوضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طَوِيلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وَلَدَانِ رَأْيُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَذَا؟ مَا هَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ،

قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمْ أَرْ رَوْضَةً قَطُّ أَكْثَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ: قَالَا لِي: أَرَأَيْكَ، فَارْتَفَعَتْ فِيهَا، قَالَ: فَارْتَفَعْنَا فِيهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبْنٍ ذَهَبٍ وَلَبْنٍ قِصْبَةٍ، فَانْتَهَيْنَا بِأَبِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفَتِّحْ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رَجُلٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنَ مَا أَنْتَ رَأَيْ، وَشَطْرٌ كَأَكْبَحَ مَا أَنْتَ رَأَيْ، قَالَ: قَالَا لَهُمْ: أَذْهَبُوا فَعَفُّوا فِي ذَلِكَ النَّهْرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مَغْفَرٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ مِنَ النَّيَّاصِ، فَذْهَبُوا فَوَقُّوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الشَّيْءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، قَالَ: قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةٌ عَذْنٌ وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: فَسَمَا بَصْرَى صُعْدَا فَبَدَأَ قَصْرٌ مِثْلَ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِي: هَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، ذَرَانِي فَادْخُلَا، قَالَا: أَمَا الْآنَ فَلَا وَانْتَ دَاخِلُهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِّي قَدْ زِلْتُ مِنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَمَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَنْتَعِلُ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَتَمَّ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْنُونَةِ، وَأَمَّا الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْرُسِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْجَرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ لِيَكْذِبَ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، وَأَمَّا الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ الْغَرَاءُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ الشُّورِ فَهُمْ الرُّنَاءُ وَالزَّوَانِي، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهْرِ وَيَلْقَمُ الْحَجَارَةَ كَمَا كَيْلَ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيمُ الْمَرْءُ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحْتَشِبُهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنٌ جَنَّتِهِمْ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرُّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِتْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَمَّا الْوَلَدَانِ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مُؤَلَّدٍ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَطْرًا

مِنْهُمْ فَيُفْتِحُ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَطَرُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، بَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مَرْفُوعٌ: ٧٠: ٤٧

১৯৯. হযরত সামুদ্রাহ ইবনে জুনদুর (রাযিঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় তাহার সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কি? কেহ স্বপ্ন বর্ণনা করিত। তিনি উহার ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন। একদিন সকাল বেলায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, রাত্রিবেলায় আমি স্বপ্ন দেখিলাম যে, দুইজন ফেরেশতা আমার নিকট আসিলেন এবং আমাকে উঠাইয়া বলিলেন, আমাদের সাথে চলুন। আমি তাহাদের সহিত চলিলাম। আমরা একজন শায়িত ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলাম। তাহার পাশে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো আছে। সে শায়িত ব্যক্তির মাথার উপর পাথরটি সজোরে নিক্ষেপ করে। ইহাতে তাহার মাথা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। এবং পাথরটি গড়াইয়া অন্যদিকে চলিয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি যাইয়া পাথরটি উঠাইয়া আনে। তাহার ফিরিয়া আসার পূর্বে শায়িত ব্যক্তির মাথা আগের মত সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া যায়। পুনরায় সে পাতর নিক্ষেপ করে এবং পরিণতি উহাই হয় যাহা পূর্বে হইয়াছিল। আমি অবাক হইয়া সঙ্গী দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সুবহানাল্লাহ! এই দুই ব্যক্তি কাহারা? (এবং ইহা কি হইতেছে?) তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন!

আমরা সামনে চলিলাম। আমরা চিৎ হইয়া শায়িত এক ব্যক্তির নিকট দিয়া গেলাম। এবং একব্যক্তি তাহার নিকট লোহার চিমটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। চিমটাদ্বারা ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির চেহারার এক পাশে আসিয়া তাহার চোয়াল নাক এবং চোখ, মাথার পিছনের অংশ পর্যন্ত চিরিয়া ফেলে। অতঃপর অন্য পাশেও এইরূপ করে। দ্বিতীয় পাশ হইতে অবসর হওয়ার পূর্বেই প্রথম পাশ সম্পূর্ণরূপে ভাল হইয়া যায়। সে ব্যক্তি এইরূপ করিতে থাকে। আমি তাহাদের দুইজনকে বলিলাম। সুবহানাল্লাহ এই দুই ব্যক্তি কাহারা? তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন। আমরা সামনে চলিলাম। একটি তন্দুরের নিকট পৌছিলাম। উহাতে বড় শোরগোল হইতেছিল। আমরা উকি দিয়া দেখিলাম। উহাতে অনেক উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলা রহিয়াছে। তাহাদের নীচের দিক হইতে একটি অগ্নিশিখা আসে। সেই অগ্নিশিখা যখন তাহাদেরকে জড়াইয়া ধরে তখন তাহারা চিংকার করিতে থাকে। আমি তাহাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা

কাহারো? তাহারা বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন।

আমরা সামনে চলিলাম। একটি নদীর নিকট পৌঁছিলাম। উহা রক্তের মত লালবর্ণ ছিল। আর উহাতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটিতেছিল। নদীর কিনারায় অপর এক ব্যক্তি ছিল যে অনেকগুলি পাথর জমা করিয়া রাখিয়াছিল। সাঁতার কাটা লোকটি যখন সাঁতরাইয়া পাথর জমাকারী লোকটির নিকট আসে তখন সে নিজের মুখ খুলিয়া দেয়। তখনই কিনারায় অপেক্ষমান ব্যক্তি তাহার মুখের ভিতর পাথর ঢালিয়া দেয়। (ইহাতে সে দূরে) চলিয়া যায়। এবং পুনরায় সাঁতরাইয়া এই ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া আসে। যখনই এই ব্যক্তি সাঁতরাইয়া কিনারায় অপেক্ষমান লোকটির নিকট আসে তখনই সে মুখ হা করে। আর কিনারায় অপেক্ষমান ব্যক্তি তাহার মুখের ভিতর পাথর ঢালিয়া দেয়। আমি তাহাদের দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই দুই ব্যক্তি কাহারো? তাহারা দুইজন বলিলেন, চলুন, সামনে চলুন।

আমরা সামনে চলিলাম। তোমরা যত কুৎসিত চেহারার মানুষ দেখিয়াছ তাহাদের অপেক্ষা বেশী কুৎসিত চেহারার মানুষের নিকট দিয়া আমরা গেলাম। তাহার নিকট আশ্রয় জুটিতেছিল। সে উহাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করিতেছিল এবং উহার চতুর্দিকে দৌড়াইতেছিল। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? তাহারা বলিলেন, চলুন সামনে চলুন।

অতঃপর আমরা এমন এক বাগানে পৌঁছিলাম যাহা ঘন সবুজ ছিল। উহাতে বসন্তকালীন সবরকমের ফুল ছিল। বাগানের মাঝখানে অতি দীর্ঘকায় এক ব্যক্তিকে দেখা গেল। অতি দীর্ঘ হওয়ার কারণে তাহার মাথা দেখা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। তাহার চারিপার্শ্বে অনেক শিশু ছিল। এত বেশী সংখ্যক শিশু আমি কখনও দেখি নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? আর এই শিশুরা কে? তাহারা আমাকে বলিলেন, সামনে চলুন, সামনে চলুন।

আমরা চলিলাম এবং একটি বড় বাগানে পৌঁছিলাম। আমি এত বড় ও সুন্দর বাগান কখনও দেখি নাই। তাহারা আমাকে বলিলেন, ইহার উপরে চড়ুন। আমরা উহার উপর চড়িলাম এবং এমন এক শহরের নিকট পৌঁছিলাম, যাহা এমনভাবে তৈরী ছিল যে, উহার একটি ইট সোনার ছিল, একটি ইট রূপার ছিল। আমরা শহরের দরজায় পৌঁছিলাম। দরজা খুলিতে বলিলে উহা আমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইল। আমরা উহার মধ্যে এমন লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, যাহাদের শরীরের অর্ধেক অংশ

এত সুন্দর ছিল যে, তোমরা এমন সুন্দর দেখ নাই। আর অর্ধেক অংশ এত কুৎসিত ছিল যে, তোমরা এমন কুৎসিত চেহারা দেখ নাই। এই দুই ফেরেশতা তাহাদিগকে বলিলেন, যাও এই নদীতে ঝাঁপ দাও। আমি দেখিলাম, সামনে একটি প্রশস্ত নদী প্রবাহিত হইতেছে। উহার পানি দুধের মত সাদা। তাহারা উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতঃপর যখন তাহারা আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিল তখন তাহাদের কুৎসিত অবস্থা দূর হইয়া গিয়াছিল, এবং তাহারা অত্যন্ত সুন্দর হইয়া গিয়াছিল। উভয় ফেরেশতা আমাকে বলিলেন, ইহা জানাতে আদন এবং ইহা আপনার ঘর। উপরের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িলে দেখিলাম, আমি সাদা মেঘের মত একটি মহল দেখিলাম। তাহারা বলিলেন, ইহাই আপনার ঘর। আমি তাহাদেরকে বলিলাম, আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দান করুন। আমাকে ছাড়িয়া দাও আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিব। তাহারা বলিলেন, এখন নয়, তবে পরে যাইবেন। আমি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ রাতে আশ্চর্য বিষয়সমূহ দেখিয়াছি। ইহার রহস্য কি? তাহারা আমাকে বলিলেন, এখন আমরা আপনাকে বলিতেছি।

প্রথম ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, এবং তাহার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ করা হইতেছিল সে হইল যে কুরআন শিক্ষা করে অতঃপর উহাকে ছাড়িয়া দেয় (ভেলাওয়াতও করে না, আমলও করে না) আর ফরয নামায ছাড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে। (দ্বিতীয়) এই ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, এবং তাহার চোয়াল, নাক, চোখ, মাথার পিছন পর্যন্ত কাটা হইতেছিল। সে এই ব্যক্তি যে সকাল বেলায় ঘর হইতে বাহির হইয়া মিথ্যা কথা বলে এবং সেই মিথ্যা দুনিয়াতে প্রচারিত হইয়া যায়। (তৃতীয়) এই সকল মেয়ে পুরুষ যাহাদেরকে আপনি তন্দুরে জ্বলিতে দেখিয়াছিলেন। তাহারা হইল যিনাকার (ব্যভিচারী) পুরুষ ও মহিলা। (চতুর্থ) এই ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছেন, যে নদীতে সাঁতার কাটিতেছিল এবং তাহার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হইতেছিল, সে সুদখোর। (পঞ্চম) এই কুৎসিত ব্যক্তি যাহার নিকট দিয়া আপনি অতিক্রম করিয়াছিলেন, যিনি আপুন প্রজ্জ্বলিত করিতেছিলেন এবং উহার চারিপার্শ্বে দৌড়াইতেছিলেন, তিনি জাহান্নামের দারোগা। যাহার নাম মালেক। (ষষ্ঠ) এই ব্যক্তি যিনি বাগানের মধ্যে ছিলেন। তিনি হযরত ইবরাহীম (আঃ)। আর যে সকল শিশুরা তাহার চারিপার্শ্বে ছিল, তাহারা শৈশবেই (ইসলামের) স্বভাবের উপর মৃত্যুবরণ করিয়াছে। কোন সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া

রাসূলুল্লাহ! মুশরিকদের শিশুদের কি হইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, মুশরিকদের শিশুরাও (তাহারাই) ছিল। আর যাহাদের অর্ধেক শরীর সুন্দর ও অর্ধেক শরীর কুৎসিত ছিল তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা নেক আমলের সহিত বদআমলও করিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা তাহাদের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (বোখারী)

২০০- عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الثَّرَدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُ أَمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْأَمَمِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ تَعْرِفُ أَمْتَكَ؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِإِيمَانِهِمْ وَأَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِنُورِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. رواه أحمد ১৭৭/৫

২০০. হযরত আবু যার (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন সকল উম্মতের মধ্য হইতে আমি আমার উম্মতকে চিনিয়া লইব। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আপনার উম্মতকে কিভাবে চিনিবেন? তিনি এরশাদ করিলেন, আমি তাহাদিগকে তাহাদের আমলনামা ডানহাতে দেওয়ার কারণে চিনিব এবং তাহাদিগকে তাহাদের চেহারার নূরের কারণে চিনিব, যাহা অধিক সেজদার কারণে তাহাদের চেহারায় প্রকাশ পাইবে। আর তাহাদিগকে তাহাদের এক (বিশেষ) নূরের কারণে চিনিব যাহা তাহাদের সম্মুখে দৌড়াইতে থাকিবে।

(মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা : ইহা প্রত্যেক মোমেনের ঈমানের নূর হইবে। প্রত্যেকে তাহার ঈমানী শক্তি হিসাবে নূর পাইবে। (কাশফুর রহমান)